পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 208 Sunday, 29 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২০৮ সংখ্যা ✱ ১৪ আষাঢ়, ১৪৩২ রবিবার, ২৯ জুন, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

ভিড়ের জেরে মাসির বাড়ি যাওয়া হয়নি

দ্বিতীয় দিনে মাসির বাড়ি পৌঁছালো জগন্নাথদেবের রথ

পুরী, ২৮ জুন ঃ পুরী রথযাত্রায় ভক্তদের বিপুল সমাগম হয়। ব্যারিকেডের মধ্যে ভক্তদের ঢুকে পড়ার জন্য প্রথম দিনে মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছতেই পারেনি বলরাম-সুভদ্রা-জগন্নাথদেবের রথ। আজ শনিবার দ্বিতীয় দিনে ফের শুরু হয়েছে রথটানা। ইতিমধ্যেই মাসি বাড়িতে পৌঁছেছে বলরামের রথ। সবার শেষে পৌঁছায় জগন্নাথের রথ নন্দীঘোষ।

শুক্রবার রথযাত্রার সূচনা হয়েছিল। রীতি অনুসারে, সবার আগে ছিল বলরামের রথ তালধ্বজ। মাঝে সুভদ্রার রথ। সবার শেষে ছিল জগন্নাথের নন্দীঘোষ। পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকে মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরের দূরত্ব প্রায় আড়াই কিলোমিটারের কাছাকাছি। ভক্তদের ব্যাপক ভিড়ের জন্য কোনও দেব-দেবীর রথ মাসির বাড়িতে পৌঁছতেই পারেনি।

প্রথমদিন বলরাম ও সুভদ্রার রথ কিছুটা এগোলেও মন্দির চত্বর থেকে বেরতেই পারেনি জগন্নাথের রথ নন্দীঘোষ। সেবায়তদের দাবি, ইতিহাসে প্রথমবার এত কম এগিয়েছে মহাপ্রভুর রথ। নিয়ম অনুসারে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আর রথ টানা যায় না। সেই মতো সন্ধ্যা নেমে আসায় যাত্রা বন্ধ করতে হয়। আজ শনিবার ফের শুরু হয়েছে

রথটানা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মাসির বাড়িতে পৌঁছেয়েছেন বলরাম। পিছনে রয়েছেন সুভদ্রা। সবার শেষে যাবেন জগন্নাথ।

জানা গিয়েছে, বিঘ্নের মূল কারণ ছিল পুরীর গ্র্যান্ড রোডের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ভগবান বলরামের রথ তালধ্বজ আটকে যাওয়া। রথকে ফের চালাতে সমস্যায় পড়তে হয় মন্দির কর্তৃপক্ষ ও পুরী প্রশাসনকে। এছাড়াও ব্যারিকেডের মধ্যে ঢুকে যান প্রচুর ভক্ত। তাতেও আটকে যায় রথের চাকা। আটকে পড়েন তিন ভাই-বোন। সূর্য নেমে যাওয়ায় বন্ধ করতে হয় যাত্রা। সারারাত মন্দিরের বাইরে, রথেই থাকেন দেব-দেবী। শনিবার সকালে শুরু হয়েছে যাত্রা। এই কাণ্ডের জন্য সেবায়েতেরা দুষছেন পুরীর প্রশাসনকেই। ঠিকমতো ব্যবস্থা করা হয়নি বলেই এই কাণ্ড বলে দাবি তাঁদের। তবে সব সমস্যা কাটিয়ে শুরু হয়েছে পুরীর দ্বিতীয় দিনের রথযাত্রা। রথযাত্রা নিয়ে সরকার বলছে সব রীতি পালন করা হয়েছে। সময় মতো জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথ যাত্রার উদ্দেশে বেরিয়েও যায়, কিন্তু সময়মতো গন্তব্যে পৌছয়নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই অব্যবস্থার কারণ কী? এর জন্য দায়ী কারা? বিরোধীরা আঙুল তুলছে শাসক বিজেপির দিকে। বিজেপি বলছে, অপ্রত্যাশিত ভিড়ই কারণ।

রাজ্যে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় দিশেহারা বঙ্গ! উত্তর বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণাবর্তের ইঙ্গিত মিলেছে, যা নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, এর জেরেই রবিবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় শুরু হতে পারে প্রবল বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। রবিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বা।তে পারে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আজ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বৃষ্টিপাত চলবে। কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। রবিবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। সর্বাধিক ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আজ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। ত্রান সহ নানান ব্যবস্থা রাখার জন্য রাজ্য সরকার সমস্ত জেলার আধিকারিকদের নির্দেশও পাঠিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

ব্রিকস বৈঠকের আগে আর্জেন্টিনা সফরে মোদি, যাবেন আফ্রিকার দুই দেশেও

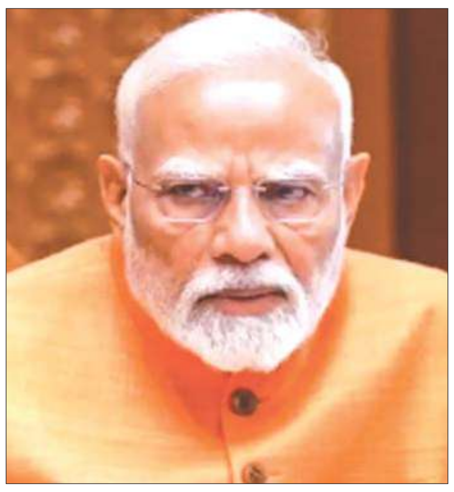

নয়াদিল্লি, ২৮ জনু ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত ৫টি দেশে ৮ দিনের সফরে যাবেন। আগামী মাসের গোড়ার দিকে আর্জেন্টিনা সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বুয়েনস আইরেস সফরের সময় ভারত ও আর্জেন্টিনা সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা করবে। সন্ত্রাসের বিপদের বিষয়ে একটি যৌথ ঘোষণাপত্রও আশা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ৬-৭ জুলাই ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ঠিক আগে আর্জেন্টিনায় থাকবেন বলেই জানা যাচ্ছে। তার আগে আগামী ৩ ও ৪ জুলাই ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো সফর করবেন। যেখানে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ রয়েছেন। এরই পাশাপাশি ব্রাজিল, নামিবিয়া, ঘানাতেও যাবেন তিনি।

পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করা প্রথম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল আর্জেন্টিনা। যেখানে ১৯৯০-এর দশকে দুটি বড় সন্ত্রাসী হামলা শিকার হয, যাতে যথাক্রমে ৩০ এবং ৮৫ জন নিহত হন এবং অসংখ্য মানুষ আহত হন। জানা যাচ্ছে, মোদি আর্জেন্টি নার রাষ্ট্রপতি জাভিয়ার মিলির সঙ্গে দেখা করবেন এবং অ্যাজেন্ডার অন্যান্য তিনটি প্রধান বিষয় হল লিথিয়াম, কৃষি, এলএনজি এবং পারমাণবিক সহযোগিতা। লিথিয়ামই হল ভবিষ্যতের জ্বালানি। কারণ এটি সবুজ প্রযুক্তির জন্য একটি অপরিহার্য। চিলি ও বলিভিয়ার পাশাপাশি আর্জেন্টিনার খনিতেও এর বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় খনি সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই উত্তর আর্জেন্টিনার কাটামারকা প্রদেশে কাজ করছে। ভারতীয় সংস্থাগুলি আর্জেন্টিনার সঙ্গে তামা, সোনা এবং আরওটি নতুন যুগের আকরিকের খননের কাজ করতে আগ্রহী। আবার, আর্জেন্টিনা ভারত থেকে তাজা ফল, শাকসবজি এবং দুগ্ধজাত পণ্যের মতো কৃষি পণ্য আমদানি করতে আগ্রহী। এটি উপসাগরীয় অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কথা মাথায় রেখে এলএনজি বিক্রি করতেও আগ্রহী, যেখানে বর্তমানে একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি রয়েছে।

একটি দেশ সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মুখ খোলেনি', এসসিও ঘোষণাপত্র নিয়ে পাকিস্তানকে বিঁধলেন জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃ সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) ঘোষণাপত্রে ভারতের সই না করা নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের পাশে দাঁড়ালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। পাকিস্তানকে বিঁধে তিনি বলেন, ঘোষণাপত্রে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কোনও স্বীকারোক্তি ছিল না। শুধুমাত্র একটি দেশ এবিষয়ে মুখ খুলতে অস্বীকার করে। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে একটি সাংবাদিক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন জয়শংকর। সেখানে তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই এসসিও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু রাজনাথজি যখন এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন এবং চূড়ান্ত ঘোষণাপত্র নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন একটি দেশ সেখানে সন্ত্রাসবাদের বিষয়টি উল্লেখ করতে অস্বীকার করে। সন্ত্রাসবাদের উল্লেখ ছাড়া ভারতের কাছে এই ঘোষণাপত্রটির কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাঁর সংযোজন, এসসিও সর্বসম্মতিতে কাজ করে। কোনও বিষয় নিয়ে যদি একটি দেশেরও আপত্তি থাকে, তাহলে কিছুই এগোয না। তাই রাজনাথজি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সন্ত্রাসবাদকে স্বীকৃতি না দিলে ভারত এই ঘোষণাপত্র সই করবে না। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার এসসিও-র ঘোষণাপত্রে সই করতে অস্বীকার করেন রাজনাথ। সূত্রের খবর, পহেলগাঁও সন্ত্রাসের কথা তো দূর। উল্টে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের বিরুদ্ধে অশান্তি ছাড়ানোর অভিযোগ আনা হয় ওই ঘোষণাপত্রে। পহেলগাঁও সন্ত্রাস এবং অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের অবস্থান এবং পাকিস্তান কীভাবে প্রত্যক্ষে জঙ্গিদের মদত দিচ্ছে, সেটা গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে ভারত। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকে কূটনৈতিকভাবে ইসলামাবাদের পাশে থেকেছে 'বন্ধু বেজিং। এদিকে আবার এসসিও বৈঠকের সভাপতিত্বও করে চিন। তাই ওয়াকিবহলা মহলের মতে, ইচ্ছাকৃতভাবেই ওই ঘোষণাপত্রে পহেলগাঁও সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ সরিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে এধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই নথিতে পাকিস্তানের বালোচিস্তানের কথা উল্লেখ থাকলেও পহেলগাঁওয়ের সেই নৃশংস ঘটনার কোনও উল্লেখ ছিল না।

ধর্ম চক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী শনিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আচার্য বিদ্যানন্দজি মহারাজের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদীকে 'ধর্ম চক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিতও করা হয়। এদিন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে জৈন আধ্যাত্মিক গুরু ও সমাজ সংস্কারক আচার্য বিদ্যানন্দ জি মহারাজের জন্মশতবার্ষিকীর সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে নরেন্দ্র মোদী আচার্য বিদ্যানন্দ জি মহারাজের ওপর আয়োজিত একটি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। এছাড়াও আচার্য বিদ্যানন্দ জি মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদী এদিন দিল্লিতে এক বিশেষ ডাকটিকিট ও স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করেন।

অপারেশন সিঁদুরে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন, এবার 'র' প্রধান হলেন পরাগ জৈন

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃ'অপারেশন সিঁদুরে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। চিনিয়ে দেন সীমান্তপারের পাক জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে। 'র' আকাশ-নজরদারি শাখা 'অ্যাভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার'-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই পরাগ জৈন এবার ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং' (র)-এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছেন, নতুন 'র' প্রধান হচ্ছেন। ১৯৮৯-র ব্যাচের এই আইপিএস অফিসারকে নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি। ১ জুলাই থেকে দায়িত্ব নেবেন পরাগ। জানা গিয়েছে, পরাগের নাম প্রস্তাব করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অতীতে একাধিক সাফল্যই তাঁকে 'র' প্রধানের পদে পৌঁছে দিল বলে মনে করা হচ্ছে। পাঞ্জাব ক্যাডারের এই আইপিএস আধিকারিক খলিস্তানপন্থী সন্ত্রাসের মোকাবিলা করেছেন, লুধিয়ানার ডিআইজি থাকাকালীন পাকিস্তান থেকে মাদকের চোরাচালান আটকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তিনি। ২০২১ সালে ১ জানুয়ারি পাঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি হন। তবে 'অপারেশন সিঁদুরে' পিওকে ও পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে চিহ্নিত করতে বড় ভূমিকাই তাঁকে শীর্ষপদে পৌঁছে দিল। সেই সময় 'র' ড্রোন ও আকাশ-নজরদারি শাখা ' রিসার্চ সেনন্টার'-এর দায়িত্বে ছিলেন পরাগ। এর আগে জম্মু ও কাশ্মীরের সন্ত্রাস দমন অভিযানেও নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে পরাগ জৈনের। শনিবার, ২৮ জুন 'অ্যাভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার'-এর নতুন প্রধান পরাগ জৈনের নাম জানানো হয়। ১ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি দায়িত্ব নেবেন। এখনও খাতায় কলমে দায়িত্বে রয়েছেন রবি সিনহা। ৩০ জুন তিনি অবসর নেবেন।

কসবা কাণ্ড, জিবি বৈঠক ডাকার নির্দেশ ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ কসবা কলেজের ঘটনায় মুখ খুললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। গোটা ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে কলেজের জেনারেল বডির বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিলেন তিনি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়টিও খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় আমরা হতবাক। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালকে জেনারেল বডি মিটিং ডাকতে বলেছি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও গাফিলতি থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিচার পাইয়ে দিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। শুক্রবার সকাল থেকে কসবার আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় পড়ে। নির্যাতিতা দাবি করেন, বুধবার সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকা হয়েছিল গার্ড রুমে। অভিযোগ, তিনি সেখানে গেলে তাঁর উপর চড়াও হন তিনজন। গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। কাউকে কিছু না বলতে হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে ওই ছাত্রী কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসেন পুলিশ আধিকারিকরা। প্রথমে দু'জনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। তাঁদের থেকেই মূল অভিযুক্তের খোঁজ পাওয়া যায়। কালবিলম্ব না করে মূল অভিযুক্তকেও গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার সকালে কলেজের সরকারি নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কসবা কাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন, চার সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী কমিটির নেতৃত্বে অ্যাসিট্যান্ট কমিশনার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ কসবা কাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন কলকাতা পুলিশের। পাঁচ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী কমিটির নেতৃত্বে অ্যাসিট্যান্ট কমিশনার (দক্ষিণ শহরতলি) প্রদীপকুমার ঘোষাল। ইতিমধ্যে নির্যাতিতা ও তাঁর বাবা-মার গোপন জবানবন্দি নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন তাঁরা।

শুক্রবার সকাল থেকে কসবার আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। নির্যাতিতা দাবি করেন, বুধবার সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকা হয়েছিল গার্ড রুমে। অভিযোগ, তিনি সেখানে গেলে তাঁর উপর চড়াও হন তিনজন। গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। কাউকে কিছু না বলতে হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে ওই ছাত্রী কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসেন পুলিশ আধিকারিকরা। প্রথমে দু'জনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। তাঁদের থেকেই মূল অভিযুক্তের খোঁজ পাওয়া যায়। কালবিলম্ব না করে মূল অভিযুক্তকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

কসবা কাণ্ডে এবার গ্রেপ্তার করা হল কলেজের সরকারি নিরাপত্তারক্ষীকে। তাঁর নাম পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়। আটক করে রাতভর জেরার পর তাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত গার্ডের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল থেকে কসবার আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় পড়ে। নির্যাতিতা দাবি করেন, বুধবার সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকা হয়েছিল গার্ড রুমে। অভিযোগ, তিনি সেখানে গেলে তাঁর উপর চড়াও হন তিনজন। গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। কাউকে কিছু না বলতে হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে ওই ছাত্রী কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ

পেয়েই নড়েচড়ে বসেন পুলিশ আধিকারিকরা। প্রথমে দু'জনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। তাঁদের থেকেই মূল অভিযুক্তের খোঁজ পাওয়া যায়। কালবিলম্ব না করে মূল অভিযুক্তকেও গ্রেপ্তার করা হয়। নির্যাতিতা অভিযোগ পত্রে জানিয়েছিলেন, ঘটনার সময় গার্ডকে তার ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। গার্ড বিষয়টা জানলেও নিরুপায় ছিলেন বলে জানান নির্যাতিতা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই শুক্রবার কলেজের সরকারি নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটক করে পুলিশ। বুধবার ঠিক কী ঘটেছিল গার্ড রুমে, তাঁর কী ভূমিকা ছিল, কেন ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ বা থানায় জানাননি এহেন বহু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। শনিবার সকালে আইন কলেজের গার্ডকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যে নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে তাঁর বয়ান মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে কলেজের জেনারেল বডির বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিলেন তিনি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়টিও খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় আমরা হতবাক। শোকস্তব্ধ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালকে জেনারেল বডি মিটিং ডাকতে বলেছি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও গাফিলতি থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিচার পাইয়ে দিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।

তৃণমূলকে হারাতে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করতে চাইছে বিজেপি, দাবি রাজ্যের শাসকদলের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃ রাজ্যে ছাব্বিশের নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত! সেটা বুঝতে পেরে রাজ্যে ঘুরপথে এনআরসির চেষ্টা করছে বিজেপি। নির্বাচন কমিশনের নতুন ভোটার তালিকার নিয়ম নিয়ে দিল্লিতে সরব তৃণমূল কংগ্রেস।

ভোটার তালিকায় 'স্বচ্ছতা' আনার লক্ষ্যে সংশোধনের কাজ করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই কারণে বিভিন্ন রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছে একটি 'ডিক্লারেশন ফর্ম'। যার বেশ কিছু নিয়মাবলি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দেখানো রাস্তাতেই এবার তপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে দলের অন্দরও। শনিবার রাজধানীর কনস্টিটিউশন ক্লাবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে কমিশনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন বলছেন, বিজেপির সাম্প্রতিক আভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় উঠে এসেছে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে তারা সর্বোচ্চ ৪৫ থেকে ৪৯টি আসন পেতে পারে। এই তথ্য উঠে আসতেই তারা মরিয়া হয়ে এসব করছে। এই সমীক্ষা কে বা কার করছে সেই সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে।

আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দু-দিন আগেই বিজেপি যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পঞ্চাশের নিচে থাকবে সেকথা বলেছেন। আমাদের নেত্রী আগেই বলেছেন এসব ঘুরপথে এনআরসি করতে চাইছে। সঙ্গে বাংলায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে চাইছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বিজেপির সমীক্ষকদের বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে ধরা ও পড়েছেন।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্যসভার উপ-দলনেতা সাগরিকা ঘোষ ও আর এক সাংসদ সাকেত গোখলেও সরব হয়েছেন। কমিশনের রিভিশনের সিদ্ধান্ত বিহার বিধানসভার আগে হলেও তাদের আসল লক্ষ্য বাংলা বলে দাবি করে সাগরিকা বলেছেন, বাংলায় পরাজয় নিশ্চিত বুঝে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহারের অপচেষ্টা করছে। ঘুরপথে ভোটার তালিকায় বিস্তারিত তথ্য জমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে ভোটারের জন্ম সংশাপত্রের পাশাপাশি তার বাবা-মায়ের জন্ম সংশাপত্র দাবি করা হয়েছে। অবাস্তব চিন্তা ভাবনা, আমাদের বাবা-মায়েদের জন্মের সময়ে শংসাপত্রের ছিল কি? আবার কমিশন বিএলও, বুথ লেভেল ওয়ার্কারদের তথ্য চেয়েছে। এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে? আসলে বিজেপি যেভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে তাদের দিয় আমাদের বুথ কর্মীদের বিভিন্ন মামলায় ফাঁসানো যায় সেই চেষ্টা করছে। এর আগে তৃণমূলের প্রতিবাদের জেরে নির্বাচন কমিশন ভুয়ো ভোটার কার্ড নিয়ে তদন্ত করার কথা জানালেও সেই কাজ এগোয়নি বলে অভিযোগ করে সরব হয়েছে সাকেত গোখলে। তিনি বলছেন, সেই তদন্তের কাজ কতটা এগিয়েছে তা জানার জন্য জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু জাতীয় নির্বাচন কমিশন সেই চিঠির জবাবে সময় দেওয়ার বদলে বাংলার নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করা পরামর্শ দিয়েছে।

বিশ্বমঞ্চে আবারও নগ্ন করল শত্রু প্রতিবেশী পাককে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃ সন্ত্রাস সর্বস্ব পাকিস্তানের কুকীর্তি ফের প্রকাশ্যে। অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তান ও অধিকৃত কাশ্মীরে ধ্বংস হওয়া জঙ্গি ঘাঁটিগুলির পুনর্নির্মাণ শুরু করল শাহবাজ সরকার। সরকারি অর্থ জঙ্গিদের স্বার্থে ব্যয় করার ঘটনা বিশ্বমঞ্চে আবারও নগ্ন করল শত্রু প্রতিবেশীকে। একইসঙ্গে কাঠগড়ায় তোলা হল সেইসব বিশ্ব সংস্থাগুলিকে, যারা সন্ত্রাসের মদতদাতার পাক সরকারের ঝুলিতে ডলার গুঁজে দিয়েছিল। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পাল্টা জবাবে অপারেশন সিঁদুর শুরু করেছিল ভারত সরকার। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯ জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ভারতের তরফে। সন্ত্রাসকে জবাব দিতেই ভারতের তরফে চালানো হয়েছিল এই হামলা। তবে ভারতীয় সেনার মার খেয়েও হুঁশ ফেরেনি পাকিস্তানের। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ভারতের হামলার জঙ্গিদের যে সব লঞ্চপ্যাড ধ্বংস হয়েছিল সেগুলি সারাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সরাসরি পাক সরকার অর্থ যোগাচ্ছে এই জঙ্গিঘাঁটি পুনর্নির্মাণে। পাক সেনা ও আইএসআইয়ের যৌথ উদ্যোগে নতুন করে গড়ে উঠছে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ শিবির ও পরিকাঠামো। শুধু তাই নয়, নিয়ন্ত্রণরেখার ঘন জঙ্গল এলাকায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে জঙ্গিদের নিরাপত্তায়। যাতে ভারতের রাডার ও স্যাটেলাইট সেগুলিকে চিহ্নিত করতে না পারে। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, লুনি, পুটওয়াল, টিপু পোস্ট, জামিল পোস্ট, উমরানওয়ালি, চাপরার ফরোয়ার্ড, ছোটা চক এবং জাংলোরা-সহ ভারতীয় হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি স্থানে পুনর্গঠনের কাজ জোর কদমে শুরু হয়েছে। ভারতের হামলা এড়িয়ে

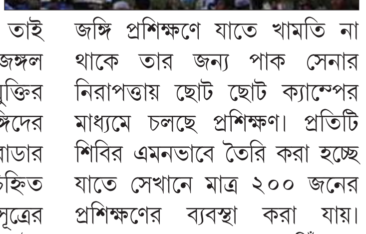

জঙ্গি প্রশিক্ষণে যাতে খামতি না থাকে তার জন্য পাক সেনার নিরাপত্তায় ছোট ছোট ক্যাম্পের মাধ্যমে চলছে প্রশিক্ষণ। প্রতিটি শিবির এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে সেখানে মাত্র ২০০ জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। ভারতের অপারেশন সিঁদুরের অন্যতম টার্গেট ছিল বাহাওয়ালপুর। সম্প্রতি সেখানে পাক সেনার সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনগুলির বৈঠকও হয়েছে এই বৈঠকে ছিল জইশ, লস্কর, হিজবুল মুজাহিদিন, দ্য রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট ও আইএসআই-এর শীর্ষ কর্তারা। পাকিস্তান যে এই পথেই হাঁটবে তা আগেই জানিয়ে বিশ্বকে সতর্ক করেছিল ভারত। আর্থিক দুর্দশার জেরে শাহবাজ সরকারের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়ে দিয়েছিল আইএমএফ ও এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক। এডিবির তরফে পাকিস্তানকে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, আইএমএফ পাকিস্তানকে ঋণ দেয় ৭ বিলিয়ন ডলার। শুরু থেকেই যার বিরোধিতা করে ভারত। এবার সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি পুনর্নির্মাণে পাকিস্তান সরকারের এই মদত কাঠগড়ায় তুলছে বিশ্ব সংস্থাগুলিকে।

শিবু সোরেনের সুস্থতার জন্য বিশেষ প্রার্থনা

রাঁচি, ২৮ জুন ঃঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেনের দ্রুত আরোগ্যের জন্য শনিবার মসজিদগুলিতে বিশেষ প্রার্থনার আযোজন করা হযেছিল। অন্যান্য স্থানেও প্রার্থনার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ ফুরকান আনসারির আবেদনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।ফুরকান আনসারী এই বিষয়ে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, হাজার হাজার মানুষ মসজিদে নমাজের পর বিশেষ প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে গুরুজির সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছেন। আনসারী বলেন, শিবু সোরেন কেবল একজন নেতা নন বরং ঝাড়খণ্ডের আত্মা। তিনি সর্বদা শোষিত ও বঞ্চিতদের পশে থেকে উসাহিত করেছেন। আজ তিনি যখন অসুস্থ, তখন তাঁর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করতে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অগ্রণী ভূমিকা নেবেঃমন্ত্রী শুক্লাচরণ

আগরতলা, ২৮ জুন ঃ দেশ এবং রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন সফল করার ক্ষেত্রে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অগ্রণী ভূমিকা নেবে বলে মনে করেন সমবায়দফতরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। শনিবার আগরতলা টাউনহলে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সাধারণ সভায় এই আশা ব্যক্ত করেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল শনিবার। এদিন রাজধানীর আগরতলা টাউনহলে এই বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নাগাধিরাজ দত্ত, নাবার্ড এর রাজ্য শাখার জেনারেল ম্যানেজার অনিল এস কাটমারি, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের এমডি ভজন চন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা।এই বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, রাজ্যের সমবায় দফরের নিজস্ব ব্যাঙ্ক হল ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। প্রতিবছর এই ব্যাঙ্কের বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। এই সভায় গত এক বছরের কার্য বিবরণী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগামী এক বছরের জন্য অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়।তিনি আরও জানান, রাজ্যে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ৬৬ টি শাখা রয়েছে। রাজ্যের সব গ্রামীণ এলাকায় এই ব্যাঙ্ককে পৌঁছে দিতে পরিকাঠামো বৃদ্ধির উপর নজর দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৫৬ জন কর্মী নিযোগে করা হয়েছে।মন্ত্রী আরও জানান, দেশ এবং রাজ্যে গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করার স্বপ্ন রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার। প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্ন সফল করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

হিমাচলে টানা বৃষ্টি

শিমলা,২৮ জুন ঃ হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ি রাজ্যে আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। শিমলায় শুক্রবার রাত থেকে মুষলধারে বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা কমে গেছে। শনিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়.ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবারের জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা।সিরমৌর-সোলন জেলার নদী-নালায় আচমকা জল বাড়ার আশঙ্কা। স্থানীয় প্রশাসনের আবেদন, নদীর ধারে না যেতে। ইতিমধ্যেই এক মাসে ৩১ জনের মৃত্যু, ৪ জন নিখোঁজ।

রবিবার 'মন কি বাত'-এর ১২৩-তম পর্বে দেশবাসীর সঙ্গে আবার ভাবনার সেতুবন্ধন গড়বেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৮ জুনঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' ফের আসছে নতুন পর্বে। রবিবার, ২৯ জুন সকালে সম্প্রচারিত হতে চলেছে এই অনুষ্ঠানের ১২৩-তম পর্ব। দেশের নানা প্রান্তের মানুষ, শহর থেকে গ্রাম, সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে শুরু করে প্রবাসী ভারতীয়রা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন এই দিনে। কারণ, 'মন কি বাত' কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি হয়ে উঠেছে কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এক হৃদয়ের সংলাপ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু করেন। সেই থেকে প্রতি মাসেই একবার এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়, যেখানে তিনি কোনও রাজনৈতিক ভাষণ না দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন, উসব, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানচেতনা, সামাজিক পরিবর্তন, এবং তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবনী শক্তিকে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে কৃষক, ছাত্র, ক্রীড়াবিদ, বিজ্ঞানী, সমাজসেবী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনামী নায়কদের কথা। এটাই 'মন কি বাত'-এর আসল পরিচয়-একজন রাজনীতিকের বক্তব্য নয়, বরং এক চিন্তাশীল নাগরিকের জাতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথোপকথন।এই ১২৩-তম পর্বটি সম্প্রচারিত হবে রবিবার সকাল ১১টা থেকে। আকাশবাণী, দূরদর্শনের সমস্ত চ্যানেল, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ইউটিউব চ্যানেল সহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও এটি শোনা এবং দেখা যাবে। পাশাপাশি ' অন এআইআর' মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটেও থাকছে অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা, যাতে যে কোনও

জায়গা থেকে, যে কোনও নাগরিক সহজেই এই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন।'মন কি বাত' এখন শুধু একটি সম্প্রচার নয়, বরং তা এক সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে দেশের নাগরিকরা শুধু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বা ভবিষ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হন না, বরং নিজেরাও সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ হন। এই অনুষ্ঠানে বারবার উঠে এসেছে প্লাস্টিক বর্জনের ডাক, ' বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' আন্দোলন, আত্মনির্ভর ভারত গড়ার অঙ্গীকার, পরিবেশ রক্ষা, জল সংরক্ষণ কিংবা দেশীয় খেলাধুলার উন্নয়ন-যা নাগরিক সচেতনতাকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে মাঝেমধ্যেই উল্লেখ করেন সাধারণ মানুষের পাঠানো চিঠি, মন্তব্য বা অভিজ্ঞতার কথা। এইভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের জীবনযাত্রা, সংগ্রাম ও সফলতার কাহিনী পৌঁছে যায় আরও বৃহৎ পরিসরে। এই উদ্যোগে বহু মানুষ নিজেদের জীবনবোধে পরিবর্তন এনেছেন এবং সমাজের জন্য কিছু করার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন।বিশেষ করে করোনাকালে, যখন দেশজুড়ে আতঙ্ক, হতাশা আর বিভ্রান্তির পরিবেশ ছিল, তখন ' মন কি বাত' হয়ে উঠেছিল আশার বাতিঘর। প্রধানমন্ত্রী একদিকে যেমন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন, তেমনি কোভিড যোদ্ধাদের সম্মান জানিয়ে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থেকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন। এসবই ছিল এই অনুষ্ঠানের অনন্য বৈশিষ্ট্য।১২৩-তম পর্বে কী উঠে আসবে, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। হতে পারে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে তিনি নতুন সরকারের অগ্রাধিকার নিয়ে কিছু বলবেন। আবার হয়তো তিনি তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবন, পরিবেশ রক্ষা, কিংবা নতুন কোনও সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়েও কথা বলবেন। তবে একটি জিনিস নিশ্চিত-এই অনুষ্ঠানেও থাকবে ইতিবাচক বার্তা, সৃজনশীল ভাবনার সঞ্চার এবং জাতির প্রতি এক গভীর দায়বদ্ধতার প্রকাশ।সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন ভাষাতেও অনূদিত হচ্ছে, যাতে ভারতবর্ষের বহুভাষিক, বহুজাতিক সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ এর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন। এ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতীয়রাও নিয়মিত শোনেন ' মন কি বাত'। এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী একপ্রকার বিশ্বভারতীয় ভারতীয় পরিচিতিকে গর্বের সঙ্গে বহন করছেন।অনুষ্ঠানটির এই দীর্ঘ যাত্রা প্রমাণ করেছে, মানুষের সঙ্গে সংলাপ তৈরি করতে হলে কেবল নীতির কথা নয়, হৃদয়ের কথাও বলা জরুরি। ' মন কি বাত' সেই কথোপকথনেরই এক বহমান নিদর্শন। যে অনুষ্ঠান আজ এক দশক পেরিয়ে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করেছে, তা ভবিষ্যতেও দেশের উন্নয়ন ও জনসচেতনতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবে, তাতে সংেদহ নেই।এই ১২৩-তম পর্বে দেশবাসীর সঙ্গে ঠিক কী ভাগ করে নেবেন প্রধানমন্ত্রী, তা জানতে চোখ রাখতে হবে রবিবার সকাল ১১টার সম্প্রচারে। তবে যাই হোক না কেন, একথা নিশ্চিত যে, তাঁর কথা আবারও দেশের লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ে ছুঁয়ে যাবে এবং সমাজ বদলের নতুন অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।

বর্ষার আশঙ্কায় প্রশাসন সতর্ক, মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা-'অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকুন'

দেহরাদূন, ২৮ জুনঃউত্তরাখণ্ডে বর্ষার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে বাড়ছে উদ্বেগ। আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী রাজ্যে আসন্ন কয়েক দিনে অতিবৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা প্রবল। এই প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের তরফে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি গুরুত্বপূর্ণ এক বার্তা দেন সাধারণ নাগরিক ও প্রশাসনের উদ্দেশ্যে। তাঁর স্পষ্ট আহ্বান, 'অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন', এবং সেইসঙ্গে সব জেলাশাসক ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের দেওয়া হয়েছে সতর্ক থাকার নির্দেশ।রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তপরতার ইঙ্গিত নয, বরং এটি একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। কারণ উত্তরাখণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে প্রতি বছর বর্ষাকালে পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ধস, নদীর জলস্ফীতি, মাটি ধস ও বন্যার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে সময়মতো প্রশাসনিক তৎপরতা না নিলে তার ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার আগেভাগেই প্রস্তুতি নিতে চাইছে রাজ্য সরকার।মুখ্যমন্ত্রী ধামি জানান, আবহাওয়া.দফতরের পূর্বাভাস আমরা গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছি। প্রতিটি জেলার প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া. হয়েছে সতর্ক থাকতে এবং পরিস্থিতি অনুযাযী. দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে। সাধারণ মানুষকে বলছি, অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বেরোবেন না। যাতায়াত কমান, পাহাড়ি এলাকাগুলিতে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখুন। প্রশাসনের নির্দেশিকাগুলি মেনে চললে অনেক বিপদ এড়ানো সম্ভব হবে।সরকারি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলাশাসককে দুর্যোগ মোকাবিলায় একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কমিটি স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে। এই কমিটির কাজ হবে সংকেত পেলে তক্ষণা ব্যবস্থা গ্রহণ, আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।তবে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে এক আশ্বাসের সুরও। তিনি বলেন, সরকার প্রতিটি মুহূর্তে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। যদি পরিস্থিতির অবনতি হয়, তাহলে প্রয়োজনে বিমান বাহিনী ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে কাজে লাগানো হবে। সাধারণ মানুষের পাশে সরকার আছে। আপনাদের নিরাপত্তাই আমাদের অগ্রাধিকার। বর্ষাকাল উত্তরাখণ্ডের জন্য একপ্রকার বার্ষিক চ্যালেঞ্জ। একদিকে যেমন এই সময় রাজ্যে পর্যটনের মৌসুম থাকে, তেমনি বর্ষার জলে নেমে আসে একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা। ফলে প্রশাসনের জন্য ভারসাম্য বজায.রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ যাত্রা করেন এই সময়ে। কিন্তু অতিবৃষ্টির ফলে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়া, ধস নামা, যানবাহনের সমস্যায় পড়া - এসব একাধিকবার ঘটেছে পূর্বে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার মুখ্যমন্ত্রীর এই আগাম সতর্কবার্তা।একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র প্রশাসনকেই নয়, সাধারণ মানুষকেও দায়িত্ববান ভূমিকা নিতে বলছেন। কারণ দুর্যোগের সময় অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের অসচেতন আচরণ প্রশাসনিক তৎপরতাকে বিঘ্নিত করে। অপয়োজনীয় ভ্রমণ, নির্দেশ অমান্য করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায.প্রবেশ করা, বা গুজব ছড়ানো-এই সমস্ত আচরণ বিপদের মাত্রা আরও বাড়ায়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তাই পরোক্ষভাবে এ কথাও বলা হযেছে-'সচেতন নাগরিকই প্রকৃত নিরাপদ সমাজ গঠনে সাহায্য করতে পারে।'অন্যদিকে, সূত্রের খবর অনুযাযী, ইতিমধ্যে চমোলি, পিথোরাগড়, উত্তরকাশী ও রুদ্রপ্রযা.গের মতো উচ্চ-পাহাড়ি

কালিগঞ্জ বিস্ফোরণ কাণ্ডে নতুন বিতর্কঃবিজেপির অভিযোগ, তমন্নার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত করা হল সুকান্ত মজুমদারকে

নদিয়াঃজেলার কালিগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত নাবালিকা তমন্না খাতুনের পরিবারকে নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল রাজ্য রাজনীতিতে। ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর পৌঁছনোর আগেই পুলিশ তমন্নার পরিবারকে অজানা জায়গায় সরিয়ে. নিয়ে যায়, যাতে তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষা করতে না পারেন। বিজেপির দাবি, এই কাজ রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে, যাতে ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে না আসে।সোমবার সকালেই সুকান্ত মজুমদার নদিয়ার কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত বিস্ফোরণস্থলে যাওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা বিজেপি নেতৃবৃন্দ ও কয়েকজন বিধাযক। তাঁদের দাবি ছিল, বিস্ফোরণে নিহত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতি জানানো এবং তদন্তে স্বচ্ছতা আনার দাবি তুলে ধরা। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি দেখেন, তমন্নার পরিবার আর সেখানে নেই।এই ঘটনাকে ঘিরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন সুকান্ত। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এটা রাজ্য সরকারের নতুন কৌশল। কোনও দুঃখজনক ঘটনার পর বিজেপি নেতারা যখন নিহত বা আক্রান্তদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখনই পুলিশ নানা অজুহাতে তাঁদের পৌঁছানো আটকে দেয় বা আগে থেকেই পরিবারটিকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়। এটা নিছক প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ নয়, এটা গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী।সুকান্তর আরও অভিযোগ, এই কিশোরী মারা গেছে

বোমা বিস্ফোরণে। ঘরবাড়ির মধ্যে এত বিস্ফোরক কীভাবে এলো? কীভাবে তা ফেটে প্রাণ গেল? প্রশাসন বলছে তদন্ত হচ্ছে, কিন্তু তারা আসলে সত্য আড়াল করতে চাইছে। যদি আমরা পরিবারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগই না পাই, তাহলে মানুষের কাছে সত্যটা কীভাবে পৌঁছাবে?পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায, পরিবারটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। তাছাড়া এলাকায় উত্তেজনা থাকায় তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই সাময়িকভাবে অন্যত্র সরানো হয়েছে। এখানে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। তবে পুলিশের এই ব্যাখা মানতে রাজি নন সুকান্ত ও বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনের নিরাপত্তা নামক অজুহাত আসলে রাজনৈতিক দমননীতি। তমন্না খাতুনের মৃত্যু ঘিরে আগে থেকেই কালিগঞ্জ উত্তপ্ত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ঘরে বিস্ফোরণ ঘটে, যেখানে বিপুল পরিমাণে বেআইনি বাজি ও বিস্ফোরক সামগ্রী মজুত ছিল বলে অনুমান। বিস্ফোরণের তীব্রতায় তমন্না ঘটনাস্থলেই মারা যায়। গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। পুলিশ এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে আটক করেছে। তদন্তে উঠে এসেছে বিস্ফোরক পাচারের নেটওয়ার্কের সম্ভাবনা। তবুও, বিজেপির দাবি, প্রকৃত অভিযুক্তরা এখনও ধরা পড়েনি, এবং শাসক দলের আশ্রয়ে থাকা কিছু ব্যক্তি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ঘটনার মাধ্যমে রাজ্যে বেআইনি বিস্ফোরক মজুত ও ব্যবহারের প্রবণতা আবারও প্রকাশ্যে এল। পাশাপাশি, রাজ্য রাজনীতিতে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিযেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, প্রশাসন শাসকদলের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ-আবেদন, কিংবা রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সাংবিধানিক অধিকারের চর্চা-সবই প্রতিহত হচ্ছে।বিজেপি এই ইস্যুতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। সুকান্ত মজুমদার বলেন, আমরা তমন্নার পরিবারের পাশে থাকব। ওরা যেখানে থাকুক, আমরা তাদের খুঁজে বার করব। রাজ্য সরকার চুপ করাতে চাইছে, কিন্তু আমরা এই ঘটনা নিয়ে সংসদ পর্যন্ত আওয়াজ তুলব।তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য বিজেপির এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক নাটক বলে ব্যাখ্যা করেছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বিপজ্জনক ঘটনার পর প্রশাসন অনেক সময় পরিবারদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়, যাতে তদন্ত বাধা না পায় বা কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা না ঘটে। বিজেপি সেটা জানে, কিন্তু তারা একে ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক রূপ দিচ্ছে। জনগণ এসব বুঝে গেছে।তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, যেভাবে বিস্ফোরণ হয়েছে এবং এক কিশোরীর প্রাণ গিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে গভীর উদ্বেগের। তাঁদের প্রশ্ন, যদি প্রশাসন সত্যিই নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করত, তাহলে নিহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করার অধিকার কোনও বিরোধী নেতার থেকে কেড়ে নেওয়া হতো না।সামনে পঞ্চায়েত ও বিধানসভা উপনির্বাচন। তার আগে এই ধরনের বিস্ফোরণ এবং তা ঘিরে প্রশাসনিক আচরণ রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলছে। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও প্রকৃত দোষীদের শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য সুবিচার-এই দাবিতেই এখন সরব বিরোধী দল। সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে তা শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, তা গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর জন্যও এক বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

৮ দিনে ৫ দেশের সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী, বৈশ্বিক সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে নতুন কূটনৈতিক পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২৮ জুনঃআবারও এক গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ সফরে পা রাখতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে তাঁর বহুচর্চিত ৫টি দেশের সরকারি সফর, যা চলবে ৯ জুলাই পর্যন্ত। এই ৮ দিনের সফরে তিনি পরপর ঘানা, ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং নামিবিয়া সফর করবেন। বিভিন্ন কূটনৈতিক বৈঠক, অর্থনৈতিক আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক মজবুত করার উদ্দেশ্যে এই সফরকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের সূচনা হবে ঘানা দিয়ে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই দেশটি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার। বিগত এক দশকে ঘানার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যথেষ্ট গভীর হয়েছে। এই সফরে দুই দেশের মধ্যে প্রযুক্তি, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের সহযোগিতা সংক্রান্ত একাধিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে কূটনৈতিক মহলের অনুমান।ঘানা সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছবেন ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগোতে। ক্যারিবিয়ান এই দ্বীপরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বহু ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ এখানে বসবাস করেন, যাঁরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক সেতুবন্ধন হিসেবেই কাজ করেন। এই সফরে ভারতীয় প্রবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে, যেখানে তিনি তাদের ভূমিকা ও অবদানের প্রশংসা করতে পারেন। এছাড়াও, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি এবং সৌরশক্তির মতো ক্ষেত্রেও যৌথ প্রকল্পে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হবে।তৃতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী রওনা দেবেন দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ দেশ আর্জেন্টিনার উদ্দেশ্যে। অর্থনৈতিক মন্দা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে থাকা এই দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বিশাল। এই সফরে দুই দেশের মধ্যে কৃষি প্রযুক্তি, লিথিয়াম খনি উন্নয়ন এবং ঔষধশিল্পে যৌথ উদ্যোগ সংক্রান্ত চুক্তি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর্জেন্টিনা লাতিন আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লিথিয়াম উপাদক দেশ, যা ভারতের বৈদ্যুতিক গাড়ির ভবিষ্য পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এরপর প্রধানমন্ত্রী সফর করবেন ব্রাজিল। ব্রাজিলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। উভয় দেশই ব্রিকস গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি হিসেবে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে থাকে। এই সফরে ব্রিকস-বহির্ভূত নতুন জোট গঠন এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা (South-South Cooperation) বাড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে। এছা।াও কৃষি, ক্রীড়া, এবং সংস্কৃতি বিনিময় সম্পর্কেও চুক্তি হতে পারে।সবশেষে প্রধানমন্ত্রী যাবেন নামিবিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার এই দেশটি জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২২ সালে ভারতের চেষ্টায় নামিবিয়া থেকে চিতা এনে ভারতে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। সেই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা হতে পারে এই সফরে। পাশাপাশি, খনিজসম্পদ, বনজ সম্পদ ও পর্যটন ক্ষেত্রেও যৌথ উদ্যোগ গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে কূটনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই আগ্রহ তুঙ্গে। বিশেষ করে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের এই ঘনিষ্ঠতা আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্যে নতুন মাত্রা আনবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ কেন্দ্রিক কূটনৈতিক নীতির বাইরেও একটি বিস্তৃত ও বহুমুখী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গ।তে ভারত যে সচেষ্ট, এই সফর তারই প্রমাণ।এই সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে যাবেন এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল, যাতে থাকবেন বিদেশমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, শিল্পপতিরা এবং উচ্চপদস্থ আমলারা। প্রত্যেকটি দেশে তাঁর সরকারি বৈঠক ছাড়াও থাকবে একাধিক ব্যবসায়িক ও প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় সভা। এতে যেমন কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে, তেমনই উন্মোচিত হবে নতুন বাণিজ্য ও বিনিয়োগের দরজা।বিশেষজ্ঞদের মতে, ৮ দিনে এই ৫টি দেশ সফর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও মজবুত করে তুলবেন, যা আগামী দিনের বৈশ্বিক কূটনীতি ও অর্থনৈতিক চুক্তিগুলিতে ভারতের পক্ষে সহায়ক হবে।এই বহুমুখী সফর শুধু ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এটি দক্ষিণ গোলার্ধের উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে একটি বিশ্বাসের সেতুবন্ধন গড়ার দৃষ্টান্ত। ৯ জুলাই নামিবিয়া সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরবেন। ততদিনে ভারতের কূটনৈতিক ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লেখা হয়ে যাবে।

৪২-এ থামল জীবন, প্রয়াত মডেল-অভিনেত্রী শেফালি জরিওয়ালা

মুম্বই, ২৮ জুন ঃ মডেল-অভিনেত্রী শেফালি জরিওয়ালার জীবনাবসান। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪২ বছর বয়সেই অকাল প্রয়াণ অভিনেত্রীর। জানা যাচ্ছে, হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু হয় শেফালির। হাসপাতালে নিয়ে. গেলে চিকিসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁকে।শেফালি ৩৫টি মিউজিক ভিডিয়োতে কাজ করেছিলেন সবমিলিয়ে। ২০০৪ সালেই বলিউডে ডেবিউ করেন ' মুঝসে শাদি করোগে' ছবিতে। তবে ক্যামিও-র চরিত্রে। বিগ বস-সহ একাধিক রিয়্যালিটি শোয়ে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। কেরিয়ারের প্রথম দিকে সিনেমাতে বেশ কিছু সুযোগ পেলেও ছোট পর্দাতেই বেশি জনপ্রিয় ছিলেন এই অভিনেত্রী। ৯০-এর দশকের শেষে তখন রিমিক্স আর মিউজিক ভিডিয়োর যুগ। মাত্র ১৯ বছর বয়সে একটি মিউজিক ভিডিয়ো জনপ্রিয়তার শিখরে নিয়ে গিয়েছিল শেফালি জরিওয়ালাকে। ' কাটা লগা' গানটির রিমিক্স ভার্সন তৈরি হয়। সেই মিউজিক ভিডিয়োয় শেফালির নাচ আর তাঁর ড্রেস নজর কাড়ে সকলের। রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। পরে একাধিক প্রজেক্টে কাজ করলেও বিনোদন জগতে তিনি বরাবরই 'কাটা লগা' গার্ল হিসাবেই বেশি পরিচিত ছিলেন।' কাটা লগা'-র সাফল্যের পরই সঙ্গীত পরিচালক হরমীত সিংয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন শেফালি। কিন্তু ২০০৯ সালে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁদের। পরে অভিনেতা পরাগ ত্যাগীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় শেফালির। দীর্ঘদিন প্রেমপর্ব চলার পর ২০১৪ সালে সাত পাকে বাঁধা পড়েন এই যুগল। সম্প্রতি এক শিশুকন্যাকে দত্তক নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন পরাগ ও শেফালি। সন্তানকে নিয়ে সুঃদর সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন রয়ে গেল অসম্পূর্ণ। তিনদিন আগেই সোশ্যাল মিডিযায়. ফটোশুটের ছবি পোস্ট করে নিজের গ্ল্যামারের ছটায় ফলোয়ারদের চমকে দিয়েছিলেন। তখনও কে জানত, সেটাই তাঁর শেষ পোস্ট হতে চলেছে! তাঁর মৃত্যুর খবর এখনও যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না অনুরাগীরা।

চড়িলামে বাসের সাথে স্কুটির সংঘর্ষ, মৃত্যু ব্যবসায়ীর

বিশালগড় (ত্রিপুরা), ২৮ জুন ঃ সিপহীজলা জেলার চড়িলাম পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী বাস ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ব্যবসায়ীর। দুর্ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে।জানা গিয়েছে, টিআর০১সি১৩৮৯ নম্বরের দ্রুতগামী বাসের সাথে চড়িলাম পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন সড়কে টিআর০৭এস৫৪৬৪ স্কুটির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে স্কুটি চালক পেশায় ব্যবসায়ী চন্দন ভৌমিক রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় ব্যবসায়ী চন্দন ভৌমিককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বর্তমানে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রয়েছে চন্দন ভৌমিকের মৃতদেহ।মৃত ব্যক্তির বাড়ি চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত শিখরিয়া এলাকায়।প্রত্যেক দিনের মত শনিবার সকালে স্কুটি নিয়ে দোকানের সামগ্রী নিতে আসেন। আর তখনই ঘটে এই দুর্ঘটনা। ব্যবসায়ীর মৃত্যুর খবর পরিবারে পৌঁছতেই সকলে ছুটে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। বিশালগ। থানার পুলিশ দুর্ঘটনার একটি মামলা নিয়ে স্কুটি এবং বাস আটক করেছে।

রাশিফল

মেষঃ অসীম শক্তি এবং উসাহ আপনাকে আকৃষ্ট করবে এবং আপনি যে কোনও সুযোগকে নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করবেন। আপনার হাত থেকে সহজেই অর্থ বেরিয়ে যাবে। তবে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে। পরিবারে অনুষ্ঠানের যোগ আছে। বন্ধুত্ব হারানোর সম্ভাবনা থাকায় সতর্ক থাকুন।।

বৃষঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখুন। যাঁরা বিভিন্ন সুবিধা নিতে আপনার কাছে আসে, আজ তাঁদের উপেক্ষা করুন। অবসর সময. শিশুদের সঙ্গে উপভোগ করুন। আজ, আপনি বাড়িতে কোনও পুরোনো জিনিস খুঁজে পেয়ে আনন্দ অনুভব করতে পারেন।।

মিথুনঃআধ্যাত্মিক ও শারীরিক লাভের জন্য ধ্যান এবং যোগব্যায়াম করা উচিত। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক বিষয. এবং মুলতুবি থাকা গৃহস্থালির কাজ শেষ করতে পারেন।

কর্কটঃ আজ আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। সন্তানদের থেকে অপ্রত্যাশিত আনন্দের খবর পাবেন। রোমান্টিক স্মৃতি আপনার দিনজুড়ে থাকবে। আজ মদ বা সিগারেট না খাওয়াই ভালো। কারণ, তাতে মাত্রাটা বেড়ে যেতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো যাবে।

সিংহঃআপনার সাংসারিক জীবনকে নতুন রূপে সাজানোর জন্য আপনি হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে নতুন কোনও কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে চাইবেন।

কন্যাঃ আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে গল্প ও বিভিন্ন মতামত নিয়ে আলোচনা করার ফলে আপনার দিগন্ত প্রসারিত হবে। আজকের দিনে একটি রোমান্টিক সন্ধ্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে।

তুলাঃআপনার ও আপনার প্রিয়তমের মানসিক উত্তেজনা একই মাত্রায় থাকবে, ফলে রোমান্স উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে। সামাজিকতার জন্য আজকের দিনটি ভালো, আপনি হয়তো কোনও পার্টি দেবেন ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করবেন।।

বৃশ্চিকঃ সমালোচনার ফলে আপনার সম্পর্কে হালকা চি। ধরবে ও সম্ভবত আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বেন। আক্রমণাত্মক হয়ে পড়বেন না ও সম্পর্ককে জিইয়ে রাখার জন্য বিষয়গুলি সাবধানে সামলান।

ধনুঃ ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন। আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে। ।।

মকরঃ ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন। আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে।

কুম্ভঃ আজকে উফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় আপনি মগ্ন থাকবেন। যাই হোক, বেশি চিন্তা করে আজকে কোনওই সাহায্য হবে না। পেশার দিক থেকে এটি মুনাফা অর্জনের দিন।

মীনঃআপনি সম্ভবত শান্তিতে থাকবেন, কেননা আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা আপনাকে প্রচুর সাহায্য করবে।

আবহাওয়া

বৃষ্টির দাপট কিছুটা বাড়তে পারে। এদিন হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টি হতে পারে। এই জেলাগুলির পাশাপাশি শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দুই বর্ধমান এবং বীরভূমেও। বৃহস্পতিবার উপকূলীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ওই দু'দিন সমুদ্র উত্তাল থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। সে সময় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকলেও বৃষ্টি সেভাবে ঝোড়ো ব্যাটিং করেনি এখনও। জেলায় জেলায় মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে গত কয়েকদিনে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। ভাটা-সকাল ১১টা ৫৪মনিট এবং রাত ১০টা ৫২মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হবেই।

বর্ধমানে আপ জয়নগর এক্সপ্রেসে চোরাই মোবাইল সহ গ্রেফতার যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ রথযাত্রার দিন বর্ধমান স্টেশনে চাঞ্চল্যকর মোবাইল চোরাপাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল রেল পুলিশ (আরপিএফ)। আপ জয়নগর এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার হল ৬৬টি দামি অ্যান্ড্রয়েড ফোন। ঘটনায় ধরা পড়েছে এক যুবক, যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভিনরাজ্য ও বাংলা মিলিয়ে এক বিস্তৃত পাচারচক্র। রেল পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, চোরাই মোবাইলগুলি ঝাড়খণ্ড হয়ে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় পাচার হতো, এমনকি সেগুলির গন্তব্য ছিল বাংলাদেশও। শুক্রবার দুপুরে জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে চড়ে বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছায় ধৃত কিষাণ মারান্ডি, যিনি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার তালঝাড়ি এলাকার বাসিন্দা। ট্রেন থেকে নেমে সে সোজা প্ল্যাটফর্ম ২-এ দাঁড়িয়ে থাকা আপ জয়নগর এক্সপ্রেসে ওঠার চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময় রেল পুলিশ মদ চোরাচালান রোধে অভিযান চালাচ্ছিল ট্রেনে। সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে কিষাণকে আটকায় আরপিএফ বাহিনী। তার ব্যাগ তল্লাশি করতেই বেরিয়ে আসে একের পর এক দামি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন;সংখ্যায় ৬৬টি। প্রাথমিক জেরায় কিষাণ স্বীকার করেছে, এই মোবাইলগুলি চোরাই। ফোনগুলি মালদহের কালিয়াচক এলাকার এক চক্রের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে ফোনগুলি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং বাংলাদেশেও পাচার করা হয় বলে জানিয়েছে ধৃত। এর বিনিময়ে সে পারিশ্রমিক হিসেবে পেত ১০ হাজার টাকা। মোবাইলগুলি ঝাড়খণ্ডের পাকুর স্টেশনেই হস্তান্তরের কথা ছিল, কিন্তু সে আগে থেকেই ফোনগুলি নিয়ে রওনা দিয়েছিল, যার মধ্যে বর্ধমান ছিল তার যাত্রাপথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আরপিএফ সূত্রে খবর, মোবাইলগুলির বাজারমূল্য প্রায় ১৪ লক্ষ টাকারও বেশি। এই বিপুল মূল্যমানের মোবাইল নিয়ে ট্রেনে চড়ে আসার বিষয়টি সামনে আসতেই রেল পুলিশ সহ রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সতর্ক হয়ে উঠেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা পাচারচক্রের হদিশ পেতে তৎপর হয়েছে পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে শুধুমাত্র চুরি নয়, অপরাধ জগতের গভীর যোগসূত্র রয়েছে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের ধারণা, এই ধরনের চোরাই মোবাইল বহু ক্ষেত্রে অপরাধমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়;যেমন জালিয়াতি, সাইবার ক্রাইম বা চাঁদাবাজির মতো অপরাধ। তাছাড়া, মোবাইলগুলি কোনওভাবে ট্র্যাক না করা যায় এমনভাবে ব্যবহার করা হয় বলে তদন্তকারীদের মত। পুলিশ আরও জানায়, ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার কিষাণ মারান্ডিকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। তার বিরুদ্ধে মোবাইল চুরির সঙ্গে সঙ্গে পাচার, ষড়যন্ত্র এবং অপরাধমূলক অভিপ্রায়ের মতো একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এই ঘটনায় ফের একবার সামনে এল বাংলায় মোবাইল চোরাচালান চক্রের বিস্তার এবং তার পিছনে থাকা সুশৃঙ্খল অপরাধচক্রের হাত। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ, মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাই ফোনের চাহিদা ও সরবরাহ এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশের কাছে। রেল পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘আমরা আগেও মোবাইল পাচার চক্র নিয়ে তদন্ত চালিয়েছি, কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক মোবাইল একসঙ্গে ট্রেনে বহন করা এবং ধৃতের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি গোটা চক্রকে ধরার দিকেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।’ এই ঘটনার পরে স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে নজরদারি আরও জোরদার করা হচ্ছে। জড়িত চক্রের অন্যান্য সদস্যদের ধরতে একাধিক জেলায় তল্লাশি অভিযানও শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পদ খোয়ালেন পঞ্চায়েত সদস্য, আদালতের রায়ে নির্বাচন বাতিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঠিকাদারি সংস্থার মালিক হওয়ার তথ্য গোপন করে মনোনয়ন দেওয়ার অভিযোগে মেদিনীপুর সিভিল কোর্টের রায়ে খড়্গপুর-২ ব্লকের কালিয়াড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মানোয়ার আলি তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত হলেন। আদালতের রায় অনুযায়ী, তাঁর নির্বাচনী বৈধতা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তিনি শুধুমাত্র সদস্যপদ নয়, হারালেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের পদও। এই রায়ের জেরে এলাকাজুড়ে এবং রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন মানোয়ার আলি। এরপরই তাঁকে ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। তবে, ওই আসন থেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন তৃণমূলেরই প্রাক্তন নেতা সুশান্ত পাল ওরফে বাচ্চু। তিনি অভিযোগ করেন, মানোয়ার আলি একজন ঠিকাদার হলেও তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয় কীভাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।প্রথমে ব্লকের রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনি আইনি পথে হাঁটেন। সুশান্ত পালের করা মামলার শুনানি শেষে বিচারক অর্পিতা হাজরা স্পষ্ট জানান, পঞ্চায়েত আইনের ৯(১)(ডি) ধারা অনুযায়ী, যিনি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকায় সরকারি প্রকল্পে ঠিকাদারি করেন, তিনি সেই স্তরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না। সেই নিয়ম ভেঙেই মানোয়ার আলি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন এবং নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে আদালত তাঁর মনোনয়ন এবং বিজয়কে অবৈধ বলে ঘোষণা করে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয়। সুশান্তের আইনজীবী কুশল মিশ্র জানান, মানোয়ার আলির সংস্থা ‘নসিব কন্সট্রাকশন’ একাধিক সরকারি প্রকল্পের বরাত পেয়েছে, এমনকি সেই সংস্থার পক্ষে পেমেন্ট গ্রহণের নথিও আদালতে জমা দেওয়া হয়। এর ভিত্তিতেই মামলাটি জোরালোভাবে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত মানোয়ার আলির বিরুদ্ধে রায় যায়। সুশান্ত পাল নিজে দাবি করেছেন, তিনি বহুদিন ধরে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বাবা রাজনৈতিক সন্ত্রাসে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এমনকি সেই সময়ের যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ২০১৩ সালে তিনি তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন। কিন্তু পরবর্তী সময় তাঁকে মনোনয়ন না দেওয়ায় তিনি বাধ্য হয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান এবং আইনি লড়াই শুরু করেন। এই রায় নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব সরাসরি মুখ না খুললেও জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশ মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দলের তরফে কেউ এখনও প্রকাশ্যে মানোয়ার আলিকে নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে রায়ের পর তাঁর সদস্যপদ খারিজ হওয়ায় পঞ্চায়েত সমিতিতে শূন্যস্থান তৈরি হল এবং এখন নতুন করে নির্বাচন হওয়া প্রায় নিশ্চিত।

ওড়িশা থেকে মুক্তি, ঘরে ফিরছেন সাত পরিযায়ী শ্রমিক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ওড়িশায় অবৈধ অনুপ্রবেশের সন্দেহে আটক হওয়া মুর্শিদাবাদের সাতজন পরিযায়ী শ্রমিককে শেষপর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের তৎপরতায়। শুক্রবার তাঁদের ছেড়ে দেয় ওড়িশা পুলিশ। দীর্ঘদিনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে শ্রমিকদের পরিবার। সূত্র অনুযায়ী, আটক শ্রমিকদের মধ্যে বেলডাঙার পাঁচজন এবং হরিহরপাড়ার দুইজন ছিলেন। তাঁরা সম্প্রতি কাজের খোঁজে গিয়েছিলেন ওড়িশার ভুবনেশ্বরে। সেখানকার খুরদা জেলার পাহলা থানার পুলিশ তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে ভুবনেশ্বরের নখরা এলাকায়। অভিযোগ, কাজের জায়গা থেকে তাঁদের জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় নথি ছিল, তবু পুলিশ তা দেখতেও চায়নি বলে অভিযোগ। মোট ৯ জনকে ওই রাতে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে মুর্শিদাবাদের নওদার দুইজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকি সাতজনকে আটক রাখা হয়। তাঁদের মুক্তির খবর না পেয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। শেষে পরিবারের তরফে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া হয়। বেলডাঙা থানার মাধ্যমে জেলা পুলিশের কাছে বিষয়টি পৌঁছায়। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের লালবাগ বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসপ্রীত সিং জানান, সংশ্লিষ্ট সাত শ্রমিকের পরিচয়পত্র ও প্রমাণপত্র পাঠানো হয় ওড়িশা পুলিশের কাছে। সেই নথি যাচাই করার পরেই তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর এক শ্রমিকের স্ত্রী জানান, শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁর স্বামীকে সন্দেহভাজন হিসেবে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। পরিচয়পত্র দেখিয়েও পুলিশের তরফে হয়রানি বন্ধ হয়নি। বৃহস্পতিবার তিনি বেলডাঙা থানার সাহায্য চান। এরপরেই পুলিশ সক্রিয় হয় ও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। হরিহরপাড়ার এক সমাজকর্মী জানিয়েছেন, বিষয়টি রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকে জানানো হয়। তিনি তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ করেন এবং প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। জেলা পুলিশও পুরো ঘটনা নিয়ে অত্যন্ত আন্তরিক ভূমিকা নেয়। সবশেষে, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সমাজকর্মীদের যৌথ উদ্যোগেই অবশেষে ওই সাতজন শ্রমিককে মুক্ত করা সম্ভব হয়। তাঁরা এখন বাড়ির পথে রওনা দিয়েছেন। এই ঘটনায় প্রশাসনের তৎপরতাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন শ্রমিকদের পরিবার। এই ঘটনা আবারও দেখিয়ে দিল, প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

গরুর গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে আহত এক গৃহবধূ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন ঃ বাগানে গরুর গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা,ধারালো অস্ত্রে গুরুতর আহত এক গৃহবধ। বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল একটি গরু। নারকেল গাছ, কলা গাছ খেয়েছিল।ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে বচসা বাধে। এরই মাঝে উত্তেজিত হয়ে এক প্রতিবেশী অপর এক প্রতিবেশীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারলে গুরুত্বর জখম হয় অপর এক গৃহবধূ।জখম গৃহবধূর নাম আরতী মন্ডল। শুক্রবার এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের ঝড়খালি কোস্টাল থানার ত্রিদিব নগর এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ত্রিদিব নগর এলাকার বাসিন্দা আরতী মন্ডল। তার স্বামী শ্যামল মন্ডল পেশায় একজন কৃষক। এদিন বিকালে প্রতিবেশী প্রমোদ মাকালের একটি গরু আরতী মন্ডলের বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। নারকেল গাছ এবং কলা গাছ খায়।আর এই বিষয়ে আরতী মন্ডল প্রতিবাদ করলে, প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসা বেধে যায়। বচসার জেরে উত্তেজিত হয়ে গৃহবধূর কে মারধর করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে গৃহবধূর হাতে কোপ মারে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই গৃহবধূ। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে রক্তাক্ত অবস্থায় বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে ওই বধুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে শুক্রবার রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে। শনিবার ও সেখানে চিকিৎসা চলছে তার। জখম গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা ঝড়খালি কোস্টাল থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। আর অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নানুরে বোমাবাজি

দুরন্তবার্তা, নানুর ঃ নানুর থানার থুপসরা পঞ্চায়েতের বাসাপাড়ায় উপপ্রধানের বাড়ি লক্ষ করে ব্যাপক বোমাবাজি। ঝাড়ু দিয়ে বোমা বাজির চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করার অভিযোগ উঠলো পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে নানুর থানার থুপসরা পঞ্চায়েতের বাসাপাড়ায়। ব্যাপক বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জামু সেখ ও তার পরিবারের সদস্যদের বাড়ি লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ শুক্রবার বিকেল থেকে এলাকায় দুষ্কৃতীরা বোমা হতে ঘোরাঘুরি শুরু করে। ভৃত্তি প্রদর্শন করার জন্য রাতে এলাকায় বাইক বাহিনীর দাপিয়ে বেড়ায় এলাকা জুড়ে। এর পর গভীর রাতে উপ প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ ঘটনার খবর পুলিশকে জানালেও ঘটনা স্থলে দেরি করে এসে পৌছয়। ঘটনা স্থলে এসে বোমাবাজির তথ্য প্রমাণ মুছে ফেলার অভিযোগ ওঠে। ঝাঁট দিয়ে বোমাবাজির ছাপ পরিষ্কারের পাশাপাশি বোমা টুকরো সরিয়ে ফেলে পুলিশ। যদিও কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা জানতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তবে বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ফেসবুক লাইভের মধ্যে বোমা ভর্তি ব্যাগ হাতে গ্রামে দাপিয়ে বেড়াতে। তবে বিজেপির তরফ থেকে পুরো ঘটনাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল বলেন তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ ভায়ে নাম প্রকাশ করতে পারছে না তাই দুষ্কৃতি বলে পার পাওয়ার চেষ্টা করছে তারা।

প্রৌঢ়ার চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ, যুবকদের তৎপরতায় রক্ষা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ স্বামী ও দুই পুত্রবধূর নির্যাতনে মানসিক অবসাদে ভেঙে পড়েছিলেন এক প্রৌঢ়া। শেষমেশ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেওয়ার ঠিক মুহূর্তে তাঁকে বাঁচিয়ে ফেলে নজির গড়লেন পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের চার যুবক। তাঁদের তৎপরতায় রক্ষা পেল একটি প্রাণ। শনিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বর্ধমান-কাটোয়া শাখার ভাতার স্টেশনে। জানা গিয়েছে, কাপশোর গ্রামের বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ ওই প্রৌঢ়া মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সম্প্রতি হৃদযন্ত্রের অপারেশন হয়েছিল তাঁর। অভিযোগ, এর পরেও স্বামী ও দুই পুত্রবধূ প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগ্রহ করতেন। ঘটনার দিন সকালেও তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর কাঁদতে কাঁদতে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে ভাতার স্টেশনে চলে আসেন। ঘটনার সময় স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন ভাতারের বাসিন্দা টিকলু প্রামাণিক, রাজকুমার বাউড়ি, অনুপ সর্দার এবং পানাগরের সঞ্জয় সর্দার। তাঁরা চারজনেই নিজেদের কাজ সেরে চা খাচ্ছিলেন স্টেশনে। এমন সময় বর্ধমান থেকে কাটোয়ার দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রেন। ট্রেনটি স্টেশন ছাড়তেই তাঁরা দেখতে পান, এক মহিলা আচরণে অস্বাভাবিক লাগছে। রাজকুমার জানান, ‘‘ট্রেনের ইঞ্জিন ও প্রথম বগি স্টেশন ছাড়তেই মহিলা হঠাৎই ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁকে টেনে ধরে ফেলে রক্ষা করি।’’ তৎক্ষণাৎ তাঁরা মহিলাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান এবং খবর দেন ভাতার থানায়। পরে পুলিশের হাতে মহিলাকে তুলে দেন ওই চার যুবক। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আত্মহত্যার কারণ হিসাবে ঘরোয়া অশান্তি ও অত্যাচারের কথা জানিয়েছেন। বর্তমানে পুলিশ মহিলার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। তাঁর সুরক্ষার দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। স্থানীয়রা চার যুবকের মানবিক পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং সাহসিকতাই একটি মর্মান্তিক ঘটনা এড়াতে সাহায্য করেছে।

এমএসএমই-তে মহিলা নেতৃত্বে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে (এমএসএমই) মহিলাদের নেতৃত্বদান এবং কার্যকর উদ্যোগের ভিত্তিতে গোটা দেশে প্রথম স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা উঠে এল আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে। কলকাতায় ফিকি-এর উদ্যোগে আয়োজিত ওই বিশেষ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এমএসএমই এবং টেক্সটাইল দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ পাণ্ডে। অনুষ্ঠানে রাজেশ পাণ্ডে বলেন, ত্তপশ্চিমবঙ্গে এমএসএমই খাতে ৯৩ লক্ষেরও বেশি উদ্যোগ গড়ে উঠেছে। এই খাতে মহিলা নেতৃত্বের হার দেশের মধ্যে সর্বাধিক। রাজ্য সরকার একাধারে ক্লাস্টার ভিত্তিক উন্নয়ন, এসআইপি প্রকল্প এবং কারিগরদের ক্ষমতায়নের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে, যা এই খাতকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে।দ তিনি আরও জানান, ‘গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে এমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণে ২২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি ঘটেছে। এই প্রবণতা বজায় থাকলে চলতি অর্থবর্ষেই ঋণ বিতরণের অঙ্ক ২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।’ এই আর্থিক সহায়তার ফলে রাজ্যের এমএসএমই ইকোসিস্টেম আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। ‘এক মজবুত ভবিষ্যতের জন্য এমএসএমই-দের ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ফিকি সেন্টার ফর সাসটেইনেবিলিটি লিডারশিপ-এর সহযোগিতায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের কনসাল জেনারেল (কোলকাতা) বারবারা ভস। তিনি পশ্চিমবঙ্গে মহিলা নেতৃত্বাধীন এমএসএমই উদ্যোগগুলির প্রসারে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভারত-জার্মানি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের আরও উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। জার্মানির কনসাল জেনারেল জানান, ‘নারী নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ভবিষ্যতের ব্যবসার চেহারা বদলে দিতে পারে। প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং জ্ঞানভিত্তিক বিনিময়ের মাধ্যমে ভারত ও জার্মানি মিলে এই খাতকে নতুন দিশা দেখাতে পারে।’ ফিকি এমএসএমই কমিটি, পশ্চিমবঙ্গের চেয়ারম্যান আর. কে. ছাজের এবং ফিকি-সিএমএসএমই-র সভাপতি গিরিশ লুথরাও বক্তব্য রাখেন এই উপলক্ষে। তাঁরা রাজ্যের উন্নয়নশীল এমএসএমই ইকোসিস্টেমকে আরও মজবুত করতে নীতিগত পরিকল্পনা, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সংযোগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। এই সেমিনারে অংশগ্রহণকারী শিল্পপতি, উদ্যোক্তা এবং সরকারি আধিকারিকদের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পশ্চিমবঙ্গে এমএসএমই খাত এখন শুধুই কর্মসংস্থানের উৎস নয়, বরং এক শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বিশেষত, মহিলা নেতৃত্ব এই পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলেই মত সকলের।

পর্যটনের পথ ধরে স্বনির্ভরতার নজির ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের

দুরন্তবার্তা, বাগনান, হাওড়া ঃ সরকারি অনুদান ও পরিকল্পনার বাইরে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল হাওড়া জেলার বাগনান দু'নম্বর ব্লকের ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের নিজস্ব পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে একটি দোতলা আধুনিক লজ এবং তার সন্নিহিত সৌন্দর্যবর্ধনমূলক পার্ক। এর মাধ্যমেই এখন নতুন আয়ের উৎস তৈরি হয়েছে পঞ্চায়েতের। হাওড়া জেলার শেষ সীমানায়, রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে অবস্থিত ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েত। নদীর উল্টো দিকেই পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট। রূপনারায়ণের তীরে বিস্তীর্ণ চরে ফুল চাষ করেন বহু কৃষক। এর পাশ দিয়েই চলে গিয়েছে কোলাঘাট রেলব্রিজ। চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে, সারা বছর বহু মানুষ এখানে ঘুরতে আসেন। কলকাতা থেকে অল্প সময়েই পৌঁছানো যায়, কারণ এলাকাটি ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং রেললাইনের খুব কাছেই। শীতকালে নদীর ধারে পিকনিকের জন্য প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রায় চার বিঘা জমির উপর নির্মাণ করেছে একটি সুন্দর, দোতলা লজ। লজের সঙ্গে রয়েছে একটি সুসজ্জিত পার্ক, যা স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। পার্কে রয়েছে নানা ধরনের রাইড, যা শিশুদের বিশেষ করে আনন্দ দেয়। লজের একতলায় একটি স্থায়ী মঞ্চ এবং একটি অডিটোরিয়াম তৈরি করা হয়েছে। দোতলায় রয়েছে সাতটি সুসজ্জিত ঘর, যেখানে পর্যটকদের থাকার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। লজ নির্মাণের সমস্ত কাজ পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানেই হয়েছে। জমি কেনা থেকে বাড়ি তৈরির যাবতীয় কাজ হয়েছে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করেই। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আওতায় প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের একটি অংশ এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে। জমি ভরাটের কাজের জন্য ‘একশো দিনের কাজ’ প্রকল্পের কর্মীদের কাজে লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি, উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সাজদা আহমেদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে আরও ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঘুনাথ জানা জানিয়েছেন, ‘এই লজ এমন জায়গায় তৈরি হয়েছে, যেখানে বসেই রূপনারায়ণ নদীর অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। পরিবারের সঙ্গে নিরিবিলিতে সময় কাটানোর আদর্শ স্থান। লজে রান্নার জন্য আলাদা ব্যবস্থাও রয়েছে। কেউ চাইলে নিজেরাই রান্না করতে পারেন আবার চাইলে স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরাও রান্না করে দিতে পারেন।’ ওড়ফুলি লজ থেকে খুব কাছেই রয়েছে বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান। মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরেই সামতাবেড়, যেখানে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত বাসভবন রয়েছে। কাছেই বীরামপুরের গোপালের মন্দির। এইসব জায়গায় স্থানীয় অটো ও টোটোতে খুব সহজেই পৌঁছনো যায়। তবে, প্রশ্ন থেকেই যায়; এত কিছু থাকতে পঞ্চায়েত কেন হঠাৎ লজ ব্যবসার কথা ভাবল? এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, ‘এই অঞ্চলে বহু বিলাসবহুল হোটেল তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর ভাড়া এতটাই বেশি যে সাধারণ মানুষ সেখানে থাকতে পারেন না। আমরা তাঁদের কথা ভেবেই এই লজ নির্মাণ করেছি, যাতে কম খরচে ভাল পরিবেশে থাকা যায়। এতে সাধারণ মানুষের যেমন সুবিধা হচ্ছে, তেমনই পঞ্চায়েতের আয়ও বাড়ছে।’ বর্তমানে এই লজ পিকনিক, পারিবারিক অনুষ্ঠান, ছোটখাটো সামাজিক অনুষ্ঠান জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা যেমন উপকৃত হচ্ছেন, তেমনই পর্যটকদের কাছেও নতুন গন্তব্য হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্প নিঃসন্দেহে একটি দৃষ্টান্ত, যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব উদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গি শুধু স্থানীয় উন্নয়নেই নয়, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথও খুলে দিয়েছে। পঞ্চায়েতের স্বনির্ভরতার এই মডেল ভবিষ্যতে অন্যান্য পঞ্চায়েতগুলির কাছেও অনুপ্রেরণা হতে পারে।

সোনার দোকানে চুরির অভিযোগে ধৃত বিজেপি যুব মোর্চার প্রাক্তন নেতা

দুরন্তবার্তা, ওডিশা, ২৮ জুন ঃ ওডিশার জলেশ্বরের একটি সোনার দোকান থেকে প্রায় ১০০ গ্রাম সোনার অলঙ্কার চুরির অভিযোগে পশ্চিম মেদিনীপুর শহরের বিজেপি যুব মোর্চার প্রাক্তন নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সোমনাথ সাহু। তিনি মেদিনীপুর শহরের হবিবপুর এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাজুড়ে। এই ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে পাল্টাপাল্টি কটাক্ষ, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের হুড়োহুড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে জলেশ্বরের একটি নামী সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে ঢোকেন সোমনাথ সাহু। তিনি কালো রঙের একটি স্করপিও গাড়িতে করে দোকানে আসেন। অলঙ্কার কেনার নাম করে দোকানে প্রবেশ করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিভিন্ন ধরনের গয়না দেখতে থাকেন তিনি। দোকানের কর্মীদের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে আচমকাই প্রায় ১০০ গ্রাম সোনার গয়না হাতিয়ে গাড়িতে উঠে চম্পট দেন তিনি। কিন্তু, দোকানের কর্মীরা বিষয়টি দ্রুত টের পেয়ে তাঁকে ধাওয়া করেন। সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাও। দ্রুত গতিতে পালানোর সময় জলেশ্বর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে লদণনাথ রোড সংলগ্ন এলাকায় গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে সোমনাথের গাড়ি। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে বার করে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে রাতেই জলেশ্বর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, এক সময় সোমনাথ পাটনাবাজারে সোনার কারিগর হিসেবে কাজ করতেন। তারপরই তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং বিজেপি যুব মোর্চার সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। জেলার যুব মোর্চা কমিটিতে সম্পাদক পদেও ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এমনকি, ফেসবুক ঘেঁটে তাঁর বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতার সঙ্গে ছবি পাওয়া গিয়েছে, যা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপিকে একহাত নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন, ত্তবিজেপি নেতারা মানেই নারী পাচার, ড্রাগ পাচার, এখন সোনা পাচার! বিজেপির কোনও নৈতিকতা নেই। এই জেলায় এখন বিজেপি বলে কিছু নেই। যারা এখনও আছেন, তাঁদের সবার বিরুদ্ধেই কোনও না কোনও অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।দ পাল্টা বিজেপি জেলা মুখপাত্র অরূপ দাস বলেন, ত্তসোমনাথ সাহু এক সময় বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু গত দেড় বছর ধরে দলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই তাঁর। নতুন জেলা কমিটি গঠন না হওয়ার কারণে তাঁর নাম তালিকায় রয়ে গিয়েছিল। আমরা এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ স্বীকার করি না।দ ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেসের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডল থেকেও ওই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ-সহ একটি পোস্ট করে বিজেপিকে আক্রমণ শানানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ওডিশা পুলিশ। সোমনাথ সাহুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরির পিছনে আরও কেউ জড়িত কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। তদন্তের অগ্রগতি অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী অফিসাররা।

পাথরপ্রতিমায় ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা, মৃত তিন যুবক, গুরুতর আহত আরও একজন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা থানার অন্তর্গত রামগঙ্গা এলাকায় ভোররাতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। একটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিন যুবক। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও একজন। শনিবার ভোরবেলা এলাকার মানুষজন হঠাৎই চমকে ওঠেন। রামগঙ্গার অর্জুন মোড় এলাকায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় একটি দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া মোটরসাইকেল। পাশেই ড্রেনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন চার যুবক। এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। তারা আহত চার যুবককে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে যায় গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁদের মধ্যে তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চতুর্থ যুবক, সঞ্জয় মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি হন। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এই দুর্ঘটনার পেছনে কী কারণ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, হয়তো অতিরিক্ত গতিতে মোটরসাইকেল চালানোর ফলেই ঘটে এই বিপর্যয়। আবার কেউ কেউ বলছেন, ঘন কুয়াশা বা রাস্তায় বাধা থাকা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। পুলিশ ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে, মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একইসঙ্গে একাধিক তরতাজা প্রাণের এইভাবে চলে যাওয়া ঘিরে তৈরি হয়েছে চরম বিষাদের আবহ। পুলিশ সূত্রে খবর, মোটরসাইকেলটি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ফরেনসিক বিভাগে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে সিসিটিভি ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী আধিকারিকরা।

নিউটাউনের ধর্মতলায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিউটাউন, কলকাতা ঃ সাতসকালে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল নিউটাউনের লাগোয়া ধর্মতলা পাচুরিয়া এলাকায়। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা পাড়ার মাঝে পড়ে থাকা এক যুবকের নিথর দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। প্রথমে কেউ বুঝতেই পারেননি ঠিক কী ঘটেছে। মৃতদেহটির পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে মৃত যুবকের বয়স আনুমানিক কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে বলে অনুমান পুলিশের। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পোলেরহাট থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের সন্দেহ, ওই যুবক হয়তো রাতে চুরি করতে এসেছিল। কারণ, সম্প্রতি ওই এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের অনুমান, চুরির চেষ্টা চলাকালীন ধরা পড়ে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হতে পারেন ওই যুবক। যদিও গোটা ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকায় নিরাপত্তার অভাব নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, রাতের দিকে রাস্তায় পর্যাপ্ত আলো না থাকায় দুষ্কৃতীরা সুযোগ পাচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি, আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে এই মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য।

রাস্তায় পড়ে থাকা অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ রাস্তায় পড়ে থাকা এক অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবকের মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়েরপোলেরহাট থানা এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। জানা যায়,দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিউটাউন লাগোয়া ধর্মতলার পাচুরিয়া এলাকায় শনিবার অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়রাই সেই মৃতদেহ প্রথমে দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় পোলেরহাট থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। এদিন মৃতদেহের পাশে একটি সাইকেল ও একাধিক সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেগুলো ওই যুবকের বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। সেগুলিও পুলিশ উদ্ধার করেছে। জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই চুরি হচ্ছেছিল। তাই নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তবে কি রাতের বেলা ওই অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবককে যেতে দেখে চোর সন্দেহে মারধর করা হয়? তবে এই বিষয় নিয়ে স্থানীয়রা কিছু জানেন না বলেই জানানো হয়েছে। ওই যুবককে কি পিটিয়ে খুন করা হয়েছে? সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পোলেরহাট থানার পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান তদন্তকারীরা। মৃতের পরিচয় জানা যায় নি। মৃতের পরিচয় জানারও চেষ্টা করছে পুলিশ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

জন্ম শংসাপত্র জারি নিয়ে কড়াকড়ি, পঞ্চায়েত প্রধানের সই যথেষ্ট নয়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্যে জন্ম শংসাপত্র (বার্থ সার্টিফিকেট) জারি নিয়ে এবার থেকে চালু হচ্ছে আরও কঠোর নিয়ম। এতদিন পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত প্রধান বা স্থানীয় প্রশাসনের সই থাকলেই জন্ম শংসাপত্র পাওয়া যাচ্ছিল। তবে এবার থেকে শুধু পঞ্চায়েত প্রধানের স্বাক্ষরেই মিলবে না শংসাপত্র। বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ-এর অনুমোদন। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জন্ম শংসাপত্র সংক্রান্ত একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আসতে শুরু করে গত কয়েক মাস ধরেই। বিশেষ করে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন জালিয়াতির ঘটনা সামনে আসার পরেই নড়েচড়ে বসে রাজ্য প্রশাসন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক জায়গায় তদন্তও শুরু হয়েছে। এরপরেই প্রশাসনিক মহলে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, পুরো প্রক্রিয়াতেই আরও বেশি স্বচ্ছতা আনতে হবে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্য দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। সিদ্ধান্ত হয়েছে, জন্ম শংসাপত্রের ক্ষেত্রে শুধু স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পুরসভা নয়, স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকেও নিরীক্ষা ও অনুমোদন আবশ্যিক। এখন থেকে যে কোনও জন্ম শংসাপত্রে বিএমওএইচ-এর অফিসিয়াল ছাড়পত্র না থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে, স্বাস্থ্য দপ্তরের সরাসরি নজরদারি বাড়বে এবং সিস্টেমের স্বচ্ছতাও নিশ্চিত হবে বলে আশাবাদী রাজ্য প্রশাসন। জন্মের তথ্য যাচাই, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রেকর্ড, হাসপাতালের নথিপত্র মিলিয়ে তবেই শংসাপত্র জারি করা হবে। প্রশাসনিক মহলের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই কিছু অসাধু ব্যক্তি ও মধ্যস্থতাকারী চক্র এই শংসাপত্র প্রক্রিয়াকে হাতিয়ার করে ভুয়ো নথি বানিয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিচ্ছিল। এমনকি, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয়েও এই ধরনের ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল বলেই উঠে এসেছে একাধিক রিপোর্টে। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই নেওয়া হল এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, এই পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে এতে কিছু অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে বলেও মেনে নিচ্ছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। তাই যাতে সাধারণ মানুষ এই প্রক্রিয়ায় ভোগান্তির শিকার না হন, তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও নির্দেশিকা দেওয়া হচ্ছে জেলা ও ব্লক স্তরের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের।

মায়ের হাতে শিশুপুত্র খুন, দেহ ছোড়া হল সেপটিক ট্যাঙ্কে

দুরন্তবার্তা, নদিয়া ঃ নদিয়ার কল্যাণীতে ঘটে গেল হৃদয়বিদারক ঘটনা। নিজের ছয় মাসের শিশুপুত্রকে শ্বাসরোধে হত্যা করে তার দেহ সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দেয় মা নিজেই। এই নৃশংস ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোক ও ক্ষোভের পরিবেশ। ঘটনার সূত্র ধরে অভিযুক্ত মা রূপা ঘোষকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে কল্যাণী থানার সগুনা তেলিগাছা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত রূপার স্বামী সোমনাথ ঘোষ পেশায় জলের ব্যবসায়ী। বছর তিনেক আগে তাদের বিয়ে হয়। এটি রূপার দ্বিতীয় বিবাহ হলেও, নতুন সংসারেও শান্তি ছিল না। নিয়মিত দাম্পত্য কলহের মাঝেই জন্ম নেয় এই পুত্রসন্তান। শুক্রবার রাতে আচমকাই ছেলেকে ঘরে না পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন রূপা। প্রতিবেশীদের জানান, তাঁর সন্তান নাকি চুরি হয়ে গিয়েছে। শুরু হয় তল্লাশি, খবর যায় কল্যাণী থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে এবং রূপাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কথায় কথায় রূপার আচরণে অসঙ্গতি দেখতে পায় তদন্তকারীরা। তদন্তে রূপাকে কড়া প্রশ্ন করা হলে সে ভেঙে পড়ে এবং স্বীকার করে নেয় নিজের ছেলেকে খুনের কথা। তার দেখানো জায়গা থেকেই উদ্ধার করা হয় শিশুর নিথর দেহ , বাড়ির পাশেই সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে। রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত মাকে। তবে এখনও পর্যন্ত কেন রূপা এমন নৃশংস কাজ করল, তার পেছনের কারণ পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। পুলিশ জানায়, মানসিক অবসাদ, দাম্পত্য অশান্তি কিংবা অন্য কোনও পারিবারিক চাপ থেকে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তকে জেরা করে গোটা ঘটনার পেছনের প্রেক্ষাপট জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সগুনা তেলিগাছা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিবেশীরা হতবাক, কেউই কল্পনা করতে পারেননি যে একজন মা এমন নিষ্ঠুরভাবে নিজের শিশুসন্তানকে খুন করতে পারেন। এই ঘটনার নেপথ্যে মানসিক ভারসাম্যহীনতা না কি ঠান্ডা মাথার অপরাধ;সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে তদন্তকারীদের সামনে।

অলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০৮ সংখ্যা, রবিবার ১৪ আষাঢ় ১৪৩২

ভারতীয় সাফারির কারিগরঃবন্যপ্রেমিক ভাল্মিক ঠাপরের স্বপ্ন ও সংগ্রামের ইতিবৃত্ত

বন্যপ্রাণ রক্ষার জগতে ভাল্মিক ঠাপরের নাম এক কিংবদন্তি। ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃ তিনি, যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ডে বন্যপ্রকৃতি সংরক্ষণের ধারণা নতুন মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু তাঁর অবদান শুধুই কোন তথ্যনির্ভর গবেষণায় সীমাবদ্ধ নয় বরং তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই মাঠের মানুষ-বাঘের চোখে চোখ রাখা সাহসী পরিবেশপ্রেমিক, যিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হতে হবে সহাবস্থানের, শোষণের নয়।ভাল্মিক ঠাপরের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ভারতীয় সাফারি ধারনার প্রতিষ্ঠা। আফ্রিকান সাফারি যেমন পর্যটনের সঙ্গে সংরক্ষণকেও যুক্ত করেছে, তেমনই ভারতের ক্ষেত্রেও তেমন একটি কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস চালান ঠাপর। তবে এই প্রয়াস কোনও নকল নয়, বরং এক উপযোগী অভিযোজন, যেখানে ভারতের পরিবেশ, বন্যপ্রাণ ও সমাজের বাস্তবতা মিলেমিশে একটি নতুন ধারণার জন্ম দেয়।ভারতের বনাঞ্চল, বিশেষত মধ্যভারতের সংরক্ষিত অরণ্যগুলোকে তিনি এক সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে দেখতেন। তাঁর মতে, সঠিক পরিকল্পনা ও সংবেদনশীল পরিচালনার মাধ্যমে এই অরণ্যগুলো এমন এক রূপ নিতে পারে, যেখানে পর্যটন, সংরক্ষণ ও স্থানীয় উন্নয়ন একসঙ্গে চলতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল নতুন ধরণের সাফারি ধারণা-যেখানে গাড়ি নয়, থাকে নীরবতা কাঁচ নয়, থাকে প্রকৃতির ঘ্রাণ ও গন্ধ।ঠাপরের কাজের গভীরতা বোঝা যায় তাঁর বাঘ সংরক্ষণ নিয়ে লেখালেখিতে। বাঘ তাঁর কাছে শুধুমাত্র একটি প্রজাতি ছিল না, বরং ছিল এক জীবন্ত প্রতীক-ভারতের বন্যপ্রাণ ব্যবস্থার হৃদয়, যে হারিয়ে গেলে শুধু একটি প্রাণী নয়, হারিয়ে যায় গোটা বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য। তাঁর চোখে বাঘের অস্তিত্ব রক্ষা করা মানে প্রকৃতির অখণ্ডতা রক্ষা করা।তবে এই সংগ্রাম সহজ ছিল না। একদিকে ছিল সরকারি অব্যবস্থা, বন দপ্তরের দীর্ঘসূত্রতা, অন্যদিকে বর্ধমান হারে বেড়ে চলা জনসংখ্যা, বনভূমির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা। অনেক ক্ষেত্রেই ঠাপরকে এই সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একা লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর বিশ্বাস থেকে সরে আসেননি। কারণ, তাঁর কাছে প্রকৃতি কেবল গবেষণার বিষয় নয়, বরং ছিল এক চেতনার স্তর, যার সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন।ভাল্মিক ঠাপরের দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সর্বজনীনতা। তিনি শুধুমাত্র বাঘ বা বনরক্ষকদের নিয়ে কথা বলেননি, বরং স্থানীয় মানুষের কথাও বলেছেন বারবার। তাঁর মতে, সংরক্ষণ কখনওই টিকে থাকতে পারে না যদি তা মানুষবিরোধী হয। বরং বনাঞ্চলের আশপাশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে প্রকৃতির অংশীদার করে তোলা উচিত, যাতে তাঁদের জীবিকাও রক্ষা পায় এবং বনের ক্ষতিও না হয়। এই মডেল আজও সংরক্ষণশাস্ত্রে আলোচিত হয।তাঁর চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিল পর্যটনের ভাবনাও। আফ্রিকার মতো ভারতেও যদি সুসংগঠিত, পরিবেশবান্ধব সাফারি গড়ে তোলা যায়, তাহলে তা যেমন দেশীয় এবং বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করবে, তেমনই বন রক্ষার আর্থিক ভিতকেও শক্তিশালী করবে। তবে এই পর্যটন যেন শুধুই চোখের আরাম না হয়, বরং হয় শিক্ষার, উপলব্ধির এবং প্রকৃতিকে জানার এক প্রক্রিয়া-এই দিকেই নজর দিয়েছিলেন ঠাপর।তাঁর জীবনের আরেকটি বিস্ময়কর দিক হলো তাঁর লেখনী। বহু গবেষণা গ্রন্থ, ডকুমেন্টারি ও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বই লিখে তিনি বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকে এক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে এনে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর লেখা পড়লে বোঝা যায-বাঘকে তিনি যেমন বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন, তেমনি দেখেছেন ভালবাসার চোখে, যে ভালবাসা নিঃস্বার্থ এবং নিঃশব্দ।ভাল্মিক ঠাপরের কর্মযজ্ঞ আজও অনুপ্রেরণা দেয়। তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন-সংরক্ষণ শুধুমাত্র বাঘ রক্ষা বা বন রক্ষা নয়, এটি মানুষের সভ্যতা রক্ষা করার একটি অবিচ্ছেদ্য দাযিত্ব। তাঁর উদ্যোগে যেসব অঞ্চল সাফারির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলি আজও একটি নতুন ধরণের পর্যটন ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে।কিন্তু এও সত্যি যে, তাঁর স্বপ্ন এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। অনেক বনাঞ্চল আজও হুমকির মুখে, রাজনৈতিক স্বার্থ ও বাণিজ্যিক লোভে হারিয়ে ফেলছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। বন দপ্তরের অনেক আধিকারিক আজও ঠাপরের মতো চিন্তাকে গুরুত্ব দেন না। তাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবন ও কাজ ফিরে দেখা আরও জরুরি।ভাল্মিক ঠাপর আমাদের শিখিয়েছেন-প্রকৃতি কোনো বিচ্ছিন্ন বাস্তবতা নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গ। তাঁর স্বপ্নের সাফারি প্রকল্প একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত চুক্তি, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি পাশাপাশি চলতে পারে, সহাবস্থান করতে পারে। তাঁর উত্তরাধিকার আজ কেবলমাত্র বইয়ের পাতায সীমাবদ্ধ না রেখে জীবন্ত অভিজ্ঞতায় রূপ দিতে পারলে, তবেই প্রকৃত অর্থে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি।ভাল্মিক ঠাপর প্রকৃতির প্রতি যে নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন, তা আজকের সময়ে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। তাঁর চিন্তাধারা আমাদের মনে করিয়ে দেয়-জঙ্গল কেবল জড় বস্তু নয়, এক জীবন্ত সংস্কৃতি বাঘ কেবল হিংস্রতা নয়, এক সহনশীল বাস্তুতন্ত্রের প্রতীক। এই উপলব্ধিই ভবিষ্যতের সংরক্ষণকে সঠিক দিশা দিতে পারে। তাঁর পথচলা তাই আমাদের কাছে এক বার্তা-জঙ্গলকে জানতে হলে, ভালোবাসতে হবে নিঃস্বার্থভাবে, লড়তে হবে নিরন্তর।

পরিবেশ রক্ষার নামে প্রকৃতির বিপর্যয়ঃ এক আত্মঘাতী প্রবণতার ইঙ্গিত

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ‘ সবুজ প্রকল্প, উন্নয়ন পরিকল্পনা কিংবা পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার পিছনে যে জটিল ও সংকটজনক চিত্র ফুটে উঠছে, তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ ইতিমধ্যেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, এইসব প্রচেষ্টার ফলাফল উল্টো না হয়ে যায়।আধুনিক সভ্যতা একদিকে প্রযুক্তির উন্নতির পথে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে, অপরদিকে পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করছে সর্বত্র। কিন্তু এই অঙ্গীকার কি শুধুই একটি বাহ্যিক মোড়ক? বাস্তবে পরিবেশকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। কারণ, বহু ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষার নামে এমন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, যার ফলে শেষপর্যন্ত পরিবেশের উপরই পড়ছে চূড়ান্ত নেতিবাচক প্রভাব।একটি বড় সমস্যা হলো ‘ অর্থাৎ বৃক্ষরোপণের নামে পরিকল্পনাহীন বনসৃজন। যেসব অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে অন্য ধরণের বাস্তুতন্ত্র ছিল, সেখানে জোর করে ‘ কভার’ বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে বহিরাগত বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে। এতে ওই অঞ্চলের আসল বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হচ্ছে, প্রাণীবৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে, এমনকি স্থানীয় জনজীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও শুষ্ক অঞ্চলে যেখানে ক্যাকটাস বা ঘাসজাত উদ্ভিদই উপযোগী, সেখানে পাইন বা ইউক্যালিপটাস লাগানো হলে তা মাটির জল শোষণ করে শুকিয়ে দেয় গোটা এলাকা। ফলে চিরস্থায়ী ক্ষতি হয় পরিবেশের।পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম মুখ্য দিক হলো প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নানান ‘ এনার্জি’ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যেমন সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উইন্ড টারবাইন বসানো হচ্ছে, তার জন্য প্রাকৃতিক জায়গা ধ্বংস করা হচ্ছে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। সিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক।

কিছু দান না করলে কোনও কিচুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান।

সীমান্তে নিষেধাজ্ঞা, সম্পর্কের পর্দায় ভাঁজঃ বাংলাদেশের পণ্যে ভারত সরকারের নতুন অবস্থান

সম্প্রতি ভারত সরকারের এক নির্দেশে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য এখন থেকে ভারতীয় স্থলবন্দরে প্রবেশ করতে পারবে না। এর আগে পাটজাত দ্রব্যের উপর নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, এবার নতুন করে যুক্ত হল আরও একটি পণ্যের নাম। যদিও প্রশাসনিক যুক্তিতে এটি নিছকই একটি ‘ ও ‘ নিয়ন্ত্রণমূলক’ পদক্ষেপ, তবু এর গভীর রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না।এই সিদ্ধান্ত শুধু বাণিজ্যিক বাস্তবতাকে স্পর্শ করছে না, বরং বহুস্তরীয় সম্পর্কের ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বহুবছরের পুরনো সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত বন্ধুত্বের ছায়াতেই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সীমান্ত বাণিজ্যের ওপরে ধারাবাহিকভাবে আরোপিত নিয়ন্ত্রণ কেবল অর্থনীতির চাকা নয়, বন্ধুত্বের চালচিত্রকেও বিপর্যস্ত করতে পারে।যে পণ্যগুলিকে কেঃদ্র নিষিদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করছে, সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। স্থানীয় বাজারের স্বার্থ রক্ষার যুক্তি তুলে ধরা হলেও, তাতে দু’দেশের মধ্যে উপাদন ও সরবরাহ চক্রে তৈরি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী অসন্তুলন। শুধু ভারতীয় ক্রেতার পক্ষেই নয়, এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের ছোট ও মাঝারি শিল্পের উপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।একটি প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে-এই ধরণের পদক্ষেপ কি শুধুই অর্থনৈতিক যুক্তিতে পরিচালিত, না কি এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক বা কৌশলগত মনোভাব? বিশেষত যখন দক্ষিণ এশিয়ায় চিনের প্রভাব ক্রমাগত বাড়ছে, তখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর সঙ্গে এমন মনোভাব, সম্পর্কের ভারসাম্যে চির ধরানোর জন্য যথেষ্ট।দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশ বহুদিন ধরেই ভারতের বিপুল রপ্তানির বাজার, অথচ তাদের পণ্য ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন শুল্ক, বিধিনিষেধ এবং নন-ট্যারিফ বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এবার স্থলবন্দর ভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা সেই বাধাকে আরও সুসংগঠিত করে তুলছে। সরকারি ভাষ্যে বলা হচ্ছে, নীতিগত নিরীক্ষা ও চাহিদা অনুযায়ী. এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটি কি একতরফা নীতি নির্ধারণ নয়এই সিদ্ধান্তের ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক সম্পর্কগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের পণ্যের ওপর নির্ভরশীল বহু ব্যবসায়ী, আমদানিকারক, পরিবহন সংস্থা এমনকি সাধারণ গ্রামীণ উপভোক্তা, যারা তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং সহজলভ্য এইসব সামগ্রী ব্যবহার করতেন, তাদের প্রতিদিনের জীবনে এক অদৃশ্য চাপ তৈরি হচ্ছে।আরও আশঙ্কার বিষয় হলো-এই নিষেধাজ্ঞার কৌশলগত সঙ্কেত। ভারত যদি একের পর এক পণ্য স্থলপথে আসা বন্ধ করে দেয, তবে তা শুধু দু’দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক দূরত্বই নয়, বিশ্বাসের দূরত্বও বাড়াতে পারে। একদিকে যখন আঞ্চলিক সহযোগিতা ও SAARC, BIMSTEC-এর মতো উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়ায় সমন্বয় গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হচ্ছে, তখন অন্যদিকে এই ধরনের একতরফা নিষেধাজ্ঞা সেই আস্থাকে ঝাঁপসা করে দেয়।বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, এই নিষেধাজ্ঞা সম্ভবত ভারতের অভ্যন্তরীণ শিল্পরক্ষার কৌশলের অংশ। বিশেষ করে নির্বাচনী রাজনীতির সময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভোটব্যাংক, বা স্বদেশি পণ্যের প্রচারের আবহে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের খরচ শুধুমাত্র সীমান্তের এপারেই সীমাবদ্ধ থাকে না।বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ। তারা এখনো পর্যন্ত কূটনৈতিক ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানালেও, ভিতরে ভিতরে এক ধরণের হতাশা জন্ম নিচ্ছে। ভারতের এই ধরনের পদক্ষেপে বাংলাদেশের আস্থা যখন বারবার নড়বড়ে হয়ে উঠছে, তখন ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই নির্ভর করছে ভারতের পরবর্তী কূটনৈতিক সংবেদনশীলতার উপর।এই অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে-আমরা কি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সীমান্তনীতি নির্ধারণ করছি, না কি তা হয়ে উঠছে বিভাজনের কৌশল? বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী, যাদের সঙ্গে জলের ভাগাভাগি, বিদ্যুৎ বিনিময, সাংস্কৃতিক সংযোগ ও অভিন্ন ইতিহাস আছে, সেই দেশের সঙ্গে কেবল বাণিজ্য নয়, সম্পর্কের ধারাবাহিকতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।এখন সময় এসেছে চিন্তা করার-অর্থনৈতিক স্বার্থ বনাম আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, কোনটিকে আমরা বেছে নিচ্ছি? শুধুমাত্র বাণিজ্যসঙ্কোচন নয, এই নিষেধাজ্ঞা দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যকার সংযোগেও এক অদৃশ্য দেয়াল তুলতে পারে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতিকে তাই আরও ভারসাম্যপূর্ণ, বাস্তববাদী ও বহুমাত্রিক হতে হবে।বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা শুধু রাজনৈতিক কৌশল নয়, বরং তা উপমহাদেশে শান্তি ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত। এখন যেভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে, তা যেন একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিচ্ছবি-যেখানে ‘ হয়ে উঠছে সম্পর্কের মাপকাঠি। এই মাপকাঠি যদি আরও কঠোর হয়, তাহলে তা কেবল পণ্য নয়, সম্পর্কের পথও বন্ধ করে দিতে পারে।সীমান্তের ওপার থেকে আসা প্রতিটি পণ্যের সঙ্গে যে একটি কূটনৈতিক বার্তা লুকিয়ে থাকে, তা হয়তো আমলাতান্ত্রিক কাগজে লেখা থাকে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, এবং সীমান্তবাসী তার অভিঘাত প্রতিদিন অনুভব করেন। তাই পণ্য আসা বন্ধ হওয়া মানে কেবল অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা নয়, বরং সম্পর্কের পর্দায় আরও একটি গভীর ভাঁজ পড়া। ভারতের কূটনীতি কি তা অনুভব করছে? আগামী দিনে উত্তর দেবে সেই প্রশ্নের সত্যতা।

রামলালার সিংহাসনে জনসমাগমের ঢলঃভক্তির পরিধিতে অযোধ্যার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনরাবিষ্কার

অযোধ্যা-একটি শব্দ, একটি স্থান, একটি আবেগ। আবার অনেকের কাছে এটি একটি রাজনৈতিক নির্মাণ, বহু দশকের আন্দোলনের ফসল। সদ্য রামমন্দিরের উদ্বোধনের পর থেকে এই প্রাচীন শহর যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ভক্তদের ঢল এখন রোজের ছবি। পরিসংখ্যান বলছে, রামলালার দর্শনে ইতিমধ্যেই সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ এসে গিয়েছেন। এই বিপুল জনসমাগম নিছক কোনও ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পালাবদলের দিকনির্দেশও বটে।যেখানে আগে অযোধ্যা ছিল মূলত আধ্যাত্মিকতার এক নীরব ঠিকানা, আজ সেটি পরিণত হয়েছে এক বিশাল ভক্তিমূলক জনমোহনায়, যেখানে ধর্ম, পর্যটন ও রাজনীতি-তিনটিই এক অদ্ভুত সহাবস্থানে মিলেমিশে গেছে। রামমন্দিরের নির্মাণ, তার উদ্বোধন, এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরে এর প্রতীকী গুরুত্ব-এই তিন মিলেই তৈরি হয়েছে একটি নতুন অযোধ্যা, যার কেন্দ্রে রয়েছে এক ধর্মীয় আবেগ, এবং তার চারপাশে বিস্তার লাভ করছে নতুন এক সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বুনন।এই বিপুল জনসমাগম শুধু ভক্তির গভীরতা প্রকাশ করছে না, বরং তা আজ হয়ে উঠেছে এক রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের বাস্তব প্রতিফলন। মন্দির শুধু একটি ধর্মীয় কাঠামো নয়, এটি এখন হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক আশ্বাসের বাস্তব রূপ। রামলালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ যে কেবলমাত্র একটি মন্দির নির্মাণের পরিণতি, তা নয়-এটি বহু দশকের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, আন্দোলন, বিতর্ক ও আদালত পেরিয়ে একটি বৃহত্তর রামরাজ্যের কল্পচিত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ।কিন্তু এই সমাগমের পেছনে শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসাহ কাজ করছে কি? না কি আরও গভীরে রয়েছে রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের প্রচেষ্টা? এই প্রশ্ন আজ গুরুত্বপূর্ণ। অযোধ্যা এখন কেবলমাত্র পুণ্যভূমি নয়, এটি হয়ে উঠেছে একটি জাতিগত আত্মপরিচয়ের প্রতীক। যেখানে রাম শুধু দেবতা নন, এক সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের প্রতিরূপ, যাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে এক বিশেষ ভারতের ভাবনা।বিশাল সংখ্যায় দর্শনার্থীর আগমন নিশ্চিতভাবেই স্থানীয় অর্থনীতিকে এক নতুন গতি দিচ্ছে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, ট্রান্সপোর্ট, স্মারকদ্রব্য বিক্রেতা-সবাই যেন একটি নতুন যুগে প্রবেশ করছে। পর্যটন, বিশেষত ধর্মভিত্তিক পর্যটনকে সামনে রেখে যে উন্নযনের গল্প রচিত হচ্ছে, তা একদিকে যেমন আর্থিক চক্রকে সক্রিয় করছে, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক কাঠামোতেও পরিবর্তনের সূচনা করছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কাদের জন্য, কাদের দ্বারা, এবং কাদের খরচে-এই প্রশ্নগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ।অযোধ্যার পরিবর্তন আদতে এক চিত্ররূপ-ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে রাজনৈতিক কৌশলের সংমিশ্রণে একটি শহর কিভাবে ‘ ভারতের’ প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। ভক্তরা যেখানে ঈশ্বরদর্শনে মনোনিবেশ করছেন, অন্যদিকে রাষ্ট্র সেই আবেগকে নীতির অংশ করে তুলছে। রাম এখানে শুধু উপাসনার বিষয় নন, হয়ে উঠেছেন উন্নয়ন এবং জাতিগত ঐক্যের মডেল। এই রূপান্তর কেবল ধর্মনির্ভর নয়, বরং রাষ্ট্রচালিত এবং ব্যবস্থাপনার কুশলতায় সজ্জিত।যতই ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে, ততই একটি প্রশ্ন উঠছে-এই আগমনের চাপ কি শহরটির প্রাচীন সংস্কৃতি, তার দৈনন্দিন ছন্দদ এবং সামাজিক ভারসাম্যকে বদলে দিচ্ছে না? যে অযোধ্যা বহু ধর্ম ও মতবাদের সহাবস্থানে বিশ্বাস করত, সেখানে আজ একমাত্রিকতার ঝোঁক কতটা প্রবল হচ্ছে? বহু প্রাচীন মঠ, আশ্রম, কিংবা ছোট ছোট মন্দির-যাদের অস্তিত্ব এখন চাপা পড়ছে বৃহ নির্মাণ ও প্রচারের আড়ালে-তাদের ভবিষ্য কি?রামমন্দির যেমন একটি বিশাল আস্থা ও আবেগের কেন্দ্র, তেমনি তার চারপাশে যে বৃহৎ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটছে-তা শুধুমাত্র ধর্মের পরিসরেই নয়, প্রশাসনিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবনার মধ্যেও প্রবেশ করছে। মন্দির ঘিরে রেল, বিমানবন্দর, মহাসড়ক-সবই যেন এক বৃহ পরিকল্পনার অংশ, যেখানে ধর্মীয় স্থানকে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের কেন্দ্র করে তোলা হচ্ছে। এটা একধরনের আধুনিকীকরণ, যার লক্ষ্য ভক্তের সুবিধা যেমন, তেমনি রাজনৈতিক বার্তাও।এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, স্বাধীনতার পরে ভারতে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক রাখার যে নীতি ছিল, তার চিত্র আজ অনেকটাই বদলে গেছে। এখন রাষ্ট্র যেন ধর্মীয় আবেগকে কেবলমাত্র মেনে নিচ্ছে না, বরং তাকে পুঁজি করে উন্নয়ন, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ পুনর্গঠনের পথে এগোচ্ছে। অযোধ্যা এই নতুন বাস্তবতার এক প্রতীক, যেখানে রামলালার মন্দির শুধু এক তীর্থ নয়, এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সোপান।এই বৃহৎ সমাগমের অন্য একটি দিকও রয়েছে-মানসিক বিশ্বাস ও জাতীয় আত্মপরিচয়ের পুনর্গঠন। দীর্ঘ সময় ধরে চলা বিতর্ক, আইনি লড়াই ও সামাজিক উত্তেজনার পর এই রামমন্দির যেন একটি ‘ প্রতীক। বহুজনের কাছে এটি একটি বিজয়, আবার কারও কাছে এটি একটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূচক। তবে যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখা হোক না কেন, অযোধ্যা এখন ভারতের হৃদয়মধ্যস্থ এক চিহ্ন।তবে এই প্রতীকী নির্মাণের পাশাপাশি প্রয়োজন আরও সংবেদনশীলতার। রামলালার সিংহাসন যেমন এক বিশ্বাসের পূর্ণতা, তেমনি অযোধ্যার বহুস্তরীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের দায়ও রাষ্ট্র ও সমাজের। যেন ভক্তির ঢেউয়ে তলিয়ে না যায় অযোধ্যার সেই বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু জাতির সহাবস্থানের দীর্ঘ ঐতিহ্য।সাড়ে পাঁচ কোটি দর্শনার্থীর উপস্থিতি নিঃসন্দেহ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কিন্তু এই মুহূর্তকে শুধুই সংখ্যায় মাপলে ভুল হবে। এটি এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রক্ষেপণ, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ধর্মীয বিশ্বাসকে কীভাবে এক নতুন রূপে উপস্থাপন করা যায়-তারই এক বাস্তব প্রয়োগ।অযোধ্যার নতুন যাত্রা এখন শুরু হয়েছে। এই যাত্রায ভক্তি থাকবে, বিশ্বাস থাকবে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে থাকা উচিত সহনশীলতা, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বহুত্ববাদী ভারতের প্রকৃত চেতনার প্রতিফলন। কারণ রামের প্রকৃত শিক্ষা ছিল ন্যায়, সহানুভূতি ও মানবিকতা-সেই শিক্ষাকেই যদি রাষ্ট্রীয় রূপ দেওয়া যায়, তবেই অযোধ্যা হয়ে উঠবে সত্যিকার অর্থে এক পবিত্র নগরী।

শিক্ষা ও সমতার সংযোগসূত্রঃকার্তিক মুরলিধরনের নতুন গ্রন্থে অর্থনীতির মানবিক পাঠ

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন অর্থনীতিবিদ কার্তিক মুরলিধরন। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ, যা সমসাময়িক ভারতীয় আর্থসামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, সেই চিন্তাকে এক নতুন তাত্ত্বিক ও নীতিনির্ধারক কাঠামোয় উপস্থাপন করে। গ্রন্থটির মর্মার্থ কেবলমাত্র পরিসংখ্যান কিংবা নীতির স্তরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের অন্তর্লীন বৈষম্য, সুযোগের অপ্রতুলতা এবং নীতিগত ব্যর্থতাকে যুক্তিসংগত প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।কার্তিক মুরলিধরনের লেখনীতে অর্থনীতি কেবলমাত্র সংখ্যার খেলা নয়, বরং তা হয়ে ওঠে মানুষের জীবন, স্বপ্ন এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের গভীর প্রতিফলন। এই বইয়ের মূল তাগিদ-ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী অসাম্য এবং কর্মসংস্থানের অসম অগ্রগতি কেন টেকসই উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা বোঝা ও ব্যাখ্যা করা।তিনি যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরকার শূন্যতাকে বিশ্লেষণ করেছেন, তা একেবারেই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে। গ্রামীণ ভারত এবং শহরের স্কুল ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যাপক ফারাক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত, পঠনপাঠনের মান, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুযোগের বৈষম্য-এসবকেই তুলে ধরা হয়েছে নীতিনির্ধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে, কিন্তু মানবিক সংবেদন নিয়ে ।মুরলিধরনের যুক্তি, শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্তির হার বা স্কুলে উপস্থিতির পরিসংখ্যান দিয়ে প্রকৃত অগ্রগতি নির্ণয় সম্ভব নয়। প্রকৃত মান উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষার অভ্যন্তরীণ গুণগত মান, শেখার দক্ষতা এবং সেটিকে কর্মজীবনে প্রয়োগ করার সক্ষমতার উপর। তাঁর মতে, আজকের ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এই তিন স্তরেই ঘাটতির শিকার। অনেকাংশে এই শিক্ষা কেবলমাত্র পরীক্ষা নির্ভর, কিন্তু জীবননির্ভর নয়।এই প্রেক্ষিতেই উঠে আসে কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ। মুরলিধরন দেখিয়েছেন, শিক্ষার গুণগত মান খারাপ থাকায় উচ্চশিক্ষার পরও অনেকে কর্মসংস্থানে প্রবেশ করতে পারছে না, কিংবা যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না-এই ‘ গ্যাপ’ ক্রমশ ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁর বইতে একাধিক ক্ষেত্রবিশ্লেষণ এবং নীতিগত সমীক্ষা দেখায়, কিভাবে প্রশাসনিক সংস্কার এবং শিক্ষার সাথে বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণকে যুক্ত না করলে এই সমস্যা বহাল থাকবে।এই বইয়ে কার্তিক একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন-শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সম্পর্ক কেবলমাত্র নীতিগত সংযোগ নয়, এটি একটি বিশ্বাসের সম্পর্কও। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যদি বিশ্বাস না করেন যে শিক্ষা তাঁদের জীবনের মান উন্নয়নে সহায়ক হবে, তবে শিক্ষার প্রতি সেই আবেগ হারিয়ে যায়, এবং তখনই দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া, অথবা বিকল্প আয়ের খোঁজে অপ্রস্তুত যুবসমাজ।কার্তিক এই বইয়ে সরাসরি কোনো একমাত্রিক সমাধান দেননি। বরং তিনি এক জটিল বাস্তবতার চিত্র এঁকেছেন, যেখানে একাধিক স্তরে সংস্কার প্রয়োজন-শিক্ষানীতিতে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায়, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার নির্ধারণে। তাঁর মতে, উন্নয়ন শুধুমাত্র অবকাঠামো গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয প্রকৃত উন্নযন ঘটে যখন প্রতিটি মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগে যে সে সমাজে নিজের স্থান তৈরি করতে পারবে।এছাড়া, মুরলিধরনের বইয়ে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে শিক্ষক সমাজ। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, যে কোনও শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড হল শিক্ষক, কিন্তু আজকের ভারতে শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অনেক ঘাটতি রযেছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও মূল্যাযনের অভাবে বহু শিক্ষক পড়ানোর পরিবর্তে কেবল ‘ পালন করছেন, যা শিক্ষার গুণগত মানকে বিপন্ন করছে। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রশাসনিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রযোজন অপরিহার্য।গ্রন্থটি শুধুমাত্র চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য নয়, এটি নীতিনির্ধারকদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ হস্তপুস্তিকাও বটে। কারণ, এখানে উপস্থাপিত প্রতিটি বিশ্লেষণ, প্রতিটি সুপারিশ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি। এমনকি, যেসব সমস্যাকে আমরা সাধারণত পরিসংখ্যানের ভাষায দেখি, মুরলিধরন সেগুলিকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যাশা এবং সামাজিক প্রভাবের পরিসরে বিশ্লেষণ করেছেন।ভারতের আজকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেখানে একদিকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ে উঠছে, অন্যদিকে কয়েক কোটি তরুণ কর্মসংস্থানের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে, সেখানে কার্তিক মুরলিধরনের এই বই এক বাস্তবতাবাদী মাইলফলক। এটি আশার ছবি আঁকে না, বরং কঠিন বাস্তবের মধ্যে করণীয় কী হতে পারে, তার একটি সুসংগঠিত রূপরেখা দেয়।এই বইয়ের পাঠ শেষে পাঠকের মনে একটি প্রশ্নই জাগে-আমরা কি উন্নযনের অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারছি? নাকি ‘ দুনিয়ায় হারিয়ে ফেলেছি মানুষের সম্ভাবনা ও মর্যাদার মূল কথা? মুরলিধরনের চিন্তাধারা আমাদের শেখায়-যতক্ষণ না প্রতিটি নাগরিক, বিশেষত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, নিজেদের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতে পারে, ততক্ষণ কোনও পরিসংখ্যানই আসল উন্নয়নের প্রমাণ হতে পারে না।এই বই শুধু বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে না, বরং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশও দেয়। একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই সমাজ গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে যোগসূত্রকে পুনর্নির্মাণ করতেই হবে। কার্তিক মুরলিধরনের বই সেই নির্মাণের প্রথম ইট রাখতে আমাদের সাহস জোগায়।

সৈনিকের মর্মগাথাঃফয়েজের কবিতায় মানবতার নির্মম প্রতিচ্ছবি

ফয়েজ় আহমেদ ফয়েজ়-উর্দু সাহিত্যের এক দীপ্তিমান নাম, যাঁর কলমে বিপ্লব যেমন উঠে এসেছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানবতার শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। তাঁর কবিতা ‘ কা মার্সিয়া’ বা ‘ শোকগাথা’ সেই অনন্য কবিতাগুলির একটি, যা কেবল একটি নির্দিষ্ট সময বা রাজনীতির প্রতিবাদ নয়, বরং এক চিরন্তন সত্য-যুদ্ধের ভিতরকার মানুষ ও মানবিকতা-তাকে প্রকাশ করে। এই কবিতা এক সৈনিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হলেও, এর কেন্দ্রে আছে যুদ্ধের নির্মমতা, রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিকতা এবং মানুষের করুণ পরিণতি।কবিতাটি এমন এক সময়ে লেখা, যখন উপমহাদেশে দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা এবং রাষ্ট্রক্ষমতার দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠছিল। তখনকার রাজনৈতিক বাতাসে ফয়েজের কণ্ঠ ছিল এক আত্মিক প্রতিবাদ। কিন্তু ‘ কা মার্সিয়া’ শুধুমাত্র কোনও একটি যুদ্ধ বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধিতা নয় এটি এক সর্বজনীন আর্তি-যে কোনও সময়ের, যে কোনও সমাজের, যে কোনও যুদ্ধের।এই কবিতার কেন্দ্রে রয়েছে একটি সৈনিকের দেহ, যে পড়ে আছে রক্তাক্ত ভূমিতে-নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত, এবং বিস্মৃত। এক সময় সে ছিল রাষ্ট্রের অহংকার, জাতীয়তাবাদের প্রতীক, যার বুক ঠেলে চলে গিয়েছিল গুলি, কিন্তু আজ তার রক্তে ভেজা শরীর পড়ে আছে মাটিতে, যন্ত্রণার কোনও স্বীকৃতি নেই, শ্রদ্ধার কোনও চিহ্ন নেই। তার সাহস, ত্যাগ কিংবা মৃত্যু-সবটাই এখন রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্রে বিলীন, পরিণত হয়েছে কেবল এক সংখ্যায়, এক পরিসংখ্যানে।ফয়েজ় এই শোকগাথার মাধ্যমে শুধু যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতি তুলে ধরেননি, বরং যেভাবে রাষ্ট্র একজন সৈনিককে ব্যবহারের পর বিস্মৃত করে দেয, সেই নিষ্ঠুর ব্যবস্থারও নগ্ন উন্মোচন করেছেন। সৈনিক রাষ্ট্রের এক অস্ত্র, যার হৃদযবেদনা, স্বপ্ন, কিংবা ভালোবাসার কোনও মূল্য নেই। সে কেবল ‘ জন্য’ মৃত্যুবরণ করে, অথচ তার মৃত্যুও এক সময় নিরর্থক হয়ে যায। তার পরিবার কাঁদে, কিন্তু সেই কান্নার শব্দ শোনা যায় না রাষ্ট্রের উঁচু দেওয়ালে।এই কবিতার শব্দচয়ন, ধ্বনি ও ছন্দদ এমন এক গীতিকতা তৈরি করে, যেখানে একজন মানুষের নিঃশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয় মানবতারও একটি অংশ। ফয়েজ এখানে চিকার করেন না, বরং ধীরে ধীরে, স্তব্ধতায়, গভীর বিষণ্ণতায় দেখান কেমনভাবে মৃত্যুর পর একজন সৈনিক পরিণত হয় এক নিস্তব্ধ অভিশাপে। রাষ্ট্র তাকে চিঠি দেয় না, ফুল দেয় না, শুধু রেখে যায় একটি অন্ধকারের দাগ।‘ কা মার্সিয়া’ একটি গভীর রাজনৈতিক কাব্য, কিন্তু এর রাজনীতি উচ্চকণ্ঠ নয়, বরং সংবেদনশীল। এটি যুদ্ধবিরোধিতা করে, কিন্তু কোনোরকম আদর্শবাদ দিয়ে নয়। এটি দুঃখের ভাষা ব্যবহার করে, প্রতিহিংসার নয়। আর এখানেই ফয়েজ অনন্য। তিনি একজন নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বরকে উচ্চারণ করেন না, বরং তাঁর নিরবতা, চোখের জল, নিঃশ্বাসের ভার-সেগুলোকেই শব্দে রূপান্তর করেন।আজকের বিশ্বরাজনীতিতে যখন যুদ্ধ যেন আবারও এক চটকদার বাস্তবতা হয়ে উঠছে, রাষ্ট্রনায়করা নতুন নতুন শত্রু চিহ্নিত করছেন, তখন ফয়েজের এই কবিতা এক ভয়ানক ভবিষ্যতের প্রতিধ্বনি। যুদ্ধের নামে প্রতিদিন নতুন সৈনিককে পাঠানো হচ্ছে মৃত্যুর মুখে, অথচ তাদের কেউ মনে রাখছে না। কেউ জানে না, তার বাড়ি কোথায, কে অপেক্ষা করে আছে তার ফেরার জন্য।ফয়েজের কবিতা তাই শুধুই অতীত নয, এটি বর্তমানেরও আয়না। আজও যে কোনও শহরের কোনও কোণায হযতো পড়ে থাকে এক নিহত সৈনিকের দেহ, রাষ্ট্রের সমস্ত প্রচার ও ব্যস্ততার মাঝে যে হারিয়ে যায়-তার জন্য নেই কোনও গান, নেই কোনও শোকসভা, নেই কোনো আত্মজিজ্ঞাসা। এই কবিতাটি সেই হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠকে ফের ফিরিয়ে আনে।এই রচনার সবচেয়ে মর্মস্পর্শী দিক হলো-কবিতার মানবিক গভীরতা। এখানে যে সৈনিক, সে শুধুই এক পরিচিতি নয। তার মুখে কোনও জাতির পতাকা আঁকা নেই, তার ভাষা কোনও বিশেষ ধর্মের নয়, তার চোখে শুধু

বিজেপির কার্যালয় খোলাকে নিয়ে রীতিমতো ধুন্ধুমার বক্সিরহাটে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৮ জুন ঃ বিগত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ বিধানসভার বক্সিরহাট বাজারের বিজেপির কার্যালয় বন্ধ ছিল। শনিবার পুনরায় সেই কার্যালয় খুলে এলাকার ৪

নং বিজেপির মন্ডল সভাপতি প্রভাত বর্মনের নেতৃত্বে সাংগঠনিক বৈঠক চলছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা হাতে পতাকা ও লাঠি সতা নিয়ে এসে বিজেপি কার্যালয়ে আঘাত করতে থাকে। পরবর্তীতে তারা কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে কার্যালয়ের কিছুটা দূরে পটকা ফাটাতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বক্সিরহাট থানার পুলিশ এর পরেই তারা কিছুটা পিছু হটে। এরপর যখন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে সংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন সেই সময় পুনরায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ধেয়ে আসে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দিকে এবং অবস্থায় তারা লাঠি দিয়ে বিজেপি কার্যালয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকে বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর অনুযায়ী সেই সময় পুলিশের কোন একজন ছবি করছিলেন তিনি সিভিল ড্রেসে ছিলেন তাকেও আক্রমণ করা হয় যদিও এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়ায় পুরো এলাকা জুড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায়। রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন - বাংলায় শুধু হত্যা ধর্ষণ আর বোমাবাজি সরকার। বিজেপি কার্যালয়ে বিজেপির কর্মী ও নেতৃত্বরা বৈঠক করছিলেন সেই সময় আক্রমণ চালায় তৃণমূল দুস্কৃতীরা। তিনি আরো বলেন আসলে ওই এলাকায় বিজেপির সমর্থক বেশি তাই ভোটের আগে ভয় দেখাতেই যাতে সদর কার্যালয় খোলা না হয় সেই কারণেই তাদের এহেন ঘটনা। পুলিশের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন - পুলিশকে জানানোর পরেও সঠিকভাবে ব্যবস্থা নেয়নি আসলে তারা দলদাসের পরিণত হয়েছে শাসক দলের। এই প্রসঙ্গে বিজেপির মন্ডল সভাপতি প্রভাত বর্মন বলেন - আমাদের আজকে বক্সিরহাট বাজারে দলীয় কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠক ছিল কিন্তু সকাল থেকেই তৃণমূলের দুস্কৃতীরা আমাদের কর্মী সমর্থকদের ভয় দেখিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় পরবর্তীতে আমরা খবর পেয়ে যখন দুপুর পর কার্যালয়ে আসি তখন আমাদের সামনে দিয়ে তারা মিছিল করে এমনকি আক্রমণ চালানো হয় বিজেপি কার্যালয়ে। অকথ্য ভাষায় গালাগালি করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন আমাদের কার্যালয়ের সামনে থাকা বেশ কিছু দোকানের চেয়ার ভাঙচুর করা হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন এই ঘটনার অনেক পরে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় পুলিশ প্রশাসন। তিনি জানান ইতিমধ্যে এই বিষয়ে বক্তব্য থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নির্বাচনের এখনো বাকি অনেক দিন তার আগে যেভাবে দলীয় কার্যালয় খোলাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলো তা রীতিমতো ঝড়ের পূর্বাভাস বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। তবে এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - তৃণমূল কংগ্রেস অন্য কোন রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যালয় খুলতে বাধা দেবে না। এত দুরদিন আসেনি যে অন্য দলের দলীয় কার্যালয় খুলতে বাধা দিবে। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে রয়েছে আগামী বিধানসভায় তা আবারও প্রমাণিত হবে বিজেপি মিথ্যে অভিযোগ করছে আসলে বিজেপির সাথে মানুষ নেই তাই খবরে আসার জন্য এই ধরনের মন্তব্য।

মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিন পাখি, এবার লাগান গাছ - ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ২৮ জুন ঃ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত উলুবেড়িয়া কালীবাড়ির শতাব্দী প্রাচীন মেলায় একটি ব্যতিক্রমী সচেতনতা কর্মসূচি পালন করল ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন, উলুবেড়িয়া ইনস্টিটিউট ও হাওড়া বনবিভাগ। কর্মসূচির মূল বার্তা ছিল - মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিন পাখি, এবার লাগান গাছ। ভারতীয় প্রজাতির পাখির কেনা-বেচা যে বেআইনি ও অনৈতিক, তা জানানো এবং জনগণকে গাছ লাগানোর মাধ্যমে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই কর্মসূচির লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া মহিলা থানার আই.সি. শাওন বাগচী, স্থানীয় পৌরপিতা রঘুনাথ দে, বিভিন্ন ওয়ার্ডের সম্মানীয় কাউন্সিলরবৃন্দ, কালীবাড়ি পরিচালন সমিতি ও উলুবেড়িয়া ইনস্টিটিউট অ্যান্ড লাইব্রেরি-র বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের কোর কমিটির সদস্য, প্রখ্যাত ইতিহাস গবেষক ও সাহিত্যিক, ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক শুভ্রদীপ ঘোষ, বহু গ্রন্থের রচয়িতা ড. অর্ণব দত্ত, তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন -এর সম্পাদক শুভ্রদীপ ঘোষ বলেন, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও ভারতীয় প্রজাতির পাখি ধরা, নিধন ও চোরাচালান রুখতে ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে কাজ করে চলেছে। তিনি আরো বলেন, আমাদের আশেপাশের জীব বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমাদের ভালো থাকা মন্দ থাকার সম্পর্ক অতি নিবিড়। পরিবেশের জীব বৈচিত্র্য ভালো রাখতে না পারলে আমাদের ভালো থাকা অসম্ভব। যুগ যুগান্তর ধরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের খাদ্যের যোগান দিয়ে চলছে পাখি। পাশাপাশি গাছের বীজ ছড়িয়ে বনায়ন, পরাগমিলন এবং কৃষিকাজে ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে তাদের বংশ বিস্তার রোধ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের চিরকাল মঙ্গল করে চলেছে পাখি।

পাখিদের নয়নাভিরাম বর্ণময়তা নিঃসন্দেহে নান্দনিক মূল্য বহন করে তাদের কুজন আমাদের মন ভালো করার এক দারুণ ঔষধ। পাখি যা জীব বৈচিত্র্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যাদের বেঁচে থাকা, সঠিক সংখ্যায় থাকা এবং সুস্থ থাকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জুড়ে আছে কৃষিজাত দ্রব্যের উপাদন তথা মানুষের ভালো থাকা তথা বেঁচে থাকা। কৃষিক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপায়ে অপকারী পোকা নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরী উপায় পাখি। যারা এই ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গদেরকে খেয়ে প্রাকৃতিক ভাবে ফসলের ক্ষতি সাধন রোধ করে তথা কীটনাশক ব্যবহারের মাত্রা হ্রাস করে। মানুষের সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহারের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। যখন থেকে বাণিজ্যিক ভাবে হাঁস - মুরগি পালন শুরু হয়েছে তখন থেকে বন্য পাখি ধরা, নিধন এবং পাচার তথা চোরাচালান নিষিদ্ধ ঘোষণা হযেছে। বন্যপ্রাণ আইন - ১৯৭১ অনুযায়ী পাখি ধরা, নিধন এবং পাচার তথা চোরাচালান আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। পাখিদের থেকে আমরা যা কিছু সুবিধা পাই তার ঋণ পরিশোধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আগামী দিনের পৃথিবী গড়ে উঠবে মানুষ আর প্রকৃতির মেলবন্ধনে। প্রকৃতি, মানুষ, বন্যপ্রাণকে মিলিয়ে দিতে হবে। সহযাপনের পথে হাঁটতে হবে। যেখানে মানুষ এবং না - মানুষ একসাথে থাকবে, একসাথে বাঁচবে। এই প্রকৃতি মায়ের কোলে সকলের মুক্ত হয়ে বাঁচার অধিকার আছে। যে সকল স্বার্থান্বেষী মানুষ পাখি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণের স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাদের নির্বিচারে নিধন ও পাচার করছে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে, রুখে দাঁড়াতে হবে। যারা পাখি শিকার, পাখি নিধন ও চোরাচালান- এর মতো কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাজদূত সামন্ত, আয়োজকদের তরফে জানান - উলুবেড়িয়া সাবডিভিশন সহ রাজ্যের বহু রথের মেলায় এখনও ভারতীয় প্রজাতির টিয়া, ময়না, শালিক, বুলবুলি ইত্যাদি পাখি অবৈধভাবে কেনাবেচা হয়, যা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭১ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই আমাদের এই উদ্যোগ। পাশাপাশি আপনারা আমাদের সংগঠনের কাছ থেকে একটি গাছ দত্তক নিন ও তাকে লালন করুন। গাছ বড় হলে তাতে পাখি এমনিতেই আসবে। এইভাবেই প্রকৃতির ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। এই মহতী কর্মসূচি একটি প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বার্তা নিয়ে এল সমাজের প্রতি- পাখিকে খাঁচা নয়, দিন গাছের ডাল।

২১ জুলাই-র প্রস্তুতি শুরু করল মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ জুন ঃ একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি শুরু করল মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। শনিবার দুপুরে মালদা টাউন হলে এক সভার মধ্যে দিয়ে আগামী ২১ জুলাই এর প্রস্তুতি সূচনা করা হয়। সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধি এবং নেতৃত্বদের নিয়ে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ডাকে একুশে জুলাইয়ের এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় এদিন। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন রাজ্য

তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, নীহাররঞ্জন ঘোষ, চেয়ারম্যান চৈতালি ঘোষ সরকার, বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরি, পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ , মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রতিভা সিং, তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি প্রসেনজিত দাস থেকে শুরু করে জেলা নেতৃত্ব এবং বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। আগামী ২১ জুলাই কলকাতা ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ঐতিহাসিক সমাবেশ। মূলত তাকে সাফল্য করতেই আজকের এই প্রস্তুতি সভা।

অসুস্থ মা দেখতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মেয়ের

দুরন্ত বার্তা, ডোমকল, ২৮ জুন ঃ বৃদ্ধা মা অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। মাকে দেখতে বাইকের পিছনে বসে যাচ্ছিলেন প্রৌঢ়া মেয়ে। মা ও মেয়ের আর দেখা হল না। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন মেয়ে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। মৃতের নাম হারশিদা বিবি (৫০)। তাঁর বাড়ি ডোমকলের লস্করপুর এলাকায়। জানা গেছে, হারশিদা বিবির মা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর সম্প্রতি তাঁকে জলঙ্গির বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। বৃদ্ধাকে দেখতে প্রৌঢ়া মেয়ে এদিন লস্করপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। ছেলে তৌসিফ আহমেদের বাইকের পিছনে বসে তিনি জলঙ্গি যাচ্ছিলেন। ডোমকলের ভাতশালার কাছে ডোমকল বক্সীপুর সড়কে ঘটে ওই দুর্ঘটনা। কোনওভাবে ওই মহিলা বাইক থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। হেলমেট না থাকায় ওই মহিলার মাথায় চোট লাগে। মাথা ফেটে প্রবল রক্তপাত হতে থাকে। মা বাইক থেকে পড়ে গিয়েছেন, বুঝতে পেরেই তৌসিফ গাড়ি থামিয়ে দেন। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ওই মহিলাকে উদ্ধার করে দ্রুত ডোমকল মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে যান। ঘটনায় কান্নার রোল ওঠে পরিবারে। খবর দেওয়া হয় পুলিশেও। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় শোকের ছায়া ওই এলাকায়।

বেসরকারি ঋণ সংস্থার অফিস থেকে কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ জুন ঃ বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থার অফিস প্রাঙ্গণ থেকে এক কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল গুসকরা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংহতিপল্লী এলাকায়। মৃতের নাম অঙ্কুশ শীল (২৩), বাড়ি নদীয়া জেলার করিমপুরের কেঁচুয়াডাঙ্গায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে সংহতিপল্লীতে অবস্থিত সংস্থার অফিস চত্বরেই ঝুলন্ত অবস্থায় অঙ্কুশকে দেখতে পান সহকর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর খবর যায় তার পরিবারের কাছে। পরিবারের সদস্যরা গুসকরায় এসে সংস্থার অন্যান্য কর্মীদের থেকে কাজের চাপ সংক্রান্ত নানা অভিযোগ জানতে পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযোগ, তারা অফিসে ঢুকে সংস্থার পদাধিকারীদের মারধর করেন এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালান। মৃতের পরিবারের দাবি, ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেখানে অফিসের কর্তৃপক্ষের তরফে কীভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হতো, তা লিখে গেছেন অঙ্কুশ। তাঁদের আরও দাবি, কাজের অতিরিক্ত চাপ এবং অপমানজনক ব্যবহারের জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা। ঘটনার পর আউশগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ও মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আইন ছাত্রীর ধর্ষণের প্রতিবাদে দুর্গাপুরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৮ জুন ঃ কলকাতার আইন কলেজের ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদের রেশ পড়ল দুর্গাপুরে। প্রসঙ্গত গত ২৫ জুন, বুধবার রাতে কসবার এক আইন কলেজের ক্যাম্পাসের মধ্যেই আইন ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে কলেজেরই এক প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে। পরে নির্যাতিতা কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত সহ আরও তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সহ ধৃত তিন জনের তৃণমূল-যোগ প্রকাশ্যে এসেছে। প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিরেধী দলগুলো। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস। এদিন দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার গ্যামন ব্রিজের গুরুত্বপূর্ণ পথ অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দুর্গাপুর স্টেশন থেকে ডিভিসি মোড়ের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক যাওয়ার রাস্তা। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের হঠাতে গেলে পুলিশের সাথে চলে বচসা। ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশের তপরতাতেই উঠে যায় অবরোধ। এদিনের বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মেঘনা মান্না। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, ঘটনার সাথে যারা যুক্ত তাদের কঠোর শাস্তি দাবি জানান। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দেন।

সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধির জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২৩টি ট্রেনের সময়সূচীর সংশোধন

মালিগাঁও, ২৮ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং আরও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্য তার নেটওয়ার্ক জুড়ে নির্বাচিত স্টেশনগুলিতে তেইশটি (২৩) ট্রেনের সময়সূচী সংশোধন করেছে। সংশোধিত সময়সূচী পর্যায়ক্রমে কার্যকর করা হবে- ২৯ জুন থেকে দুটি ট্রেনের জন্য, ৩০ জুন থেকে পাঁচটি ট্রেনের জন্য, ১ জুলাই থেকে দুটি ট্রেনের জন্য,৩ জুলাই থেকে সাতটি ট্রেনের জন্য, ৪ জুলাই থেকে চারটি ট্রেনের জন্য এবং ৫ জুলাই থেকে তিনটি ট্রেনের জন্য। ২৯ জুন, ২০২৫ থেকে কার্যকর- ট্রেন নং ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ - সাব্রুম) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস হোজাই, লঙ্কা, লামডিং এবং নিউ হাফলং স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুযায়ী চলবে। ট্রেন নং ১২৫১৫ (কোয়েম্বাটুর জংশন - শিলচর) এক্সপ্রেস হোজাই, লামডিং, মাইবাং এবং নিউ হাফলং স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ৩০ জুন, ২০২৫ থেকে কার্যকর- ট্রেন নং ১২৪২৪ (নিউ দিল্লি - ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস গুয়াহাটি এবং চাপরমুখ স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ফিরতি যাত্রায়, ট্রেন নং ১২৪২৩ (ডিব্রুগড় -নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেস গুয়াহাটি এবং রঙ্গিয়া স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ট্রেন নং ১৩১৮১ (কলকাতা - শিলঘাট টাউন) কাজিরঙ্গা এক্সপ্রেস নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার এবং ফকিরাগ্রাম স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ট্রেন নং. ১৩১৭৫ (শিয়ালদহ - শিলচর) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস লামডিং এবং নিউ হাফলং স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ট্রেন নং ১৫৬২৫ (দেওঘর - আগরতলা) এক্সপ্রেস চাপরমুখ, লামডিং এবং নিউ হাফলং স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ০১ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর - ট্রেন নং ১৩১৮২ (শিলঘাট টাউন - কলকাতা) কাজিরঙ্গা এক্সপ্রেস নিউ কোচবিহার স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ট্রেন নং ১২৫০৭ (তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল - শিলচর) এক্সপ্রেস হোজাই, লামডিং, মাইবাং

এবং নিউ হাফলং স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ০৩ জুলাই, ২০২৫ থেকে কার্যকর- ট্রেন নং ১২৩৪৫ (হাওড়া - গুয়াহাটি) সরাইঘাট এক্সপ্রেস কামাখ্যা এবং গুয়াহাটি স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ট্রেন নং ১৩০৬৩ (হাওড়া - বালুরঘাট) এক্সপ্রেস মালদা টাউন এবং বালুরঘাট স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ট্রেন নং ১৫৪৬৪ (শিলিগুড়ি জংশন - বালুরঘাট) এক্সপ্রেস শিলিগুড়ি এবং বালুরঘাট স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ট্রেন নং ১৩১৪৭ (শিয়ালদহ - বামনহাট) এক্সপ্রেস মালদা টাউন, নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, নিউ কোচবিহার, দিনহাটা এবং বামনহাট স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুযায়ী চলবে। ট্রেন নং ১৩১৪৯ (শিয়ালদহ - আলিপুরদুয়ার জং.) কাঞ্চন কন্যা এক্সপ্রেস মালদা টাউন এবং আলিপুরদুয়ার জং-এ স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুযায়ী চলবে। ট্রেন নং ১৩৪৩১ / ১৩৪৩২ (নবদ্বীপ ধাম - বালুরঘাট - নবদ্বীপ ধাম) এক্সপ্রেস বালুরঘাট স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুযায়ী চলবে। ০৪ জুলাই, ২০২৫ থেকে কার্যকর- ট্রেন নং ১২৩৪৬ (গুয়াহাটি - হাওড়া) সরাইঘাট এক্সপ্রেস গুয়াহাটি, কামাখ্যা, নিউ বঙ্গাইগাঁও এবং মালদা টাউন স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ট্রেন নং ৭৫৭২৩ (নিউ বঙ্গাইগাঁও - গুয়াহাটি) ডেমু গুয়াহাটি স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুযায়ী চলবে। ট্রেন নং ১৩২৪৬ (রাজেন্দ্রনগর - নিউ জলপাইগুড়ি) ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস কাটিহার জং., লাভা, খুরিয়াল, আজমনগর রোড, বারসোই জং., সুধানী, তেলতা, ডালখোলা, কিষাণগঞ্জ, আলুয়াবাড়ী রোড, ঠাকুরগঞ্জ, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি জং. এবং নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুযায়ী চলবে। ট্রেন নং ১৩১৫০ (আলিপুরদুয়ার জং. - শিয়ালদহ) কাঞ্চন কন্যা এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার জং স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুযায়ী চলবে। ৫ জুলাই, ২০২৫ থেকে কার্যকর- ট্রেন নং ১৫৬২৬ (আগরতলা - দেওঘর) এক্সপ্রেস চাপরমুখ স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ট্রেন নং ১৩২৪৫ (নিউ জলপাইগুড়ি - রাজেন্দ্র নগর) ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। ট্রেন নং ৭৫৭০৭ (রাধিকাপুর - শিলিগুড়ি জংশন) ডেমু রাধিকাপুর এবং শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে সংশোধিত সময় অনুসারে চলবে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ধারাবাহিক উন্নতির মাধ্যমে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেনের গতি এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা যাত্রীদের দ্রুত, নিরাপদ এবং আরও সময়ানুবর্তী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করেছে। যাত্রীদের যাত্রা শুরু করার আগে ন্যাশনাল ট্রেন এনকোয়ারি সিস্টেম (এনটিইএস)-এ রিয়েল টাইম ভিত্তিতে ট্রেনের বর্তমান স্থিতি এবং সময়সূচীর বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধস নেমে আতঙ্ক হাওড়ার বালিখাল সংলগ্ন শ্রীচরণ সরণীতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জুন ঃ আবারও রাস্তায় বড়সড় ধস নেমে আতঙ্ক হাওড়ার বালিখাল সংলগ্ন শ্রীচরণ সরণীতে। রাস্তার মাঝে ধসের কারণে বড়ো গর্ত সৃষ্টি হয়। প্রচন্ড বৃষ্টির ফলে রাস্তার নিচের মাটি পুরোপুরি সরে গিয়েছে বলে জানা যায়। যার ফলে এই বড় গর্ত এবং ধস দেখা যায় বালিখালের শ্রীচরণ সরণীর দুটি জায়গায়। এই ধরনের ফাটল তৈরি হওয়ায় বড় গাড়ি চলাচল শনিবার সকাল থেকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছোট গাড়ি রাস্তার পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছে বিপদের ঝুঁকি নিয়েই। পৌরসভার কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে ফাটলগুলি বুজিয়ে রাস্তা মেরামতের কাজে নামেন। এই বিষয়ে বালির বাসিন্দা রাজকুমার সাউ বলেন,

সকালে হঠাৎ দেখতে পাই এখানে ধস নেমেছে। ভিতরে একটা সুড়ঙ্গ মতন হয়ে গিয়েছে। দুটি জায়গায় এরকম ধস ঘটেছে। এইজন্য যে কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে। প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বিমল কুমার বলেন, যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আগে যেখানে গর্ত হয়েছিল তা কোনওরকমে মাটি চাপা দিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। অনেক বড় গর্ত ছিল। ভিতরে কিছু ছিল না। এখান দিয়ে ভারি লরি যায়। যে কোনও সময়েই লরির চাকা বসে যেতে পারে। এই ব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী রাজা বলেন, এখানে মাঝেমাঝেই ধস নামে। কাজ হয়। আবার ধস নামে। এই ব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। বালি পৌরসভাকেও জানানো হয়েছে। বড় বিপদ হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে সেখান দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

২১ জুলাই এর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলেও পূর্বস্থলী ১ ব্লকের ব্লক কার্যালয়ের নজরুল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, ব্লক সভাপতি রাজকুমার পান্ডে, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি দিলীপ মল্লিক, ব্লকের আইএনটিটিইউসির সভাপতি পরিমল দেবনাথ সহ আরো অনেকে। আগামী ২১ জুলাই শহীদ সভাকে সফল করতে সকল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের কলকাতা ধর্মতলায় যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান মন্ত্রী।

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

জোন নোটিশ নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৫ (আইটেম নং ১০ থেকে ১১), তারিখ: ২৬-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং.-১০; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ জোন নং ১০/লামডিং- মাইবং প্রান্তের খনি এলাকা, মাইক্রোওয়েভ স্টেশন ভবন এবং রাধাদিসা, হাতিখালি এবং মাইবং এর কোয়ার্টার সহ লামডিং থেকে মাইবং কিমি ১.৬১ থেকে ৬৬.১। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,১২,২৫,৪৬৮.৭৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,০৬,১০০/-টাকা; **ক্রম নং.-১১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ জোন নং ১১/লামডিং- মাইবং (বাদে) থেকে জাটিঙ্গা লামপুর (বাদে) কিমি ৬৬.১ থেকে ১০৯.৩ (বিজি) হাফলং শহর, রেলওয়ে কলোনি, মাইক্রোওয়েভ, স্টেশন ভবন এবং হাসানহাজুতে কোয়ার্টার, লোয়ার হাফলং, হাফলং শহর এবং জাটিঙ্গা লামপুর ক্রসিং সহ। জাটিঙ্গা লামপুর (সহ) থেকে নিউ হারঙ্গাজাও (বাদে) কিমি ১০৯.৩ (বিজি) (লোয়ার হাফলং-জাটিঙ্গার মধ্যে) থেকে কিমি ১১৮.৯১ (বিজি) (জাটিঙ্গা লামপুর-নতুন হারঙ্গাজাওর মধ্যে) আইওডব্লিউ (টি) জাটিঙ্গার অধীনে সমস্ত টানেল সহ। নিউ হরঙ্গাজাও (বাদে) থেকে চন্দ্রনাথপুর (বাদে) কিমি ১১৮.৯১ (নিউ হরঙ্গাজাও-দিতোকচেরার মধ্যে) থেকে কিমি ১৪৮.৯ (বিজি) (দামছড়া - চন্দ্রনাথপুরের মধ্যে) হারাঙ্গাজাওতে মাইক্রোওয়েভ কমপ্লেক্স সহ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪,৬৮,০০,৮০১.৬৭/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,৮৪,০০০/-টাকা; টেন্ডার **জমা দেওয়ার** তারিখ ও সময় **২১-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ২২-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২১-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৪; তারিখ ঃ ২৬-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম** ঃ কাটিহার ডিভিশনে আমরা রাজা সমন্বিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি। **টেন্ডার মূল্য** ঃ ১,৭০,৮৫,১২০/- টাকা; **বায়না মূল্য** ঃ ২,৩৫,৪০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় **১৫:০০** টা এবং **খোলা** হবে **১৮-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১৮-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রথযাত্রার দিনেই লটারি লাগল যাত্রাশিল্পে! আশার আলো শিল্পীদের চোখেমুখে

দুরন্ত বার্তা, নন্দকুমার, ২৮ জুন ঃ হাল ফিরছে যাত্রাশিল্পের! অন্তত এবার রথ থেকে যাত্রা শিল্পে বুকিং সেই কথা বলছে। গ্রামবাংলা তথা বাঙালির প্রাচীন বিনোদনের মাধ্যম যদি কিছু থাকে তা হল যাত্রাশিল্প। এই যাত্রা শিল্পের বিস্তার ও ব্যাপ্তি বাঙালির মননে। একসময় কলকাতার বিখ্যাত যাত্রাপালা পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার যাত্রাপালাগুলি উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামেগঞ্জে রমরমিয়ে অনুষ্ঠিত হত। টিকিট কেটেও মানুষ যাত্রাপালা শোনার হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। কিন্তু একটা সময় পর যাত্রাশিল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সাধারণ মানুষ। কিন্তু আবারও সেই পুরানো উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে যাত্রাশিল্পে। সাধারণত প্রতিবছর রথে বিভিন্ন যাত্রা দল তাদের নতুন বছরের যাত্রাপালার বুকিং শুরু করে। চলতি বছরে কলকাতার পাশাপাশি জেলার প্রতিটি যাত্রাপালার বুকিং অনেকটাই বেড়েছে। আর তাতে খুশি যাত্রা শিল্পের সঙ্গে জড়িতে থাকা মানুষজন। তারা আশাবাদী যাত্রাশিল্প নিয়ে মানুষের পুরানো আবেগ আগের মতই ফিরে আসবে। রথ থেকে উল্টোরথ এই সময় যাত্রাপালা বুকিং করলে বিশেষ ছাড় পাওয়া যায়। তাই বর্তমানে যাত্রা বুকিং অফিসে বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান কমিটির চোখে পড়ার মত। যাত্রাপালা বুকিং এর ভিড় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার শ্রীধরপুরে বিভিন্ন যাত্রা বুকিং অফিসে সকাল থেকে রাত্রি ভিড় যাত্রা বুকিংয়ের। কলকাতার চিৎপুরের পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার যাত্রা বুকিং এর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আসছে বিগত কয়েক বছর ধরে। অন্তত এবার রথ থেকে যাত্রা শিল্পে বুকিং সেই কথা বলছে। গ্রামবাংলা তথা বাঙালির প্রাচীন বিনোদনের মাধ্যম যদি কিছু থাকে তা হল যাত্রাশিল্প। এই যাত্রা শিল্পের বিস্তার ও ব্যাপ্তি বাঙালির মননে। একসময় কলকাতার বিখ্যাত যাত্রাপালা পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার যাত্রাপালাগুলি উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামেগঞ্জে রমরমিয়ে অনুষ্ঠিত হত। টিকিট কেটেও মানুষ যাত্রাপালা শোনার হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। কিন্তু একটা সময় পর যাত্রাশিল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সাধারণ মানুষ। কিন্তু আবারও সেই পুরানো উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে যাত্রাশিল্পে। সাধারণত প্রতিবছর রথে বিভিন্ন যাত্রা দল তাদের নতুন বছরের যাত্রাপালার বুকিং শুরু করে। চলতি বছরে কলকাতার পাশাপাশি জেলার প্রতিটি যাত্রাপালার বুকিং অনেকটাই বেড়েছে। আর তাতে খুশি যাত্রা শিল্পের সঙ্গে জড়িতে থাকা মানুষজন। তারা আশাবাদী যাত্রাশিল্প নিয়ে মানুষের পুরানো আবেগ আগের মতই ফিরে আসবে। রথ থেকে উল্টোরথ এই সময় যাত্রাপালা বুকিং করলে বিশেষ ছাড় পাওয়া যায়। তাই বর্তমানে যাত্রা বুকিং অফিসে বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান কমিটির চোখে পড়ার মত। যাত্রাপালা বুকিং এর ভিড় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার শ্রীধরপুরে বিভিন্ন যাত্রা বুকিং অফিসে সকাল থেকে রাত্রি ভিড় যাত্রা বুকিংয়ে। কলকাতার চিৎপুরের পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার যাত্রা বুকিং এর - দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আসছে বিগত কয়েক বছর ধরে। ২৭ জুন শুক্রবার রথের দিন নন্দকুমার এ যাত্রা বুকিং অফিসগুলিতে চরম ব্যস্ততা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে পুজো কমিটি, বিভিন্ন সংস্থার যাত্রা বুকিং করছে এদিন। কলকাতা সহ জেলার প্রতিটি যাত্রা দলের এবারের যাত্রাপালা বুকিং চলছে ভাল মতই। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী হাওড়া, ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু আয়োজক কমিটি যাত্রাপালা বুকিং এর জন্য এসেছেন। যাত্রাপালা বুকিং অফিসের মালিক অক্ষয় মাইতি জানান, রথের দিন বিভিন্ন যাত্রাদল মিলিয়ে ৫০০০ হাজার পালা বুকিং হল। রথের দিনেই কয়েক কোটি টাকার যাত্রাপালা বুকিং হচ্ছে। যাত্রা বুকিং সেন্টারের মালিক অক্ষয় দুয়ারী জানান, কলকাতা থেকে নন্দকুমারে যাত্রাপালা বুকিং করলে অনেক সুবিধে পাওয়া যায়। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে নন্দকুমারে এই যাত্রা বুকিং অফিস রয়েছে। এবছর খুব ভালই সাড়া পড়েছে। যাত্রা শিল্পীরা মনে করেন পূর্ব মেদিনীপুরের যাত্রা অনুরাগের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই এই রথযাত্রার দিনে বিভিন্ন পুজো কমিটি বা সংস্থা বুকিং করে রাখেন। সব মিলিয়ে যাত্রা দলের বুকিং ভালই পরিমাণ হচ্ছে। আর তাতেই যাত্রা দলের মালিক থেকে দল ম্যানেজার এমনকি বুকিং অফিসের লোকজনেরাও খুশি।

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ

tifr HBCSE

ইন্ডিয়ান অলিম্পিয়াড কোয়ালিফায়ার ইন ম্যাথমেটিক্স (আইওকিউএম) ২০২৫-২৬

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ম্যাথমেটিকাল অলিম্পিয়াড (আইএনএমও) ২০২৬-এ অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষার্থীকে ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে গণিতে ভারতীয় অলিম্পিয়াড কোয়ালিফায়ার পরীক্ষায় (আইওকিউএম) অংশগ্রহণ করতে হবে। আইওকিউএম-এ যোগ্যতা অর্জন হল ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক ম্যাথমেটিকাল অলিম্পিয়াড (আইএমও) এবং ইউরোপীয় গার্লস ম্যাথমেটিকাল অলিম্পিয়াড (ইজিএমও) ২০২৭-এ ভারতীয় দলের একজন অফিসিয়াল সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ।

আরও বিস্তারিত তথ্য এবং তালিকাভুক্তির জন্য লিঙ্কঃ https://olympiads.hbcse.tifr.res.in এবং https://www.mtai.org.in/

নিবন্ধন সরাসরি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে করা যেতে পারে। বিকল্পভাবে, **১ জুলাই ২০২৫** থেকে অনলাইনে নিবন্ধন করা যেতে পারে https://ioqmexam.in/। শেষ তারিখঃ **২৬ জুলাই ২০২৫।**

cbc48143/12/0003/2526

খাওয়া-দাওয়া

একঘেয়ে স্বাদের পরিবর্তন আনতে বাড়িতে বানানো এই মশলাতেই হবে বাজিমাত দেখে নিন টিপস

বাঙালি বা।রি রান্না মানেই তাতে থাকবে নানা স্বাদের বৈচিত্র। তবেব প্রতিদিনের খাবার রান্নায় মাঝেমধ্যেই

একঘেয়ে স্বাদের কারণে তা খেতে ইচ্ছা করে না। স্বাদে পরিবর্তন আনতে পারলেই সেই খাবার হয়ে যায় কয়েক মাত্রায় সুস্বাদু। নিরামিষ হোক বা আমিষ প্রতিদিন একই রকম পদ খেতে একঘেয়ে লাগলে স্বাদের পরিবর্তন আনতে বাড়িতেই বানিয়ে. ফেলুন এই বিশেষ মশলা নিরামিষ পদও করবে সুস্বাদু।

কীভাবে বাড়িতে বানাবেন এই মশলা-

বাড়িতে থাকা বেশ কিছু উপকরণ দিয়েই অনায়াসে চটজলদি বানিয়ে ফেলতে পারবেন বিশেষ এই মশলা। বিভিন্ন বাজার চলতি মশলা হাতের কাছে মিললেও এখনও অনেকেই বাড়িতে বিভিন্ন উপকরণ দিয়েই মশলা বানিয়ে নিতে পছন্দ করেন তাতে অটুট থাকে স্বাদ ও গন্ধ।

উপকরণঃ গোটা গোল মরিচ, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা গোটা ধনে, কালো এলাচ, দারচিনি, কসৌরি মেথি, শুকনো লঙ্কা।

প্রণালীঃ প্রথমে একটি পাত্র গরম করে নিয়ে তাতে তারপর তাতে সবকটি উপকরণ দিয়ে শুকনো খোলায় ভেজে তুলে নিয়ে ঠান্ডা করে নিন। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে একটি ব্লেন্ডারে ঢেলে নিয়ে ব্লেন্ড করে একেবারে মিহি করে নিন। গুঁড়ো হয়ে গেলে একটি এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে রেখে দিন। মাছ, মাংস, বিরিয়ানি ও বিভিন্ন নিরামিষ রান্নায় ব্যবহার করুন বাড়িতে বানানো মশলা।

ঠিক কী কী পদ্ধতিতে বাড়িতে বানানো এই মশলা ব্যবহার করতে পারবেন জেনে নিন। মাংস ম্যারিনেট করার সময় অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে এই মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করলে স্বাদ ও গন্ধ দুইই হবে দারুণ। মাংসের বিভিন্ন পদ যেমন বিরিয়ানি, মুরগি ও পাঁঠার মাংসের বিভিন্ন পদ রান্না করতেও এই মশলা ব্যবহার করতে পারেন। ডাল ও তরকারিতে চিরাচরিত স্বাদের বদলে ভিন্ন স্বাদ আনতেও ব্যবহার করতে পারেন নানা উপকরণ দিয়ে তৈরি এই মশলা।

'কর্মাবাঈয়ের খিচুড়ি', 'কনিকা পোলাও',রইল রথ স্পেশাল রেসিপি

চলছে রথ। বিশেষ এই দিনটিতে জগন্নাথের ভোগে মূলত দুই ধরনের খাবার দেওয়া হয়। একদিকে থাকে ভাত, ডাল, তরিতরকারি, খিচুড়ি জাতীয় রান্না করা খাবার। আর থাকে খাজা, গজা, খই, মুড়কি জাতীয় শুকনো খাবার। আর প্রভুর ৫৬ ভোগ মহাপ্রসাদের অন্যতম কর্মাবাঈয়ের খিচুড়ি এবং কনিকা। রথে জগন্নাথ দেবের প্রিয় ভোগ রাঁধতে চাইলে, ঝটপট জেনে নিন।

কর্মাবাঈয়ের খিচুড়ি

উপকরণ- গোবিন্দভোগ চাল- ১ কাপ, গোটা মুগডাল- ১ কাপ, জল- ৬ কাপ, ঘি- ৩ টেবিল চামচ, কাঁচকলা- ১টি, কুমড়ো- ১ কাপ (ডুমো করে কাটা), বরবটি- ১ কাপ, নারকেল কোরা- ১ কাপ, দারচিনি, লবঙ্গ এবং ছোট এলাচ- ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা- ২টি, শুকনো লঙ্কা- ২টি, গোলমরিচ- ১ টেবিল চামচ, গোটা জিরে- ১ চা চামচ, আদা- ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা- ২-৩টি, সন্ধব লবণ- স্বাদ অনুযায়ী, হলুদ গুঁড়ো- আধ চা চামচ, গুড়- ১ কাপ, কাজুবাদাম- ৩ টেবিল চামচ।

প্রণালী- প্রথমে চাল এবং ডাল ধুয়ে ভিজিয়ে রাখুন। সব সবজি ধুয়ে ডুমো করে কেটে রাখুন। এ বার কড়াইতে ঘি গরম করুন। এর মধ্যে কাজু এবং কিশমিশ ভেজে তুলে রাখুন। ওই ঘিয়ের মধ্যেই ফোড়ন হিসেবে দিয়ে দিন গোলমরিচ, শুকনো লঙ্কা, জিরে গুঁড়ো এবং গোটা গরম মশলা। এর মধ্যে ভিজিয়ে রাখা চাল এবং ডাল দিয়ে দিন। বেশ খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে কেটে রাখা সবজিগুলি দিয়ে দিন। আরও একটু নাড়াচাড়া করে নুন, হলুদ দিয়ে দিন। এবার পরিমাণমতো জল দিয়ে সেদ্ধ করতে দিন। মাঝেমধ্যে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। সব সবজি সেদ্ধ হয়ে এলে নারকেল কোরা দিয়ে নেড়ে নিয়ে উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে নামান। পুরীর জগন্নাথ মঃিদরের নিত্যভোগের অন্যতম সেরা পদ কর্মাবাঈয়ের খিচুড়ি।

কনিকা পোলাও

উপকরণ- ৫০০গ্রাম বাসমতী চাল, ১০ গ্রাম কাজু বাদাম, ১০ গ্রাম কিসমিস, ১০-১২ টি গোটা গরম মশলা - লবঙ্গ-৪ টি, ছোট এলাচ-৪ টি, দারচিনি-৪ টি, ২টি ব। এলাচ, ১ টি ১ ইঞ্চি টুকরো জয়িত্রি, ১২ টুকরো মাঝারি জায়ফল, ২টো তেজপাতা, ১২ চা চামচ কেশর, ১২ চা চামচ হলুদগুঁড়ো, ১ চা চামচ গরম মশলাগুঁড়ো, ৪ টেবিল চামচ দুধ, ১০০ গ্রাম চিনি, ৬ টেবিল চামচ ঘি, স্বাদ অনুযায়ী নুন।

প্রণালী- বাসমতি চাল ধুয়ে ভালো করে জল ঝড়িয়ে তারপর হলুদগুঁড়ো মাখিয়ে রাখতে হবে ১ ঘন্টা। জয়িত্রি ও জায়ফল একসঙ্গে একটু শুকনো খোলায় ভেজে নিয়ে তারপর গুঁড়িয়ে নিতে হবে। কেশর দুধে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এবার ৫ টেবিল চামচ ঘি গরম করে কাজু বাদাম ও কিশমিশ ভেজে তুলে নিয়ে ওই ঘিয়ের মধ্যেই তেজপাতা, গোটা গরম মশলা ও গোটা বড় এলাচ দিয়ে একটু নেড়ে নিয়ে হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখা চালটা দিয়ে মিনিট পাঁচেক ভাজুন। তারপর পরিমানমতো জল, চিনি ও নুন দিয়ে ঢাকা দিয়ে কম-মাঝারি আঁচে রাখতে হবে। স্বাদের জন্য জলের পরিমাণ কমিয়ে দুধও ব্যবহার করতে পারেন। চাল সেদ্ধ হয়ে জল শুকিয়ে গেলে দুধে ভেজানো কেশর, জয়িত্রি জায়ফলগুঁড়ো ও গরম মশলাগুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে ২-৩ মিনিট ঢিমে আঁচে রেখে তারপর বাকি ১ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে হালকা করে মিশিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হলে একবাটি স্যুপেই ফিরবে স্বাদ, রকমারি রেসিপি

ঋতু বদলের সময়ে জ্বর, সর্দি-কাশি লেগেই থাকে। মুখে স্বাদ না থাকায় অনেকেই খেতে চান না। তবে একবাটি স্যুপেই চাঙ্গা থাকার বিষযটা লুকিয়ে রয়েছে। মুখের স্বাদও ফিরবে, আবার শরীরে প্রোটিন, ভিটামিনও বজায় থাকবে। জেনে নিন কি ভাবে।

চিকেন সালসা স্যুপ

উপকরণ- ৪ কাপ জল,পরিমানমতো চিকেন,১ টা বাঁধাকপি,৫টি বড় আলু,১ টা বড় গাজর,১টা বিট,১টা পেঁয়াজ,তেজ পাতা,২ টেবিল চামপ টম্যাটো পেস্ট,১ কোয়া রসুন।

কি বাবে বানাবেন- প্রথমেই পরিমাণমতো চিকেন দিয়ে চিকেন স্টক বানিয়ে ফেলুন। স্টক তৈরি করার সময় অবশ্যই মাংস থেকে হাড় আলাদা করুন। চিকেন স্টককে ফোটানোর সময় ডুমো ডুমো করে কাটা আলুগুলিকে ফুটিয়ে নিন। চিকেন স্টক ফুটে গেলে এর মধ্যে চৌকো চৌকো করে কাটা বিট ঢেলে দিন। এরপর তেজপাতা যুক্ত করুন। ছোট ছোট করে গাজর কেটে নিন, মাখন দিয়ে ভাল ভেজে নিন গাজর। একইভাবে, পেয়াজ কেটে দুই দিকে ভেজে নিন। এর মধ্যে টম্যাটো পেস্ট মিশিয়ে নিন। ভাল করে ভেজে নিন। তারপরে ছোট ছোট করে কাটা বাঁধাকপি ঢেলে দিয়ে ভাল করে নাড়িয়ে নিন। পুরো মিশ্রণটিকে আলু ও চিক স্টকের মধ্যে ঢেলে দিন। পাত্রটিকে ঢেকে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। তৈরি আপনার বিট ও চিকেন স্যুপ।

বাঁধাকপি ও চিকেন স্যুপ-

উপকরণ- মাখন- ৩ টেবিল চামচ

দু কাপ ছোট ছোট করে কাটা বাঁধাকপি

চিকেন স্টক ৬ কাপ

১ টেবিলে চামচ টম্যাটো পেস্ট

১টা গাজর

পিঁয়াজ

১ কোয়া রসুন

কি বাবে বানাবেন-একটি বড় পাত্র মাঝারি আঁচে মাখন দিয়ে গরম

করুন। তারপর মাখনের মধ্যে টুকরো টুকরো করে কাটা বাঁধাকপি ঢেলে দশমিনিট মতো নাড়িয়ে নিন। এরপর টম্যাটো পেস্ট ২ কাপ ঢেলে পাত্রটি ঢেকে দিন। এভাবেই ৩০ মিনিট ধরে রান্না করুন। একটি ছোট ফ্রাইং প্যানে মাঝারি আঁচে আবার কিছু মাখব গলিয়ে নিন। গাজর, পিঁয়াজ ঢেলে ১০ মিনিট ধরে রান্না করুন। এবার বাঁধাকপির মধ্যে মাখনে ভাজা গাজর ও পিঁয়াজ মিশিয়ে আঁচ কমিয়ে.১০ মিনিট মতো রান্না করুন। এরপর এর মধ্যে চিকেনের স্টক ও কয়েক টুকরো চিকেন ঢেলে দিন। ১০ মিনিট মতো রেখে, ওভেন থেকে নামিয়ে নিন। পরিবেশন করুন গরম গরম বাঁধাকপি ও চিকেন স্যুপ।

চিকেন নুডলস স্যুপ-

উপকরণ- সেদ্ধ মুরগির মাংস- ১ কাপ, সয়া অয়েল- ২ চা চামচ, সেদ্ধ নুডলস- আধ কাপ, নারকেলের দুধ- ৪ কাপ, কাজুবাদাম কুচি- ৩ টেবিল চামচ, অঙ্কুরিত ডাল- সিকি কাপ, কচি পিঁয়াজ- ৪টি, কাঁচালঙ্কা- ১টি, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো- সিকি চা চামচ, চিনি- আধ চা চামচ, বড় টমেটো- ১টি, পিঁয়াজকুচি- ২টি, রসুনকুচি- আধ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো- আধ চা-চামচ, ধনেপাতা সামান্য ও শুকনো মরিচের গুঁড়ো- সিকি চা চামচ।

কি ভাবে বানাবেন- ফ্রায়িং প্যানে তেল দিয়ে কাজুবাদাম, কাঁচালঙ্কা, জিরে, রসুন ও পিঁয়াজ দিয়ে ৪ মিনিট ভেজে এতে টমেটো টুকরো করে দিন। নেড়ে ১ চা-চামচ চিনি, নুন, গোলমরিচ ও নারকেলের পাতলা দুধ দিন। একবার ফুটে উঠলেই আঁচ কমিয়ে মৃদু আঁচে ৬-৮ মিনিট রেখে ওভেন থেকে নামিয়ে রাখুন, যেন গরম থাকে। অঙ্কুরিত ডাল ঝাঁজরিতে নিয়ে ফুটিয়ে রাখা জলে ১ মিনিট রেখে, তুলে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। মাংস ছোট টুকরো করে কেটে নিন। চারটি স্যুপের বাটিতে সেদ্ধ নুডলস সমান ভাগ করে নিয়ে নুডলসের উপরে অঙ্কুরিত ডাল, মাংস, কচি পিঁয়াজ দিয়ে ২ টেবিল চামচ ঘন নারকেলের দুধ দিন। গরম নারকেলের স্যুপের মধ্যে কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতা ছড়িয়ে দিলেই তৈরি চিকেন নুডলস স্যুপ।

বাঙালির এই রেসিপিরই বিশ্বজুড়ে জয়জয়কার

যে মাছগুলো নিয়ে বাঙালির সবচেয়ে বেশি আগ্রহ তার মধ্যে অন্যতম চিংড়ি। ধোঁয়া ওঠা ভাতে কাঁচা সর্ষের তেল ছড়ানো চিংড়ি মালাইকারির স্বাদ অতুলনীয়। এবার বাঙালির এই রেসিপিরই বিশ্বজুড়ে জয়জয়কার। বিশ্বের সেরা দশ চিংড়ির পদের তালিকায় জায়গা দখল করে নিয়েছে এই মালাইকারি। বিশ্বের নানা প্রান্তেই সামুদ্রিক খাবার বেশ জনপ্রিয়। যার মধ্যে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে চিংড়ির নানা পদ। যেমন- গ্রীসের সিমিযাকো গারিদাকি, স্পেনের গাম্বাস আল আজিলো। সম্প্রতি নানা প্রজাতির চিংড়ি দিয়ে তৈরি বিভিন্ন খাবার নিয়ে সমীক্ষা করে জনপ্রিয় খাদ্য ও পর্যটন গাইড ' সেখানেই জয়জয়কার চিংড়ি মালাইকারির। তালিকায় ৬ নম্বর স্থান দখল করেছে বাঙালির প্রিয় এই পদ।এই খাবারটিতে তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথমে চিংড়ি মাছ ভালো করে ধুয়ে হলুদ মাখিয়ে ভাজা হয়। তারপর তেলে গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ, লঙ্কা, রসুন-আদা বাটা দিয়ে কষানো হয়। তারপর ভাজা মাছগুলো দিয়ে নারকেলের দুধ দিয়ে রান্না করা হয়। পরিবেশন করা হয় গরম ভাতের সঙ্গে। থকথকে ঝোল আর বিভিন্ন মশলার মিশেলে এর স্বাদ হয় অতুলনীয়। এই রেসিপিরই এখন বিশ্বজুড়ে জয়জয়কার।

রক্তে ট্রাম্প বিরোধিতা', ইরান হামলার পর প্রেসিডেন্টের সমালোচকদের বিঁধলেন পেন্টাগন কর্তা

'মার্কিন হামলায় ইরানের বিশেষ কোনও ক্ষতিই হয়নি'

২৮ জুন ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাফল্যের বুক বাজালেও বাস্তবে মার্কিন হামলায় ইরানের বিশেষ কোনও ক্ষতিই হয়নি। সম্প্রতি পেন্টাগনের এমনই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম। আর এবার সেই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের পরই মেজাজ হারালেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ। সরাসরি সাংবাদিকদের ভর্ৎসনা করে দাবি করলেন, ইচ্ছাকৃত ভাবে ইরানের পারমাণবিক ঘাঁটিতে মার্কিন হামলাকে ছোট করে দেখাতে চাইছে আমেরিকার সংবাদমাধ্যম। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, এটা আপনাদের ডিএনএ, আপনাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চিৎকার করা। কেননা আপনারা চান না উনি এমন ভয়ানক সাফল্য পান। আপনাদের ওই হামলা নিয়ে উল্লাস করতেই হবে! আপনাকে আশা করতে হবেই যে হয়তো এগুলি কার্যকর হয়নি? এদিন হেগসেথকে স্পষ্টতই হতাশ দেখাচ্ছিল।

পেন্টাগনের আধিকারিকদের গোপন সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সম্প্রতি ইরানে মার্কিন হামলার এক রিপোর্ট তুলে ধরে সংবাদমাধ্যম সিএনএন। যেখানে দাবি করা হয়, মার্কিন বাঙ্কার ব্লাস্টার বোমায় ইরানের পরমাণু ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে ঠিকই, তবে তাতে ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প কয়েক মাস পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া খুব বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এদিকে এই হামলার পর মার্কিন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, হামলার পেন্টাগনের তরফে একাধিক ছবি প্রকাশ করা হয়। সেখানেই স্পষ্ট যে ফরদোতে হামলা চালানো হলেও তাতে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এই কেন্দ্র জাগ্রোস পর্বতমালার ৪৫ থেকে ৯০ মিটার অর্থা ১৫০ থেকে ৩০০ ফুট নিচে অবস্থিত। চলতি বছরের শুরুতেই ফরদোর ভৌগলিক অবস্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল পেন্টাগন। যেখানে দাবি করা হয়, ৩০ হাজার পাউন্ডের GBU-৫৭ বাঙ্কার ব্লাস্টার দিয়েও এই ঘাঁটি ধ্বংস করা যাবে না। পাশাপাশি রিপোর্টের দাবি, মার্কিন হামলার আগেই অন্তত ৪০০ কেজি ইউরেনিয়াম নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলে ইরান। যা দিয়ে তৈরি হতে পারে ১০টি পরমাণু বোমা। এই দাবি প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন পেন্টাগন কর্তা। তাঁকে বলতে শোনা যায়, আমার জানা নেই, গোয়েন্দাদের তরফে এমন কোনও দাবি করা হয়েছিল বলে যে, সেগুলি জায়গামতো ছিল না।

শুভ রথযাত্রা ও ভাবের বিনিময়

বিনয় সিংহ রায়, ২৮ জুন ঃ শুভ রথযাত্রা উৎসব ভাবের একটা বিনিময় ঘটায়। সংহতি সংগতির রূপরেখা পরিলক্ষিত হয় ভাবের আদান প্রদান ও মানুষ মানুষের মিলনের সুর বেজে উঠে । এটা একটা এটা বিরাট বৈশিষ্ট্য। রথযাত্রা উপলক্ষে বহরা পসরা বেড়েছে অনেক কিন্তু এক পয়সার তালপাতার বাঁশি, নাগরদোলা , ভেঁপু ও রথের জগন্নাথ -রাধারানী আকর্ষন কমেছে ।তবু আপন গতিতে বহু বছর ধরেই রথের চাকা গতি এবং আকর্ষণ বাড়ছে ।একথা বলতে দ্বিধা নেই হুগলি জেলার রথের গুরুত্ব অপরিসীম। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছরিয়ে ছিটিয়ে অগনিত রথযাত্রা উৎসব রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের এই জেলায়। রথের মেলা প্রাঙ্গণে ক্রেতা বিক্রেতাদের আগমন ,কেনাকাটা , হুল্লোড়, সেলফি অপরিচীত কিশোর কিশোরী থেকে বৃদ্ধ অসংখ্য মানুষেরা সারা প্রাঙ্গনে ভরাট করে ভরপুর আনন্দ করে। হুগলি জেলা মাহেশের রথ, গুপ্তিপাড়া রথ,দশঘড়া ধনেখালি মদন তলা রথ, ভান্ডারহাটি আর্যদের রথ, হরিপাল বড়বাজার , বাসুদেবপুর ,জামাই বাটি রথ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ।হরিপালের বৈশিষ্ট্য এই রথের মেলার ভীড় সামলাতে পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকের হিমশিম খেতে হয় ।

হরিপাল থানার উদ্যোগে একটি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন। হরিপাল থানার এই উদ্যোগকে বহু মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষের বক্তব্য এরকম ক্যাম্প মাঝেমধ্যে হলে,জনসাধারণের ভালো হয়।

সোশাল মিডিয়ায় ফাঁদ পেতে ৯টি খুন! 'টুইটার কিলার'কে মৃত্যুদণ্ড দিল জাপান

২৮ জুন ঃ সে 'টুইটার কিলার'। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তাঁরা হয়ে উঠতেন তার 'লক্ষ্য। জাপানের মানসিক বিকারগ্রস্ত সেই খুনিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল শুক্রবার। ২০১৭ সালেই তাকাহিরো শিরাইশিকে সাজা শুনিয়েছিল আদালত।

ঠিক কী করত এই কুখ্যাত খুনি? অবসাদে ভোগা আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগের পর 'টুইটার কিলার' তাদের জানাত, সে তাঁদের সাহায্য করতে পারে নিজের জীবন শেষ করার ব্যাপারে। কিংবা কখনও এমনও বলত, সেও আত্মহত্যা করবে তাঁদেরই সঙ্গে। তার সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেই হত সর্বনাশ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাঁদের খুন করত তাকাহিরো। জানা গিয়েছে, এ পর্যন্ত মোট ন'জনকে খুন করেছে এই যুবক। একজন বাদে সকলেই কিশোরী অথবা তরুণী। বয়স ১৫ থেকে ২৬-এর মধ্যে। আদালতে তাকাহিরোকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে কারাবাসের সাজা শোনানোর আরজি জানাতে থাকেন তাঁর আইনজীবীরা। তাঁদের যুক্তি ছিল, নিহতরা সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবন শেষ করে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। নিজেদের মৃত্যুতে তাঁদের সায় ছিল। কিন্তু বিচারপতি জানিয়ে দেন, আক্রান্তদের কেউই তাকাহিরোকে খুন করার অনুমতি দেননি। এবং নীরব সম্মতিও নয়। এরপরই আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায়। অবশেষে কার্যকর হল সেই ফাঁসি।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের জুলাই মাসে শেষবার ফাঁসি হয়েছিল জাপানে। ন্যায়মন্ত্রী কেইসুকে সুজুকি জানিয়েছেন, এই ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। তবে অপরাধীর অত্যন্ত স্বার্থপর উদ্দেশ্যে সমাজে বিরাট ধাক্কা ও অস্থিরতা সৃষ্টির দিকটি মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিল নিয়ে বড় জয় ট্রাম্পের

২৮ জুন ঃ আমেরিকার মাটিতে জন্ম নিলেই মার্কিন নাগরিক হতে পারবে, আইনের এই অধিকারের বিরোধিতায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড় জয়। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়ে দিল, জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব খারিজ সংক্রান্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এনিয়ে বিচারবিভাগ সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব নিতে পারে না। চাইলে প্রেসিডেন্ট নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করতে পারেন এবং তাতে জন্মসূত্রে আমেরিকান হওয়ার বিষয়টি বাতিল হতেও পারে। এর আগে আমেরিকার তিনটি আদালত ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে খারিজ করে দিয়েছিল। কিন্তু সে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বড়সড় জয় হল মার্কিন প্রেসিডেন্টের। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সংবাদমাধ্যমের বলেন, আমার দারুণ জয়! সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের জন্য আমি বিচারপতিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এও জানান, এবার তিনি নয়া নীতি প্রণয়নের পথে এগোবেন। এতদিন যেভাবে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্বের অধিকার ছিল, তা রদ করা হবে। পাশাপাশি রূপান্তরিত নাগরিক এবং পরিযায়ীদেরও প্রবেশও কড়াকড়ি হবে। তাঁদের জন্য যাঁরা অর্থসাহায্য করে, নজরদারি চলবে তাঁদের উপরও। উল্লেখ্য, দ্বিতীয়বার আমেরিকার মসনদে বসার পরই নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো আইন সংস্কারের ঘোষণা করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেশের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার যুক্তি দিয়ে নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে কাটছাঁটের কথা বলেন তিনি। তার মধ্যে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিলের ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর মতে, অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে এই বিষয়টি অন্যতম।

অবৈধ অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে রোয়ান্ডাতে জায়গা দিতে আগ্রহী ট্রাম্প

২৮ জুন ঃ মধ্যপ্রাচ্যের আগুনে জল ঢেলে এবার আফিকায় বড় পদক্ষেপ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। আফ্রিকায় দীর্ঘ বছর ধরে যুযুধান দুই দেশ রোয়ান্ডা ও ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোর মধ্যে হতে চলেছে শান্তিচুক্তি। শুক্রবারই ওয়াশিংটনে এই শান্তিচুক্তিতে সাক্ষর করতে করতে চলেছেন এই দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। আফ্রিকা মহাদেশে অশান্তি মেটাতে এই শান্তিযুক্তি যে বিরাট পদক্ষেপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও অভিযোগ উঠছে, কঙ্গোর খনিজ সম্পদের দিকে নজর আমেরিকার। নব্বইয়ের দশক থেকে যুদ্ধে লিপ্ত আফ্রিকার দুই দেশ ডি আর কঙ্গো ও রোয়ান্ডা। ২০২১ সাল থেকে তা ভয়াবহ আকার নেয় দুই দেশের সংঘাতের জেরে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এখানে। অভিযোগ, এম-২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে কঙ্গোকে রক্তাক্ত করে তুলেছে রোয়ান্ডা। চলতি বছরের শুরুর দিকে এম-২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠী ডি আর কঙ্গোর গোমা-সহ বড় অঞ্চলের দখল নেয়। ডি আর কঙ্গো সরকারের অভিযোগ এম-২৩ গোষ্ঠীর বেশিরভাগ সদস্য তুতসি সম্প্রদায়ের। যারা রোয়ান্ডা থেকে সরাসরি সামরিক সাহায্য পায়। অন্যদিকে, হুটু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক ও আর্থিক মদতের অভিযোগ ডি আর কঙ্গোর বিরুদ্ধে।

Neet UG ২০২৫ এবং JEE সর্ব ভারতীয় শিখরে আকাশ ইনস্টিটিউটের সফল ছাত্র ছাত্রীরা

পণ্য গুদামের উন্নতি ও উন্নীতকরণ, রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য পর্যালোচনা সভা

গোরখপুর, ২৮ জুন ঃ ২৭ জুন, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের বাণিজ্যিক বিভাগে প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার শ্রী প্রকাশ চন্দ্র জয়সওয়ালের সভাপতিত্বে লখনউ, ইজ্জতনগর এবং বারাণসী ডিভিশনের সিনিয়র কমার্শিয়াল ম্যানেজার এবং সদর দপ্তরের বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মালবাহী যানবাহন বৃদ্ধি, পণ্য গুদামের উন্নতি ও উন্নীতকরণ এবং রেলওয়ের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভায় বক্তব্য রাখেন, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার শ্রী প্রকাশ চন্দ্র জয়সওয়াল বলেন যে মালবাহী যানবাহন বৃদ্ধি, পণ্য গুদাম এবং এনএফআরের উন্নতি ও উন্নীতকরণ। নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে সমন্বয় স্থাপন করে রেলওয়ের রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করুন। শ্রী জয়সওয়াল রেল যাত্রীদের অসংরক্ষিত টিকিট সহজে প্রাপ্তির জন্য মোবাইল ইউটিএস ব্যবহার করার আহ্বান জানান। তিনি অ্যাপ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার এবং এটিএম (স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন) সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মোবাইল টিকিটিং মেশিনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, টিকিটবিহীন ভ্রমণ রোধ করার জন্য বাস রেইড, স্টেশন, ট্রেন এবং রেলওয়ে সেকশনে নিয়মিত নিবিড় টিকিট চেকিং করা উচিত।

দুর্ঘটনায় মৃত মা-ছেলে

রায়পুর, ২৮ জুন ঃ ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘনায় প্রাণ হারায় মা-ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে ,শুক্রবার রাতে সিপত থানার অন্তর্গত এলাকার পন্ধি চারপাড়া মোড়ের কাছে।

Name Change

I , Hasan Ali Khan S/O- Kalam Khan resident of Vill-Dhajnarayanpur,P.O.-Balitha, P.S.- Kotulpur, Dist- Bankura, West Bengal, PIN-722141, have changed my name and shall henceforth be known as 'HASEN ALI KHAN' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 27/06/2025. That Hasan Ali Khan and Hasen Ali Khan both are same and one identical person.

Name Change

I, Amir Sk (Old name) S/o- Fartulla Shaikh, Resident at, Vill-Fataipur Purbapara, Po-Fataipur, Ps-Tehatta, Dist-Nadia,741155, I have changed my name to Amir Shaikh (New name) I shall be known as Amir Shaikh vide affidavit No. 01AC364381 before the Notry at Domkol on 26/06/2025 Amir Sk and Amir Shaikh same and one identical person.

Name Change

I, Wahida Khatoon alias Wahida Alam W/O- Sahidul Alam, residing at 498, Shamsul Huda Road, PS. Karaya, Kolkata-700017 do hereby declare that Wahida Khatoon and Wahida Alam is the same and one identical person vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/06/2025.

Name Change

I, Sk. Jahangir Ali, S/O Sheikh asgar Ali Residing at 43A, Gardner Lane, Entally, Kolkata-700014.have changed my my name and shall henceforth be known as Sheikh Jahangir Ali vide affidavit before the Court of LD 1st Class Judicial Magistrate, Calcutta date 26.06.2025.That Sk. Jahangir Ali and Sheikh Jahangir Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Sheikh Jahangir Ali, S/O Sheikh asgar Ali Residing at 43A, Gardner Lane, Entally, Kolkata-700014 do hereby solemnly affirm and declare that My daughter Tahani Perveen in her birth certificate From Kolkata municipal corporation (Reg no. I/07/2011/05649) date of registration 20.10.2011 my name has been wrongly recorded as Sk Jahangir ali instead of Sheikh Jahangir Ali vide affidavit before the Court of LD 1st Class Judicial Magistrate, Calcutta date 26.06.2025.That Sheikh Jahangir Ali and Sk. Jahangir Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Sheikh Jahangir Ali, S/O Sheikh asgar Ali Residing at 43A, Gardner Lane, Entally, Kolkata-700014 do hereby solemnly affirm and declare that My daughter Juhifa Perveen in her birth certificate From Kolkata Municipal Corporation (Reg no.I/06/2010/00496) date of registration 12.03.2010 my name has been wrongly recorded as Sk Jahangir ali instead of Sheikh Jahangir Ali vide affidavit before the Court of LD 1st Class Judicial Magistrate, Calcutta date 26.06.2025.That Sheikh Jahangir Ali and Sk. Jahangir Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Sheikh Jahangir Ali, S/O Sheikh asgar Ali Residing at 43A, Gardner Lane, Entally, Kolkata-700014 do hereby solemnly affirm and declare that My daughter Jemima Parvin in her birth certificate From Udang-II gram panchayat, Amta, Howrah Reg no.33/2004 date of registration 03.03.2004 my name has been wrongly recorded as Sk Jahangir instead of Sheikh Jahangir Ali vide affidavit before the Court of LD 1st Class Judicial Magistrate, Calcutta date 26.06.2025.That Sheikh Jahangir Ali and Sk. Jahangir both are same and one identical person.

Name Change

I, Hafiz Khan, S/o, Nasher Khan, residing at B.B. Bys Lane, P.O.-Telinipara, P.S.- Bhadraswar, Dist.-Hooghly, Pin-712125, W.B. do hereby solemnly affirm that My father's actual name Nasher khan instead of Nesar khan and Nisar Khan before the Court of Judicial Magistrate,1st Class at Chandannagar date 23.05.2025.That Nasher Khan, Nesar Khan & Nisar Khan all are same and one identical person.

শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল একাধিক লোকাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ শিয়ালদহ ও দমদম জংশনের মাঝে ব্রিজ মেরামতির কাজের জেরে, বাতিল থাকবে একাধিক লোকাল

ট্রেন। শনি ও রবিবার শিয়ালদহ মেইন লাইনে বাতিল থাকবে একাধিক লোকাল। রেল সূত্রে খবর, ব্রিজের মেরামতির জন্য শনিবার রাত ১০টা ১৫ মিনিট থেকে রবিবার সকাল ৮ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ওই লাইনে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকবে। সেই কারণেই টানা ১০ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে শিয়ালদহ মেইন লাইনে। জানা গেছে, শিয়ালদহ থেকে দমদম জংশন পর্যন্ত অংশে ৩ ও ২৭ নম্বর ব্রিজে গার্ডার বদলের কাজের জন্যে শনিবার রাত ১০ টা ১৫ থেকে শুরু করে রবিবার সকাল ৮ টা ১৫ পর্যন্ত দশ ঘণ্টা পাওয়ার ব্লকের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন। এই কারণে শনিবার রাতে শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন শাখায় আপ ও ডাউন মিলিয়ে ৩৬ টি এবং রবিবার সকালে আপ ও ডাউন মিলিয়ে ৩৮ টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। এ ছাড়াও এই দশ ঘণ্টায় আপ ও ডাউন মিলিয়ে ডিভিশনের মোট ন'টি লোকাল গন্তব্যের আগেই যাত্রা শেষ করবে (শর্ট টার্মিনেশন) বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। এর জেরে প্রবল ভোগান্তির আশঙ্কায় নিত্যযাত্রীরা। দেখে নিন বাতিল ট্রেনের তালিকা- **শনিবার** ঃ আপ শিয়ালদহ - গোবরডাঙ্গা ৩৩৮৬৫ ও ডাউন ৩৩৮৬৮, ডাউন শিয়ালদহ - কৃষ্ণনগর সিটি ৩১৮৩৮, আপ শিয়ালদহ - বারাসাত ৩৩৪০১, ৩৩৪৪৭ ও ডাউন ৩৩৪০২, ৩৩৪৩৬, আপ শিয়ালদহ - দত্তপুকুর ৩৩৬২১ ও ডাউন ৩৩৬২৮, ডাউন বারাকপুর - শিয়ালদহ ৩১২৩৬, আপ দমদম - বারাকপুর ৩৩২৩১ ও ডাউন ৩৩২৬২, আপ দমদম - গোবরডাঙ্গা ৩৩২৭১, আপ শিয়ালদহ - বনগাঁ ৩৩৮৫৯ ও ডাউন ৩৩৮৫৮, আপ শিয়ালদহ - নৈহাটি ৩১৪২৯, ৩১৪৩৫, ৩১৪৪৫, ৩১৪৪৭ ও ডাউন ৩১৪৩৬, ৩১৪৩৮, ৩১৪৪৪, ৩১৪৪৬, আপ শিয়ালদহ - রানাঘাট ৩১৬০১, ৩১৬২৩, ৩১৬২৯, ৩১৬৩১ ও ডাউন ৩১৬০২, ৩১৬৩৬, আপ বিধাননগর - ব্যারাকপুর ৩১২৬১, আপ শিয়ালদহ - ব্যারাকপুর ৩১২৯৩ ও ডাউন ৩১২৩৮, আপ শিয়ালদহ - হাসনাবাদ ৩৩৫৩৩ ও ডাউন ৩৩৫৩৮, আপ শিয়ালদহ - শান্তিপুর ৩১৫৪১ ও ডাউন ৩১৫৩৮। **রবিবারঃ** আপ শিয়ালদহ - দত্তপুকুর ৩৩৬১৩ ও ডাউন ৩৩৬১২, ৩৩৬১৬, আপ শিয়ালদহ - হাসনাবাদ ৩৩৫১৩ ও ডাউন ৩৩৫১৪, ডাউন বারাসাত - শিয়ালদহ ৩৩৪৩২, আপ বারাসাত - দত্তপুকুর ৩৩৩৫৭, আপ শিয়ালদহ - ব্যারাকপুর ৩১২১৩, ৩১২২১ ও ডাউন ৩১২১৪, আপ শিয়ালদহ - শান্তিপুর ৩১৫১৩ ও ডাউন ৩১৫১২, ৩১৫১৪, আপ শিয়ালদহ - গেদে ৩১৯১৩ ও ডাউন ৩১৯১২, আপ শিয়ালদহ - নৈহাটি ৩১৪৭১, ৩১৪১৫ ও ডাউন ৩১৪১২, আপ শিয়ালদহ - কৃষ্ণনগর সিটি ৩১৮১৫, ৩১৮১৭ ও ডাউন ৩১৮১২, ৩১৮১৮, আপ শিয়ালদহ - কল্যাণী সীমান্ত ৩১৩১১, ৩১৩১৩, ৩১৩১৫ ও ডাউন ৩১৩১২, ৩১৩১৪, ৩১৩১৬, আপ শিয়ালদহ - রানাঘাট ৩১৬১৫, ৩১৬১৭ ও ডাউন ৩১৬১২, ৩১৬১৪, আপ শিয়ালদহ - বনগাঁ ৩৩৮১৩, ৩৩৮২১ ও ডাউন ৩৩৮১৮, ৩৩৮২২, আপ শিয়ালদহ - হাবরা ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩ ও ডাউন ৩৩৬৫২।

কাপড় ব্যবসায়ী প্রশাসন এবং পুলিশের কাছে স্বেচ্ছা মৃত্যুর আবেদন জানালো

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ জুন ঃ ১৪ দিন ধরে ঘরছাড়া। বন্ধ ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা ও স্কুল। প্রাণনাশের ভয়ে পরিবার নিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এবারে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায় স্ব-পরিবারে মৃত্যু বরণের অনুমতি চাইল মালদার কালিয়াচকের কাপড় ব্যবসায়ী। মালদার কালিয়াচকের জালালপুরের বাসিন্দা ওই কাপড় ব্যবসায়ী প্রশাসন এবং পুলিশের কাছে প্রার্থনা করে জানিয়েছে, বারবার হুমকি ও নির্যাতনের ফলে আমি এবং আমার পরিবার গভীর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি আমরা। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করছে না। তাই আমরা বাধ্য হয়ে স্বেচ্ছায় স্বপরিবারে মৃত্যুবরণের অনুমতি প্রার্থনা করছি। মালদার কালিয়াচকের জালালপুর এলাকার বাসিন্দা ওই কাপড় ব্যবসায়ীর নাম রহিম বিশ্বাস। তার অভিযোগ গত ১৪ দিন আগে তাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কাঁঠাল গাছে বেঁধে মারধর করা হয়। কারণ দুষ্কৃতীদের তোলা দেওয়া হয়নি বলে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জহুরুল খান সহ বেশ কয়েকজনের নামে লিখিত অভিযোগ কালিয়াচক থানায় করা হলেও পুলিশ মাত্র দুজনকে গ্রেফতার করেছে বাকিরা এখনো পলাতক। এই সমস্ত দুষ্কৃতীরা তাকে এবং তার পরিবারকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ১৪ দিন ধরে এক ছেলে এবং দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে ঘরছাড়া এই ব্যবসায়ী। তাই প্রশাসন এবং পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের অনুমতি চেয়ে প্রার্থনা করেছেন তিনি। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতি। বিজেপির দক্ষিণ মালদার বিজেপির সভাপতি অজয় গাঙ্গুলী অভিযোগ করে বলেন, অবশেষে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর আবেদন জানালো ওই কাপড় ব্যবসায়ী। একজন সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না পুলিশ। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর আমার মনে হয় আর এক সেকেন্ডও থাকার দরকার নেই অবিলম্বে এই ঘটনাকে দেখে পদত্যাগ করা উচিত। অন্যদিকে এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সহ- সভাপতি শুভময় বসু জানান, পুলিশ তো ব্যবস্থা নিয়েছে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বিষয়টি কেউ রাজনৈতিকভাবে খেলার চেষ্টা করছে। আমরা মনে করি রাজনৈতিক এই খেলা বন্ধ হোক। আরো কোন দুষ্কৃতি অভিযুক্ত থাকলে পুলিশ গ্রেপ্তার করুক তাদের।

পাশের ট্রেন থেকে ময়লা অপসারণ এবং কাদা উত্তোলন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসজিএল-ইএনজিজি-১২-২০২৫ তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রমিক সংখ্যা. ১২. আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/বদরপুর অধীন বদরপুর জংশন- শিলচর, অরুণাচল-জিরিবাম-যোগোরাম এবং কাটাখাল-ভৈরবী খণ্ডের পাশের ট্রেন থেকে ময়লা অপসারণ ও কাদা উত্তোলন। **টেন্ডার রাশিঃ** ৩,৯৬,৯৩,৪৮০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৪৮,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২২.০৭.২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারে টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), লামডিং, শিলচর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুশান্ত দাস, পিতা- তুলসী চরণ দাস সাং ও পোঃ- ডাক্তার খানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, প্রতীমা দাস, সোমনাথ দাস, অভয় দাস ও আরো অন্যান্য নিযুক্ত আমমোক্তার মৌসম কর্মকার মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০১/২০২৪, ৩০৫/২০২৫ ও এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিঃ আমের (জয়পুর) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩১৫৪/২০২৪ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল.আর. খতিয়ান ২১,৫৭৮,১৯২১ নম্বর হাল দাগ ২০৩৩৫ নং দাগে ০৪.৯৫ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব- রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৪১৩/ ২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & .L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

কালীগঞ্জে নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় কাটোয়া থেকে গ্রেপ্তার অন্যতম ২ অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ জুন ঃ কালীগঞ্জে বোমাবাজিতে নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের জালে আরও ২ জন। শুক্রবার রাতে বর্ধমানের কাটোয়া থেকে বিমল শেখ ও জামির শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এফআইআরে নাম ছিল ধৃতদের। গত ২৩ জুন, সোমবার কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশ হয়। তার পরপরই দুপুর নাগাদ মোলান্দি গ্রামে বোমা ফেটে বছর তেরোর নাবালিকার মৃত্যুর খবর মেলে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুখ্যমন্ত্রী নিজে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে দু ঃখপ্রকাশের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত দোষীদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশের ২৪ ঘণ্টা আগেই বোমাবাজির ঘটনা জড়িত সন্দেহে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। একে একে আরও বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। শুক্রবার রাতে বর্ধমানের কাটোয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হল আরও ২ জনকে। প্রসঙ্গত, কালীগঞ্জের ঘটনার পরই তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর পৌঁছে যান মোলান্দি গ্রামে নিহত নাবালিকার বাড়িতে। নিহতের মা মেয়ের সুবিচারের দাবি জানিয়েছেন বিধায়কের কাছে। বিধায়ক একটি খাম দিতে চান তাঁকে। তা প্রত্যাখ্যান করে মহিলা জানান, অর্থের প্রয়োজন নেই, তাঁরা চান মেয়ের মৃত্যুর সুবিচার। এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়তে হয় হুমায়ুন কবীরকে। এই খবর দলের কাছে পৌঁছতেই রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি শোকজের চিঠি পাঠান তাঁকে।

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন রেলকর্মী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুন ঃ পরকীয়ায় জড়ায়নি তো স্ত্রী? দিনভর এই প্রশ্নই ঘুরপাক করত যুবকের মাথায়। যার পরিণতি হল ভয়ংকর। স্রেফ সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন রেলকর্মী! ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল জলপাইগুড়ির ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে। ইতিমধ্যেই দেহদুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। জানা গেছে, মৃত রেলকর্মীর নাম সানি রাউত। তাঁর স্ত্রী নন্দিনী। জলপাইগুড়ির ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ৭ নম্বর গলির বাসিন্দা ওই দম্পতি। সূত্রের খবর, স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন তিনি। তা নিয়ে দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকত। শুক্রবার রাতে অশান্তি চরমে ওঠে। সানি ও নন্দিনীর চিৎকার শুনতে পান অনেকেই। এক পর্যায়ে সবটা শান্ত হয়ে যায়। শনিবার সকালে বেলা গড়িয়ে গেলেও দম্পতির দেখা পাননি প্রতিবেশীরা। তাতে সন্দেহ হয়। এরপর এক আত্মীয় ঘর খুলতে দেখতে পান, মেঝেয় পড়ে নন্দিনীর দেহ। সিলিংয়ে ঝুলছেন সানি। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। সানির শ্বশুর সুনীল রাউতের দাবি, জামাই প্রবলভাবে সন্দেহপ্রবণ ছিলেন। তাঁর মেয়েকে সন্দেহ করত। তা নিয়ে অশান্তি লেগেই থাকত। তবে এর পরিণতি যে এতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা ভাবতে পারেননি কেউই।

৬ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার তেহট্টে, গ্রেপ্তার ২ যুবক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ জুন ঃ আবার বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক হেরোইন উদ্ধার হল। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের বাজারমূল্য আনুমানিক ছয় কোটি টাকা। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ২ যুবক। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে, নদীয়ার তেহট্টের পলাশিপাড়া থানা এলাকায়। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগেই এই এলাকাতেই তিন কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছিল। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এক ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে তদন্তকারীদের কাছে মাদক পাচারের বিষয়ে গোপন সূত্রে খবর আসে। তারপরই পলাশিপাড়ার পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে নামে। গতকাল, শুক্রবার গভীর রাতে পোতারপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুই যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তদন্তকারীরা সেখানে গিয়ে দুই যুবককে জিজ্ঞাসবাস শুরু করেন। অত রাতে সেখানে কেন দাঁড়িয়ে তারা? সেই প্রশ্ন করা হয়। ওই দুই যুবকের কথায় একাধিক অসঙ্গতি দেখা যায়। তাদের সঙ্গে দুটি প্লাস্টিকের ব্যাগ ছিল। সেগুলিতে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে পড়ে ওই হেরোইন। কালবিলম্ব না করে গ্রেপ্তার করা হয় ওই দু'জনকে। ধৃতদের নাম সিরাজুল শেখ ও আব্দুল্লাহ শেখ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া ওই হেরোইনের পরিমাণ ৭ কেজি ৫০৯ গ্রাম। হেরোইনের বাজারদর আনুমানিক ৬ কোটি টাকা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই মাদক কারও কাছে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। সেজন্যই তারা বাসস্ট্যান্ডে গভীর রাতে দাঁড়িয়েছিল। সম্প্রতি ওই থানা এলাকাতেই ৩ কোটি টাকার হেরোইন-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে জেরা করে সিরাজুল শেখের নাম উঠে এসেছিল। সেই পাচারের সঙ্গেও সিরাজুল জড়িয়ে বলে পুলিশের অনুমান। ধৃতদের এদিন শনিবার আদালতে তোলা হবে বলে জানা গেছে। পাচারচক্রের সঙ্গে কারা জড়িত, সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ডেঙুয়াঝাড় পোস্ট অফিসে আবার চালু লেনদেন, অবশেষে স্বস্তিতে গ্রাহকেরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুন ঃ চা-বাগান অধ্যুষিত ডেঙুয়াঝাড় এলাকার মানুষের কাছে বড় ভরসার নাম-ডেঙ্গুয়াঝাড় পোস্ট অফিস। কিন্তু সম্প্রতি বাজ পড়াতেই বাঁধে বিপত্তি! প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবেই বা সামাল দেওয়া সম্ভব! ইলেকট্রনিক্স ত্রুটি দেখা যায় বাজ পড়ার কারণে। দীর্ঘ দু' মাস যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই পোস্ট অফিসের যাবতীয় লেনদেন পরিষেবা বন্ধ ছিল। এর ফলে চরম সমস্যায় পড়েছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষ। চা বাগানের শ্রমিকদের পারিশ্রমিক তোলা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ ভাতা কিংবা পেনশনের টাকা-সব পরিষেবা একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এতদিন। দিনমজুর, কৃষক থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ীরা, বহু মানুষই এই পোস্ট অফিসের উপর নির্ভরশীল। প্রতিদিন প্রায় আট হাজার গ্রাহক এখানে আসেন নানান পরিষেবা নিতে। ফলে পরিষেবা বন্ধ থাকায় অসুবিধায় পড়েন সকলে। অনেকেই পাড়া-প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার নিয়েই চালিয়েছেন সংসার। তবে অবশেষে প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান হয়েছে। ফের চালু হয়েছে সমস্ত পরিষেবা। পোস্ট অফিসে গিয়ে ভিড় করছেন গ্রাহকরা।

অবৈধ কয়লা খনিতে বিপর্যয়, মৃত এক, নিখোঁজ যুবক! চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৮ জুন ঃ আসানসোলের জামুরিয়ায় পরিত্যক্ত খোলামুখ খনিতে অবৈধভাবে কয়লা তুলতে গিয়ে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বিষাক্ত গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের, নিখোঁজ আরও একজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা। শনিবার সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান বহু মানুষ, পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে জামুরিয়ার কুনুস্তরিয়া এরিয়ার নর্থ সিয়ারসোল খনি এলাকায় চার যুবক অবৈধভাবে কয়লা তোলার উদ্দেশ্যে যান। তাঁরা হিজলগড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বারুল গ্রামের বাসিন্দা। অভিযোগ, একটি পরিত্যক্ত খোলামুখ খনির গভীরে নেমে কুয়ো কাটার কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই ভিতরে বিষাক্ত গ্যাস বের হতে শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকে কোনওভাবে দুই যুবক বাইরে বেরিয়ে এলেও, রবি কর্মকার ও সঞ্জীব বাউড়ি নামে অপর দুই যুবক ভিতরেই আটকা পড়ে যান। শনিবার সকালে বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় উত্তেজনা। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরুর দাবি জানান। তবে প্রথম দিকে কেউই খনির ভিতরে নামতে সাহস দেখাননি, কারণ ভিতরে বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি এতটাই প্রবল ছিল যে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারত। দীর্ঘ অপেক্ষার পর পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং শুরু হয় উদ্ধারকাজ। দুপুরের দিকে সঞ্জীব বাউড়ির মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবে অপর যুবক রবি কর্মকারের কোনও খোঁজ তখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই কুয়োর ভিতর বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা এতটাই বেশি যে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী ছাড়া ভিতরে নামা ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে উদ্ধার অভিযান বারবার থমকে যাচ্ছে। একইসঙ্গে, উত্তেজিত জনতা নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে পুলিশকে কঠোর নজরদারিতে থাকতে হয়। নিহত যুবকের পরিবারের দাবি, আর্থিক অনটনের কারণে তাঁরা বাধ্য হয়ে এই বিপজ্জনক কাজে নামেন। মাত্র ৪০০ টাকা মজুরিতে সারা রাত ধরে কয়লা তোলার কাজ করেন ওই যুবকেরা। তাদের মতে, কোনও বিকল্প রোজগারের সুযোগ না থাকায় বাধ্য হয়েই এই ধরনের অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন গ্রামের বহু যুবক। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসন জানলেও কখনও তেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ফলে একদিকে যেমন সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারায়, অন্যদিকে বারবার প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। নিখোঁজ যুবককে উদ্ধারের কাজ চলছে। ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এই অবৈধ কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কোনও চক্রের যোগ আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে শনিবার দুপুর পর্যন্ত মৃত যুবকের সহকর্মী রবি কর্মকারের কোনও সন্ধান মেলেনি।

আবারো এটিএম লুটের চেষ্টা, মুম্বই থেকে সতর্ক বার্তা পেতেই সক্রিয় পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুন ঃ জলপাইগুড়ি জেলা কন্ট্রোল রুম এবং কোতোয়ালি থানা টিমের সতর্কতার জেরে কোতোয়ালি থানা এলাকার একটি এটিএম চুরির চেষ্টা ব্যর্থ হলো । শনিবার রাত ২.২০ মিনিটে, জলপাইগুড়ি জেলা কন্ট্রোল রুম এসবিআই ব্যাংকের মুম্বই কন্ট্রোল রুম থেকে তথ্য পায় যে, জলপাইগুড়ির রাণীনগরে বিএসএফ ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের কাছে অবস্থিত এসবিআই রাণীনগর শাখায় এক ব্যক্তি এটিএম খোলার চেষ্টা করছে, যার পিন কোড ৭৩৫১৩৩। সতর্ক বার্তা পেয়েই, জেলা কন্টোল রুম তাৎক্ষণিকভাবে কোতোয়ালি থানার নাইট মোবাইল অফিসারদের খবর দেয়, তাদেরকে ঘটনাস্থলে যেতে এবং রাজগঞ্জ থানা এবং ময়নাগুড়ি থানাকে হাইওয়েতে যানবাহন তল্লাশি নির্দেশ দেয়। কোতোয়ালি থানার এএসআই মুনিরাম রায় এবং এএসআই বিশাল ছেত্রী ঘটনাস্থলে যান, যেখানে তারা এটিএমের সামনে দুটি বাইক এবং একটি ছোট এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার দেখতে পান। অফিসাররা ঘটনাস্থল থেকে দুই ব্যক্তিকে পালিয়ে যেতে এবং পাশের একটি ভবনের ছাদের দিকে দৌড়াতে দেখেন। এএসআই বিশাল ছেত্রী সন্দেহভাজনদের ধাওয়া করে এবং জলপাইগুড়ির রানীনগরের চেউড়া পাড়ার বাসিন্দা কৌশিক মুখার্জি (২৪ বছর) নামে একজনকে আটক করতে সক্ষম হন। গ্রেপ্তারের সময় তিনি সিঁড়ি থেকে পড়ে যান এবং কিছু আহত হন। এরপর, অনুসন্ধান দল আরও একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে, পথিক সরকার (২৫ বছর)। জলপাইগুড়ির রানীনগরের সুকুর পাড়ার বাসিন্দা। অতিরিক্ত এসপি রুরাল, কোতোয়ালি এবং রাজগঞ্জ থানার আইসি সহ আশেপাশের এলাকা পরিদর্শন করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে এটিএমের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, নগদ টাকা অক্ষত ছিল। জেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সতর্কতা এবং কোতোয়ালি থানার রাতের আরটি গাড়ির দলগুলির দ্রুত প্রতিক্রিয়ার কারণে এটিএম চুরির বড় ঘটনাটি ব্যর্থ হয়েছে। কোতোয়ালি থানায় এটিএম চুরির চেষ্টার জন্য একটি নির্দিষ্ট মামলা শুরু করা হয়েছে এবং আরও তদন্ত চলছে।

সাঁতরাগাছি থেকে পুরুলিয়া- বাঁকুড়া-হাওড়া মেমু ট্রেনের যাত্রা সূচনা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃ রেলের আধুনিকীকরণ এবং যাত্রী পরিষেবার কথা মাথায় রেখে শনিবার সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পুরুলিয়া- বাঁকুড়া - হাওড়া মেমু ট্রেনের (মশাগ্রাম হয়ে)

রেলযাত্রী পরিষেবার সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও আইটি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এদিন এই অনুষ্ঠানে তিনি রেল সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ এবং যাত্রী সুবিধার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রায় ১২ লক্ষ রেল কর্মী নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম করছেন। বৈষ্ণব বলেন, ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রেলপথে প্রায় ৪৩৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলেও বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে কলকাতা মেট্রোর নেটওয়ার্ক ৪১ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে ১৯৭২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে মাত্র ২৮ কিলোমিটার রেলপথ ছিল। তিনি কলকাতা মেট্রো এবং অন্যান্য রেল প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত জমি অধিগ্রহণ, ট্র্যাফিক অনুমতির মতো চ্যালেঞ্জগুলির কথা উল্লেখ করে রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে জনসেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান। সাঁতরাগাছি স্টেশনকে অমৃত স্টেশন হিসেবে উন্নীত। অশ্বিনী বৈষ্ণব সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনকে 'অমৃত স্টেশন' হিসেবে উন্নীত করার প্রশংসা করে বলেন, গত দেড় বছরে প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই স্টেশনটিকে একটি স্মার্ট, পরিবেশবান্ধব এবং যাত্রীবান্ধব কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যা ২০৬৩ সালের মধ্যে প্রতিদিন ৫০ হাজারেরও বেশি যাত্রী পরিষেবার জন্য প্রস্তুত। গ্রামীণ ও আঞ্চলিক যোগাযোগকে শক্তিশালী করবে নতুন রেলপথঃ পুরুলিয়া- বাঁকুড়া - হাওড়া মেমু ট্রেন পরিষেবা (মশাগ্রাম হয়ে) গ্রামীণ, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক রেল যোগাযোগকে শক্তিশালী করবে। এই পরিষেবা বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং আশেপাশের জেলাগুলির হাজার হাজার যাত্রীর জন্য প্রতিদিনের রেলযাত্রাকে সহজ করে তুলবে। এটি কেবল রেলযাত্রায় সময় কমাবে না বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও বাড়িয়ে তুলবে। অভিনন্দন জানিয়েছেন মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং সাংসদরা । শনিবার পুরুলিয়া- বাঁকুড়া- হাওড়া মেমু ট্রেনের (মশাগ্রাম হয়ে) রেলযাত্রী পরিষেবার সূচনা হওয়ায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে রেলমন্ত্রী হিসেবে চার বছর পূর্ণ করার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই মেয়াদ রেলের অভূতপূর্ব উন্নয়নের জন্য পরিচিত হবে। লোকসভার সাংসদ প্রসূণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র খান সহ উচ্চ রেল আধিকারিকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মন্দির ভাঙার প্রতিবাদে হনুমান চালিশা পাঠ, বিজেপির বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন মন্দির, বিশেষ করে এসএফ রোডের হনুমান মন্দির রাতের অন্ধকারে ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল বিজেপি। শনিবার ২৮ জুন দুপুর ১টায় এই ঘটনার প্রতিবাদে ভেনাস মোড় থেকে কর্পোরেশন ভবন পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। বিক্ষোভ মিছিল শেষে কর্পোরেশন ভবনের সামনে হনুমান চালিশা পাঠ করে তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, যাতে হিন্দু বিরোধীদের শুভবুদ্ধি হয়। মিছিলে বিজেপি কাউন্সিলর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ ও জেলার একাধিক শীর্ষ নেতা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন কর্পোরেশনের প্রশাসক পুরু নিগমের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়েও মুখ খোলেন। সদ্য কসবায় ঘটে যাওয়া আইন বিভাগের ছাত্রীর ধর্ষণ-কাণ্ড নিয়েও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। বিজেপির দাবি, শহরের মন্দির ভাঙার মাধ্যমে তৃণমূল সরকার হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করছে। এই ইস্যুতে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি নেতারা। গত বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ির থানা মোড় সংলগ্ন এসএফ রোডে একটি বজরংবলী মন্দিরের দেওয়ালের কিছু অংশ ভেঙে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। জানা গেছে, ওই এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলছিল এবং সেই কাজের সময় অসাবধানতাবশত মন্দিরের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার পরপরই স্থানীয় হিন্দু সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এবং অবিলম্বে মন্দিরটি মেরামতের দাবি তোলা হয়। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল সেই এলাকায়। তারপর কেটে গেছে পুরো একটা দিন। আজ শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান, ইতিহাস বিজড়িত স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মূর্তি বসানোর কাজ হবে। সেই কাজের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে মন্দিরের একাংশ ভেঙে যায়। প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত মন্দিরটি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর ধর্ম নিয়ে কেউ রাজনীতি করার চেষ্টা করলে তা কখনো বরদাস্ত করা হবে না। এই ধরনের ঘটনার পিছনে কারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উসকানি দিচ্ছে তা খতিয়ে দেখা হবে।

নিয়ম মেনে আজও খোলা আকাশের নীচে পঠন-পাঠন হয় শান্তিনিকেতনে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ জুন ঃ বোলপুরের বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন আর এই বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতন ভ্রমণের জন্য প্রত্যেকদিন হাজার হাজার পর্যটকদের সমাগম ঘটে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের বহু পর্যটক ছুটে আছেন এখানে। আর এই বোলপুর বিশ্বভারতীতে একমাত্র হয়ে থাকে প্রকৃতির নীচে পঠনপাঠন। যেখানে গরিব, ধনী এবং মধ্যবিত্ত দেখা হয় না খোলা আকাশের নীচে চলে শিক্ষা অর্জন। প্রচলিত ক্লাসরুমের

থেকে একদম আলাদা এই ক্লাস রুম। খোলা মাঠ, গাছপালা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা মাটিতে বসে ক্লাস করছে যেখানে স্কুলের ঘন্টা পড়ার কোন হিড়িক নেই। প্রকৃতির মাঝে বসে থাকা এবং তারই মাঝে ক্লাস করা এই যে এক অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম প্রকৃতির বুকে এই ক্লাসরুমের শুরু করেছিলেন। তিনি মনে করতেন পাখির ডাক, গাছের আওয়াজ, গাড়ির শব্দ এইসব কিছুই পড়াশোনার একটি অংশ। অন্যদিকে তিনি মনে করতেন শিক্ষকরা শুধু তথ্য দেন না বরং শিক্ষক প্রকৃতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের যোগসূত্র গড়ে তোলেন। প্রকৃতির মাঝে এই স্কুলে কোনরকম ঘন্টা বাজে না, নেই নিয়মের কড়াকড়ি, একদিকে যেমন স্বাধীনতা রয়েছে ঠিক তেমনই একটি শৃঙ্খলা রয়েছে এই প্রকৃতির মাঝে পড়াশোনার। প্রকৃতির মাঝে পড়াশোনা করলে এক ছন্দ খুঁজে পায় ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রকৃতির মাঝে পড়াশোনার এক আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে যেমন মাটিতে দাগ কেটে অঙ্ক শেখা গাছপালা দেখে বিজ্ঞানের জ্ঞান নেওয়া। এক কথায় ক্লাসরুমের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় শেখান হয় সেই সমস্ত বিষয় প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতিকে দেখিয়ে শেখানোর জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমে এসে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মূলত এভাবে শিক্ষার একটা গুণ রয়েছে যেমন ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃতির মাঝে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন এক শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা চার দেওয়ালের বাইরে এসে প্রকৃতির মাঝে নিজেদের শিক্ষা অর্জন করবে। তিনি ভাবতেন শিক্ষা শুধু বইয়ের মধ্যে আটকে থাকবে না সেটা জীবনকে ছুঁয়ে থাকবে বিশ্বভারতীর পাঠভবনের খোলা আকাশের সেই ক্লাস পুরানো সেই দর্শনের এক জীবন্ত রূপ যেটা আজও চলছে।

গন্ডারের হামলায় মৃত্যু মহিলার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ জুন ঃ জ্বালানি কাঠ কুড়োতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না ফুলবালা বর্মণের। গন্ডারের হামলায় মৃত্যু হল তাঁর। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। মৃত ফুলবালা বর্মণের (৫৫)। এই ঘটনায় বিনোবালা বর্মন গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুজনেরই বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের লছমন্ডাবরি এলাকায় লছমনডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল বর্মণ জানান, বাড়ির পাশেই জলদাপাড়া জঙ্গলে এদিন জ্বালানি কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল বেশ কয়েকজন গ্রামের মহিলা। সেই সময় চারটি গন্ডার নিজেদের মধ্যে খেলা করছিল জঙ্গলে, হঠাৎই অসতর্কভাবে তাদের সামনে ফুলবালা বর্মণ ও বিনোবালা বর্মণ চলে আসে। তারপরেই ঘটে যায় সাংঘাতিক বিপদ। চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্মরত চিকিৎসক ফুলবালা বর্মণকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বিনোবালা বর্মণকে গুরুতর আহত অবস্থায় কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে রেফার করে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়ার ডিইএন/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/ সিপিডব্লিউ/এসইবি/ এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/২/হাওড়া] ই-টেন্ডার নম্বরঃ ৯৪_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৫.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডানকুনি-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/ডানকুনি-র অধিক্ষেত্রে ডানকুনি, গোবরা ও জনাই রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বর্তমান উপরিতলের মানোন্নয়ন এবং এইএন/ডানকুনি-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/ডানকুনি-র অধিক্ষেত্রে গুড়াপ, ঝাপানডাঙ্গা ও জৌগ্রাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বর্তমান উপরিতলের মানোন্নয়ন এবং এইএন/বর্দ্ধমান-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/বর্দ্ধমান-এর অধিক্ষেত্রে নবগ্রাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বর্তমান উপরিতলের মানোন্নয়ন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬,১৩,১১,১৬৯.৭২ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৫৬,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৭.২০২৫ বেলা ২টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।(HWH-163/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এলপিএমইডিএইচডব্লুএইচ২৫, তারিখ ঃ ২৬.০৬.২০২৫। সিএমএস/হাওড়া, অর্থোপেডিক হসপিটাল, ২২২ বিপ্লবী হরেন ঘোষ সরনি, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের শিরোনাম ঃ** দুই বছর সময়কালের জন্য অর্থোপেডিক হসপিটাল, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-তে ওষুধ (জেনেরিক, ব্র্যান্ডেড ও অঙ্কোলজি সম্পর্কিত), সার্জিক্যাল আইটেম ও কনজিউমেবল আইটেম স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের জন্য দরের চুক্তি। **বায়নামূল্য (ভারতীয় টাকায়)ঃ** ১,৫১,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (ভারতীয় টাকায়) ঃ** ০। **চুক্তির ধরন ঃ** গুডস্। **মূল্যায়নের শর্ত ঃ** আইটেম প্রতি। **টেন্ডারিং সেকশনঃ** মেডিক্যাল। **পরিদর্শনকারী সংস্থা ঃ** প্রাপক। **আইটেম শ্রেণী ঃ** সাধারণ। **অনুমোদিত স্থান থেকে সংগৃহীত ঃ** না। **বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২১.০৭.২০২৫, দুপুর ৩টা। **প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ** ৯০। **টেমপ্লেট ঃ** নর্ম্যাল। **চুক্তির শ্রেণী ঃ** ব্যয়। **টেন্ডারের ধরনঃ** ওপেন দেশীয়। **প্রকাশের তারিখ/সময় ঃ** ২৬.০৬.২০২৫, দুপুর ১-৩১ মিনিট। যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলাড করা যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাদের মূল্য সংশোধিত বিড জমা দিতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই ও কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য হবে।

(MED-01/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান খড়্গপুর
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR
Advt. No.: R/05/2025 dated June 12, 2025
পোস্ট ডক্টরাল ফেলো (পিডিএফ)
পদের জন্য ইনস্টিটিউট **অনলাইনে আবেদনপত্র** আহ্বান করছে
শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং আপডেট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুনঃ http://www.iitkgp.ac.in
অনলাইন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৫
CBC 21255/12/0007/2526 নিবন্ধক/Registrar

পাঁচ ছক্কায় ব্রিটেনে বৈভব-রাজ, ইংল্যান্ডকে ওড়াল ভারতের ছোটরা

২৮ জুন ঃ দিন কয়েক আগে হার দিয়ে টেস্ট সিরিজ শুরু করেছেন শুভমান গিলরা। যদিও দাদাদের মতো ভুল করেনি ভারতের ছোটরা। ইংল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ওয়ানডে অভিযান শুরু হল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আর সেই ম্যাচে ১৯ বলে ৪৮ রান করে নায়ক বৈভব সূর্যবংশী।

শুধু নায়ক বললে কমই বলা যায়। আসলে ইংল্যান্ডের মাটিতে বৈভবের রাজত্ব চলল। প্রথমে ব্যাট করে ইংল্যান্ডের ছোটরা ১৭৪ রান অলআউট হয়ে যায়। ইসাক মহম্মদ ও প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের ছেলে রকি ছাড়া সেভাবে কেউ রানই পায়নি। কণিষ্ক চৌহানের ২০ রানে ৩ উইকেটের সৌজন্যে মাত্র ৪৩ ওভারে গুটিয়ে যায় ইংরেজদের ইনিংস। দুটি করে উইকেট নেয় আরএস অম্বরিশ, মহম্মদ এনান ও হেনিল প্যাটেল। জবাবে আগুন ছড়িয়ে দেয় ভারতের দুই কিশোর প্রতিভা। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে করে ২১ রান। অন্যদিকে অপ্রতিরোধ্য বৈভব। দুজনের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৭১ রান। ম্যাচ কার্যত ওখানেই শেষ হয়ে যায়। বৈভব মারে পাঁচটা ছয় ও তিনটে চার। অর্থাৎ ৪৮ রানের মধ্যে ৪২ রানই আসে বাউন্ডারি থেকে। সবচেয়ে বেশি প্রহার করে ইংল্যান্ডের দুই বোলার জ্যাক হোম ও জেমস মিন্টোকে। শেষ পর্যন্ত স্লগ সুইপ মারতে গিয়ে আউট হয় বৈভব। মাত্র দুই রানের জন্য হাফসেঞ্চুরি মিস হয়। মাঝে আরও দুটি উইকেট পড়লেও জিততে অসুবিধা হয়নি। সহ-অধিনায়ক অভিজ্ঞান কুণ্ডু (৪৫) ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়ে দেয়। ভারতের ইনিংসের বয়স তখন মাত্র ২৪ ওভার। ৬ উইকেটে জেতে ভারতের ছোটরা। তবে তথ্য-পরিসংখ্যানের থেকেও যেটা ক্রিকেটপ্রেমীদের মুগ্ধ করেছে, সেটা হল বৈভব-আয়ুষদের দাপট, আগ্রাসন ও ভয়ডরহীন মনোভাব। অনেকে তো শুভমানদেরও পরামর্শ দিচ্ছেন, ভাইদের থেকে শেখার জন্য। পাঁচটি ওয়ানডের পর দুটি টেস্টও খেলবে অনূর্ধ্ব-১৯ দল। যার শুরুটা ভালোই হল।

দ্বিতীয় টেস্টে বুমরাহ পরিবর্তে বাংলার পেসার, বাদের মুখে আরও এক তারকা

বার্মিংহাম, ২৮ জুন ঃ ইংল্যান্ড সফরের শুরুটা ভালো হয়নি ভারতীয় দলের। তাই দলে পরিবর্তন করতেই হল। এবারে সেই দলে প্রবেশ করতে চলেছে বাংলার পেসার আকাশ দীপের। চোটের সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগেছেন তিনি। অজি সফরের পর চোটের জন্য বাইরে চলে যেতে হয়েছিল। যদিও এজবাস্টনের নেটে চেনা আসতে পারেন নীতীশকুমার রেড্ডি। অস্ট্রেলিয়া সফরে সেঞ্চুরি-সহ যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় টেস্টে নীতীশকেই প্রথম একাদশে দেখার সম্ভাবনা বেশি।

বলে শোনা গিয়েছে, বাংলার ক্রিকেটার। লিডস টেস্টে হার মানতে হয়েছে। ২ জুলাই থেকে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। গোটা দল এজবাস্টনে পৌঁছে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। সেখানে মাঠে থাকলেও অনুশীলন করেননি জশপ্রীত বুমরাহ। ফলে তিনি যে বার্মিংহাম টেস্টে খেলবেন না, তাতে একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বুমরাহর বিকল্প হবেন কে? অনুশীলন দেখে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, তাতে বুমরাহর জায়গায় খেলার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছন্দে দেখা গেল আকাশ দীপকে। দীর্ঘক্ষণ হাত ঘোরালেন। চোটের কোনও সমস্যাই নেই। নতুন বলে আগুনে ফর্মের ঝলক দিয়ে রাখলেন। বার্মিংহামে আরও একটা বদলে আসতে পারে। লিডসে সুযোগ পেয়েছিলেন শার্দূল ঠাকুর। আশা করা হয়েছিল, বোলিংয়ের পাশাপাশি কাজ চালানোর মতো ব্যাটিংও করে দেবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দুই ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। বল হাতে তুলেছেন মাত্র ২টি উইকেট। রান করেছেন মাত্র ৫ রান। তাঁর জায়গায় দলে লিডস টেস্টে হারের কারণ হিসেবে ক্যাচ মিসের পাশাপাশি উঠে আসছে বোলিং ব্যর্থতার কথা। বুমরাহ না খেললে সেই সমস্যা আরও বাড়বে। চিন্তা বা।াচ্ছে সিরাজের ফর্মও। বুমরাহ না থাকলে আরেকজন বিকল্প হতে পারেন অর্শদীপ সিং। তবে সমস্যা হল, টেস্টে এখনও অভিষেকই হয়নি তাঁর। সিরিজে কামব্যাকের জন্য সেক্ষেত্রে আকাশ দীপের অভিজ্ঞতাতেই ভরসা রাখতে পারেন গম্ভীর। তাছা।া দু'দিকে বল সুইং করানোর কৃতিত্বও এগিয়ে রাখছে বাংলার পেসারকে।

টি-২০ বিশ্বকাপের ভয়াবহ স্মৃতিচারণ

২৮ জুন ঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার কথা সকলেরই জানা। দুই দলকে ক্রিকেট মাঠে দেখতে মুখিয়ে থাকেন সমর্থকরা। আমেরিকায় ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ম্যাচ নিয়েও উত্তেজনা ছিল চরমে। কিন্তু সেই উত্তেজনা কিছুটা হলেও আতঙ্কের হয়ে উঠেছিল রোহিত-বিরাটদের সামনে। এ কথাই জানিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা। পাকিস্তান ম্যাচের আগে একটা উড়ো হুমকির কথা শোনা যায়। সেই কারণে গোটা ভারতীয় দলকে হোটেলের বাইরে বেরনোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। এককথায়, গোটা দল হোটেলবন্দি হয়ে পড়েছিলেন। সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে রোহিত শর্মা বলেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে আমাদের বলা হয়েছিল কোথা থেকে একটা হুমকি এসেছে। কিছু একটা নাকি ঘটছে। সেই কারণে ম্যাচের দু'দিন আগে আমাদের হোটেল থেকে বাইরে যাওয়ার কোনও অনুমতি ছিল না। রোহিতের সংযোজন, আমরা খাবার অর্ডার করছিলাম। হোটেলে এতটাই ভিড় ছিল যে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছিল। সমর্থক থেকে সংবাদমাধ্যম, সকলেই সেখানে ছিল। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, এই ম্যাচটা অন্য ম্যাচের থেকে আলাদা। স্টেডিয়ামের কাছাকাছি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হচ্ছিল যেন একটা উৎসব। দুই দলের সমর্থকরাই নাচছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে অনেকগুলো ম্যাচ খেলেছি। এই ম্যাচের আগে সমর্থকদের উত্তেজনা অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সেই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে মাত্র ১১৯ রানে অলআউট হয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া।

জোকোভিচের আয় ২ হাজার কোটি টাকার বেশি, সেরেনার ১ হাজার কোটি

২৮ জুন ঃ শুধু জনপ্রিয়তা নয়, আয়ের দিক থেকেও বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলাগুলোর একটি টেনিস। নোভাক জোকোভিচ থেকে হালের আরিনা সাবালেঙ্কারা গ্র্যান্ড স্লাম কিংবা অন্য টুর্নামেন্ট জিতে কেমন প্রাইজমানি পান, সেটা তো টুর্নামেন্টের শুরু বা শেষেই সবাই জেনে যান।

তবে টেনিস থেকে শুধু প্রাইজমানির হিসাবে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আয় কার? রজার ফেদেরার কিংবা সেরেনা উইলিয়ামসের মতো কিংবদন্তিরা ক্যারিয়ারে প্রাইজমানি হিসেবে কী পরিমাণ অর্থ আয় করেছেন, সে প্রশ্ন অনেকেরই। ক্যারিয়ার প্রাইজমানির সঙ্গে খেলোয়াড়দের মোট আয়ের পার্থক্য আছে। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলে ও জিতে খেলোয়াড়রো যে পরিমাণ অর্থ আয় করেন, সেটা প্রাইজমানি। মোট আয়ের মধ্যে রয়েছে সেই খেলোয়াড়রে বিভিন্ন স্পনসর, এনডোর্সমেন্ট, পণ্যদূত, বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন খাত থেকে আয়ের অঙ্ক। ছেলেদের পেশাদার টেনিসের সর্বোচ্চ সংস্থা দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব টেনিস

প্রফেশনালসের (এটিপি) হিসাব অনুযায়ী, পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি প্রাইজমানি আয় করেছেন সার্বিয়ান কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচ।

ছেলেদের টেনিসে সর্বোচ্চ ২৪ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী জোকোভিচ ক্যারিয়ারে এ পর্যন্ত ১৮ কোটি ৭৮ লাখ ৭০ হাজার ৯৮৬ ডলার আয় করেছেন। ২২ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী রাফায়েল নাদাল প্রাইজমানি আয়ে ছেলেদের মধ্যে দ্বিতীয়। স্প্যানিশ কিংবদন্তি ১৩ কোটি ৪৯ লাখ ৪৬ হাজার ১০০ ডলার আয় করেছেন। ২০ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী ফেদেরার প্রাইজমানি থেকে আয় করেছেন ১৩ কোটি ৫ লাখ ৯৪ হাজার ৩৩৯ ডলার। মেয়েদের টেনিসে প্রাইজমানি থেকে সর্বোচ্চ আয় করেছেন ২৩ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী যুক্তরাস্ট্রের কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামস। ৯ কোটি ৪৮ লাখ ১৬ হাজার ৭৩০ ডলার আয় করেছেন সেরেনা, তাঁর বোন ৭ বার গ্র্যান্ড স্লামজয়ী ভেনাস উইলিয়ামস প্রাইজমানি থেকে আয়ে দ্বিতীয়। ৪ কোটি ২৬ লাখ ৪৮ হাজার ৫৭৮ ডলার আয় করেছেন ভেনাস। ৪ কোটি ২ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৮ ডলার প্রাইজমানি আয় করে তৃতীয় রোমানিয়ার তারকা সিমোনা হালেপ।

গৌতম গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র তিনটে টেস্ট জিতেছে টিম ইন্ডিয়া

২৮ জুন ঃ গৌতম গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র তিনটে টেস্ট জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। তার মধ্যে দুটো আবার ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। আর একটি অস্ট্রেলিয়ায়। ইংল্যান্ড সফরও শুরু হয়েছে হার দিয়ে। অথচ তিনি যা চেয়েছেন, নির্বাচকরা সেটাই দিয়েছেন। আর কোনও অজুহাতের জায়গা নেই, এবার ফল দিতেই হবে। বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টের আগে ' গম্ভীরকে মনে করিয়ে দিলেন প্রাক্তন সতীর্থ আকাশ চোপড়া।

অনেকেই চেয়েছিলেন টেস্টে ভারতের অধিনায়ক হোক জশপ্রীত বুমরাহ বা কেএল রাহুল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেছে নেওয়া হয় শুভমান গিলকে। সেটা যে মূলত গম্ভীরের ইচ্ছেতেই, তা বলাই যায়। কখনও হর্ষিত রানাকে সুযোগ দিয়েছেন। আবার বাদ পড়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। বর্তমান ভারতীয় দলের সহকারী কোচেদের অধিকাংশই গম্ভীরের ' তারপরও টেস্টের ফলাফলে উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। শেষ ৯টি টেস্টের মধ্যে মাত্র একটি টেস্টে জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। প্রাক্তন সতীর্থকে নিয়ে আকাশ চোপড়া বলছেন, গৌতম গম্ভীরের উপর খুব চাপ রয়েছে। সেটা ক্রমাগত বাড়ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাত্র দুটি ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র একটি টেস্ট জিতেছে। সেখানে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও তিনটি টেস্ট হারতে হয়েছে। এবার ইংল্যান্ডেও একটি হারল। ও হেরেই যাচ্ছে, হেরেই যাচ্ছে। নির্বাচকরা তোমাকে সব দিয়েছে। যে কোচেদের চেয়েছ, সেটাই দিয়েছে। এবার আর কোনও অজুহাতের জায়গা নেই। ফলাফল তোমাকে দিতেই হবে। ব্যস, আর কোনও কথা নেই। ২ জুলাই থেকে বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে। সেখানে বুমরাহ না খেলার সম্ভাবনাই বেশি। যা আরও সমস্যা বাড়াতে পারে ভারতীয় দলের জন্য।

মেসি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য

২৮ জুন ঃ লওনেল মেসির জন্ম আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরে। এ শহরেই জন্মেছিলেন কিংবদন্তি বিপ্লবী চে গুয়েভারাও। শুধু একই শহরে নয়, দুজনের জন্মমাসও এক-জুন। মেসির জন্ম ১৯৮৭ সালের ২৪ জুন আর চে গুয়েভারার জন্ম ১৯২৮ সালের ১৪ জুন।

ইতিহাসের সর্বোচ্চ লাইক পাওয়া পোস্ট- ইনস্টাগ্রামে সবচেয়ে বেশি লাইক পাওয়া পোস্টটি মেসির। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে সতীর্থদের সঙ্গে উদ্যাপনের ছবিটি এখন পর্যন্ত সাত কোটির বেশি লাইক পেয়েছে। এটি শুধু ইনস্টাগ্রাম নয়, সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সর্বকালের সবচেয়ে লাইক পাওয়া পোস্ট।

বন্ধু আমার- ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব মেসি ও আগুয়েরোর। পরে সেই বন্ধুত্ব গড়িয়েছে পারিবারিক ও ব্যবসায়িক

সম্পর্কে। আগুয়েরোর ছেলে বেঞ্জামিনের গডফাদার মেসি। কেআরইউ ইস্পোর্টস নামের একটি ইস্পোর্টস প্রতিষ্ঠানের যৌথ মালিকও তাঁরা। ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে কাতারে গিয়ে দলের সঙ্গে না থেকেও মেসির রুমেই উঠেছিলেন আগুয়েরো।

গায়কের নামে নাম-বিখ্যাত মার্কিন গায়ক লায়োনেল রিচির নামেই রাখা হয় লিওনেল মেসির নাম। মেসির মা সেলিয়া কুচিত্তিনি ছিলেন রিচির বড় ভক্ত। ইংরেজি লায়োনেল আর্জেন্টিনায় এসে হয়ে গেছে লিওনেল-স্প্যানিশ উচ্চারণে। যেখানে মেসি, সেখানেই-সবচেয়ে বেশি ম্যাচে মেসির সতীর্থ ছিলেন সের্হিও বুসকেতস। বার্সেলোনা ও ইন্টার মায়ামির হয়ে দুজনে একসঙ্গে খেলেছেন ৬২১ ম্যাচ।

ইতালিয়ান শিকা মেসির বাবা ও মায়ের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ইতালির মারকে অঞ্চলের বাসিন্দা। সেই সূত্রে তাঁকে দেওয়া হয়েছে সম্মানসূচক ইতালিয়ান নাগরিকত্ব। তবে এ নাগরিকত্ব পূর্ণাঙ্গ নয়, ফলে ইতালিতে ভোটাধিকার বা অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নেই তাঁর।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে লজ্জার হার, বাংলাদেশ বোর্ডকে জানিয়ে টেস্ট নেতৃত্ব ছাড়লেন শান্ত

২৮ জুন ঃ প্রথম টেস্টে বিরাট রান করেও ড্র করেছিল বাংলাদেশ। আর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং-বোলিং সব বিভাগই মুখ থুবড়ে পড়ল। এক ইনিংস ও ৭৮ রানে হারের লজ্জা নিয়ে লঙ্কাভূমি ছাড়বেন নাজমুল হোসেন শান্তরা। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে হারল তারা। আর তারপরই টেস্টের নেতৃত্ব ছাড়লেন শান্ত।

সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের অধিনায়ক বলেন, আমি আর টেস্টে নেতৃত্ব দিতে চাই না। এটা ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপার নয়। দলের ভালোর জন্যই করছি। আমার মতে, তিনটি ফরম্যাটে তিনটি অধিনায়ক থাকার কোনও কোনও মানে নেই। বোর্ড কী ভাবছে আমি জানি না। বোর্ড যা বলবে মেনে নেব। আবারও বলছি, আবেগপ্রবণ হয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। দলের ভালোর জন্যই বলছি। ফলে বোর্ডের নীতিকেই একপ্রকার প্রশ্নের মুখে ফেলে দিলেন তিনি। বাংলাদেশকে ১৪টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন শান্ত। তার মধ্যে চারটি জিতেছে ও ৯টি হেরেছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দ্বিশতরানও করেছিলেন। তবে চলতি বছরের এপ্রিলে জিম্বাবোয়ের কাছে সিরিজ ড্রয়ের পর এবার শ্রীলঙ্কার কাছে পরাস্ত হল তারা। সেই সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে কটাক্ষের বন্যা। এই নিয়ে ৪৭বার ইনিংসে হারতে হল বাংলাদেশকে। সোশাল মিডিয়ায় অনেকে লিখছেন, ' বছরে কোনও উন্নতি হয়নি। এরা টেস্টে জিম্বাবোয়ের কাছে। কোনও লড়াই নেই, শুধুই লজ্জা।' শান্ত সরে যাওয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেটে ডামাডোল আরও বাড়ল। কিছুদিন আগে ওয়ানডে নেতৃত্বও ছেড়েছিলেন তিনি। এসএসসিতে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ হয়ে যায় মাত্র ২৪৭ রানে। সর্বোচ্চ রান শাদমান ইসলামের। দলের কেউই হাফসেঞ্চুরি পর্যন্ত করতে পারেননি। শ্রীলঙ্কার আসিথা ফার্নান্দো ও সোনাল দিনুসা ৩টি করে উইকেট নেন। জবাবে ৪৫৮ রান করে শ্রীলঙ্কা। ওপেনার পাথুম নিসঙ্কা ১৫৮ রান করেন। দীনেশ চাণ্ডিমাল (৯৩) ও কুশল মেন্ডিস (৮৪) সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন। ২১১ রানের বিরাট লিড হাতে নিয়ে মাঠে নামে লঙ্কা বাহিনী। বাংলাদেশ যে এই বিরাট রানের বোঝা টপকাতে পারবে না, তা তৃতীয় দিনেই বোঝা গিয়েছিল। প্রভাত জয়সূর্যর স্পিনের সামনে রীতিমতো কাঁপছিলেন বাংলাদেশি ব্যাটাররা। শেষ পর্যন্ত টাইগারদের ইনিংস শেষ হয়ে যায় মাত্র ১৩৩ রানে। এক ইনিংস ও ৭৮ রানে হারে বাংলাদেশ।

উইম্বলডন শুরু ৩০ জুন, পুরস্কারের অর্থ রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি

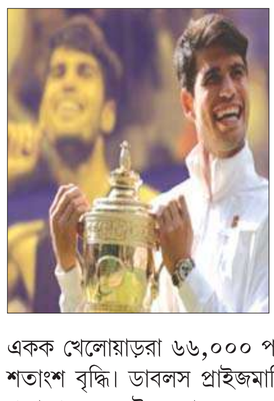

লন্ডন, ২৮ জুন ঃ উইম্বলডন শুরু ৩০ জুন, চলবে ১৩ জুলাই পর্যন্ত। উইম্বলডন এই বছর তার মোট পুরস্কারের অর্থ ৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে রেকর্ড ৫৩.৫ মিলিয়ন পাউন্ড করেছে। একক চ্যাম্পিয়নরা প্রত্যেকে তিন মিলিয়ন পাউন্ড পাবে, যা সমস্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং কার্লোস আলকারাজ এবং বারবারা ক্রেজসিকোভা গত বছর যা জিতেছিলেন তার থেকে পুরস্কার মূল্য ১১.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম রাউন্ডে ছিটকে পড়া একক খেলোয়াড়রা ৬৬,০০০ পাউন্ড পাবে, যা গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি। ডাবলস প্রাইজমানিও ৪.৪ শতাংশ, মিক্সড ডাবলস ৪.৩ শতাংশ এবং হুইলচেয়ার এবং কোযাড় হুইলচেয়ার ইভেন্টের জন্য ৫.৬ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এদিকে উইম্বলডনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, বিশ্বের অন্যান্য টুর্নামেন্টে প্রচলিত ইলেকট্রনিক লাইন কলিং সিস্টেমের সময় ঐতিহ্যবাহী লাইন বিচারকরা উপস্থিত থাকবেন না।

প্রথম ইনিংসে পিছিয়েও কামব্যাক, 'বিতর্কিত' টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল অস্ট্রেলিয়া

২৮ জুন ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থেকেও অনবদ্য কামব্যাক অস্ট্রেলিয়ার। নেপথ্যে ট্র্যাভিস হেড-অ্যালেক্স ক্যারিদের ব্যাটিং পারফরম্যান্স ও তারপর জশ হ্যাজেলউডের পাঁচ উইকেট। দুইয়ের দাপটে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ১৫৯ রানে জিতল অজিরা। যদিও এই ম্যাচে বিতর্কও ধাওয়া করল।

বার্বাডোজে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া অলআউট হয়ে যায় ১৮০ রানে। উসমান খোয়াজার ৪৭ ও ট্র্যাভিস হেডের ৫৯ রান ছাড়া কেউ সেভাবে দাঁড়াতেই পারেননি। জেডেন সিলসের পাঁচ উইকেট ও শামার জোসেফের চার উইকেটের সামনে কার্যত অসহায় দেখাচ্ছিল অজি ব্যাটারদের। পালটা ১৯০ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের ইনিংসকে যে দু'জন টানছিলেন, সেই রস্টন চেজ (৪৪) ও শাই হোপের (৪৮) আউট নিয়েই যত বিতর্ক। প্যাট কামিন্সের বলে এলবিডব্লু হন চেজ। সঙ্গে সঙ্গেই ডিআরএস নেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক। কিন্তু বল আগে ব্যাটে লেগেছে নাকি প্যাডে, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। রিপ্লেতে দেখা যায়, ব্যাটের কাছ দিয়ে বল যাওয়ার সময় স্পষ্ট ' রয়েছে। তারপরও আউট দেন থার্ড আম্পায়ার হোল্ডস্টক। তার কয়েক ওভার পরেই ফের নাটক। হোপের ব্যাটে লেগে বল চলে যায় উইকেটের পিছনে। উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি ঝাঁপিয়ে বল ধরলেও পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, বল মাটিতে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তারপরও হোপকে আউট দেওয়া হয়।

১০ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নামে অস্ট্রেলিয়া। এবারও তাদের ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়নি। কিন্তু নীচের সারিতে ট্র্যাভিস হেড (৬১), বিউ ওয়েবস্টার (৬৩) ও অ্যালেক্স ক্যারিরা (৬৫) অস্ট্রেলিয়াকে ৩১০ রানে পৌঁছে দেন। শামার জোসেফ ৫ উইকেট তুললেও প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় অজিরা। জবাবে মাত্র ১৪১ রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জাস্টিন গ্রেভস (৩৮) ও শামার জোসেফ (৪৪) ছাড়া কেউই প্রতিরোধ গ।ে তুলতে পারেননি। জস হ্যাজেলউড ৪৩ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন। ৪৭ রানে দুই উইকেট থেকে আচমকা ৮৬ রানে ৮ উইকেট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হয়নি। দুই ইনিংসেই হাফসেঞ্চুরি করে ম্যাচের সেরা ট্র্যাভিস হেড।

অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য বার্সিলোনায় ১০ নম্বর জার্সি পাচ্ছেন ইয়ামাল

২৮ জুন ঃ গত মরসুমটা দারুণ কাটিয়েছেন ইয়ামাল। ক্লাবের জার্সিতে ৫৫ ম্যাচে ১৮ গোলের পাশাপাশি ২৫টি অ্যাসিস্টও করেছেন তিনি। তাতে বার্সিলোনার হয়ে জিতেছেন লা লিগা, কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা। অসাধারণ পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই নাকি বার্সায় ১০ নম্বর জার্সি পাচ্ছেন ইয়ামাল। যা পরে খেলেছেন কিংবদন্তি মেসি। মেসি ছাড়াও বার্সায় ১০ নম্বর পরেছেন মারাদোনা, রিভালদো, রোনালদিনহোরা।

বার্সিলোনায় সবশেষ ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন আনসু ফাতি। ২০২১ সালে মেসি পিএসজির উদ্দেশে বার্সা ছাড়ার আগেই নামডাক কামিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ইনজুরি তাকে সেই নামডাক ধরে রাখতে দেয়নি। এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থেকেই হারিয়ে গেছেন তিনি। সেই ফাতি বার্সা ছাড়ার কারণে ইয়ামালের ভাগ্যে জুটেছে বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সিটি।

উইম্বলডন থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন হুবার্ট হুরকাজ

লন্ডন, ২৮ জুন ঃ অস্ত্রোপচারের পর সেরে না ওঠায়. পোল্যান্ডের হুবার্ট হুরকাজ উইম্বলডন থেকে নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন।শুক্রবার জানিয়েছেন বিশ্বের প্রাক্তন ৬ নম্বর খেলোয়াড়। এই মাসের শুরুতে পিঠের নিচের অংশের আঘাতের কারণে লিবেমা ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করার পর থেকে হুরকাজ আর খেলেননি। প্রথম রাউন্ডের জয়ের পর তাকে দুটি মেডিকেল টাইমআউট নিতে হয়েছিল এবং পরে তিনি নাম প্রত্যাহার করে নেন।

গত বছর উইম্বলডনে দ্বিতীয়. রাউন্ডের খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পর হুরকাজ তার ডান হাঁটুতে মেনিস্কাস অস্ত্রোপচারও করেছিলেন, যেখানে তিনি সপ্তম বাছাই ছিলেন, যার ফলে তাকে অলিম্পিকও বাদ দিতে হয়েছিল। আমার দলের সাথে একসাথে, আমি এই বছরের উইম্বলডন থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, হুরকাজ এক বিবৃতিতে বলেছেন। প্রস্তুতির সময়, আমার শরীর প্রতিক্রিয়া. দেখায়. - সাইনোভিযাল মেমব্রেনের জ্বালা - যা আমার অস্ত্রোপচার থেকে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার অংশ। এর বিশ্রাম এবং চিকিসা প্রযোজন, এবং আমার শরীরের কথা শুনতে হবে। শুক্রবার উইম্বলডনের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সোমবার থেকে শুরু হওয়া. গ্রাসকোর্ট গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রথম রাউন্ডে হুরকাজ ব্রিটিশ বিলি হ্যারিসের মুখোমুখি হওয়ার কথা।

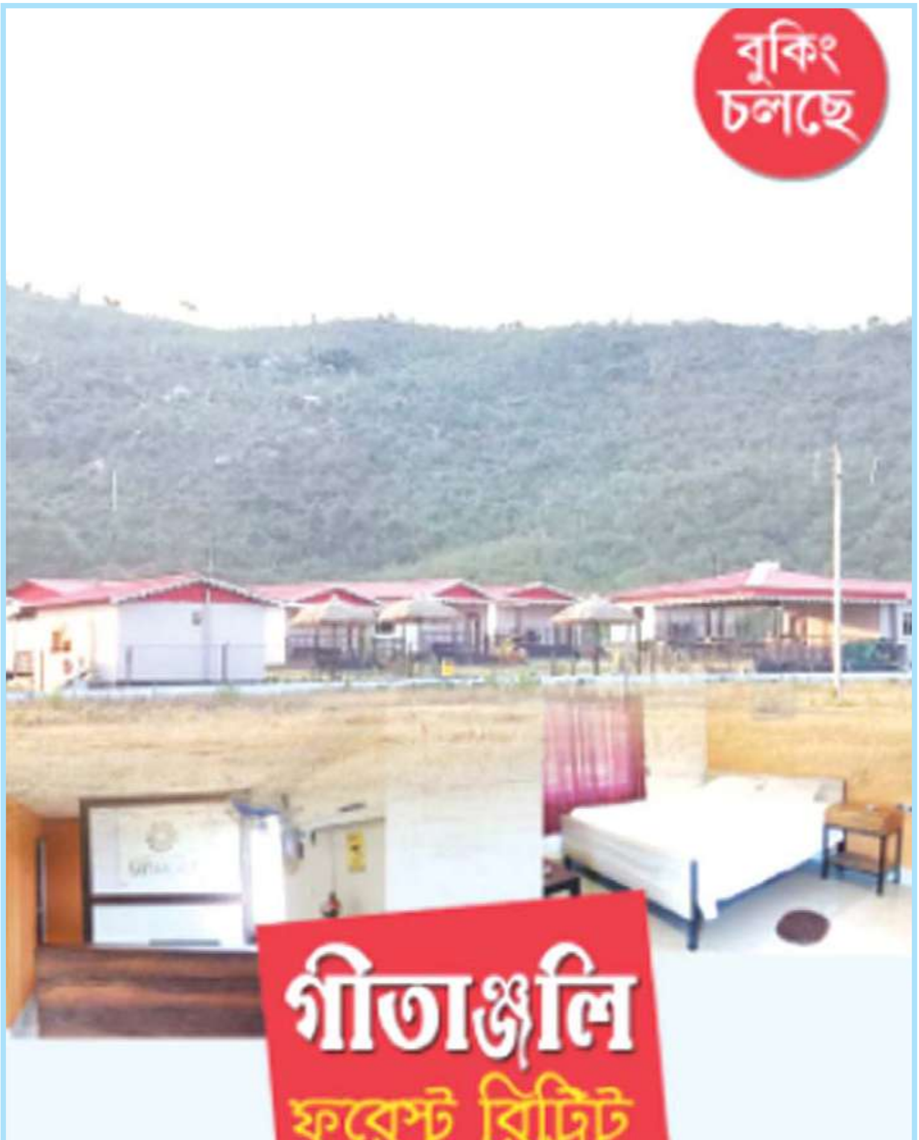

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com